একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

২০১ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৫ সন ১২৬১ সাল ১৫ বৈশাখ শনিবার

পরমেশ্বরানু চিন্তনে নির্ব্বিঘ্নে তৎপ্রসাদাৎ গত ১৭৭৫ শকাব্দীয় " পত্রিকাপ্রকাশাদি কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছি, ইহাতে জগদীশ্বরের প্রতি বিবিধ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি, কারণ তিনি অপার করুণাময়, অস্মাদাদিকে স্বচ্ছন্দ শরীরে পূর্ণ সংবৎসর পরমানন্দে যুক্ত করিয়া জীবিত রাখিয়াছেন, আমরা সর্ব্বদাই তন্নিয়মের বহির্ভূত যে সকল কর্ম্মাচরণ করিয়া থাকি, যদি পরমে-

শ্বর সেই সকল কর্ম্মের ফল আশুপ্রদান করিতেন তবে আমরা ক্ষণমাত্রও স্বচ্ছন্দরূপে কাল যাপনা করিতে পারিতাম না, সুতরাং তাহাঁর বৈষম্যাচার রহিতের ফলেই আমরা অপকৃষ্ট কদর্য্য কর্ম্মাদি করিয়াও সুখেবাস করিতে শক্তহই, কিন্তু সেই সর্ব্বকামপর কৃপানিধান যদি কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগের বিধান জন্মান্তরের অপেক্ষায় না রাখিতেন, তবে কি আমরা যথেষ্টাচার করিয়াও বিচক্ষণরূপে লোকসমাজে সামাজিক জ্ঞানীত্যভিমানে স্পর্দ্ধা করিতে শক্ত হইতাম?। এবং অস্মদাদিরন্যায় যদ্যপি পরমেশ্বর অক্ষান্তিযুক্ত হইতেন, তবেকি আমরা অকুতোভয়ে পাপসমাচরণ করিয়াও অপাপবৎ আক্ষাভে বক্তৃতা করিতে পারিতাম?। ধর্ম্মাবলম্বনার্থ পারত্রিক কালের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেহয়, সুনির্ম্মল ধর্ম্মপথে বিচরণ করা অতি কঠিন ব্যাপার, যেহেতু ধর্ম্ম পথ অতি দুর্গম, প্রথম প্রবর্ত্ত ব্যক্তির প্রতিপাদ বিক্ষেপে অনেকানেক প্রতিবন্ধক আছে, সুতরাং সৎসঙ্গদ্বারা অধ্যবসায় ক্রমে এতদ্বিঘ্নের পরিমোচন পূর্ব্বক তৎপথাবলম্বন করিতেহয়, এতৎ চেষ্টাবান ব্যক্তিকেই সাধুবলা যায় তিনিই আত্মপ্রসাদজনিত সুপবিত্র অনন্তসুখস স্তোগী হয়েন

এক্ষণে বর্ত্তমান কষায়িত কলিকালে জীবের যেরূপ স্বভাবের উদয় হইতেছে, ইহাতে মনুষ্যমাত্রেই প্রায় ভাবি পরত্র কথাকে ভ্রমেও স্মরণ করেন, শুদ্ধ সুখাকর ইন্দ্রিয় বশে মগ্ন হইয়া ঐহিকসুখকেই যথেষ্টজ্ঞানকরত তদুপযোগী কর্ম্ম সাধনে তৎপরতাপ্রযুক্ত আপনাদিগকে ধার্ম্মিক

বলয়ি। বিখ্যাতকরে, ফলিতার্থ শাণিত ক্ষুরধারাগ্র সন্নিভ ধর্ম্মসঞ্চরণের পথ অতি দুষ্কর, সুতরাং তৎপথাবলম্বনে অশক্ত বিধায় অনেকেই সহজ পথের অন্বেষণা করে তাহাতে ভাবিসুখ না থাকুক, কিন্তু ঐহিক ইন্দ্রিয় রোচণার্থ নানামত সুখানুভব হয়। একালে যথার্থ ধর্ম্মশীল পুণ্যবান লোকের প্রায় বিরল হইয়া উঠিল, মিথ্যাবহার পূর্ব্বক সত্যোপচয়কারী ব্যক্তি মাত্রই দৃষ্টহয়েন,

অশান্ত মূঢ় পাপাত্মা ব্যক্তিদিগের যথেষ্টাচারাদি দর্শনে সুখানুভব করিয়া পুণ্যাচরণে প্রবর্ত্ত ব্যক্তির কদাচিৎ ধর্ম্ম পদবীর পরিত্যাগ করা উচিতহয়না, পরন্তরমণীয় ধর্ম্মস্বরূপ রত্নলাভার্থ নিয়ত যত্নকরা কর্ত্তব্য। যেহেতু ধর্ম্মের ফল অতি সুখদ, তৎপ্রাপ্ত্যর্থে পৌনঃপুন্য চেষ্টাকরিলে কখন না কখন সেইফল অবশ্যই লাভ হইবে, প্রথমতঃ ধর্ম্মপথে চলিতে হইলেই কষ্টানুভবহয়, অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত নিয়মে আবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহাতে অভিলাষানুসারে অর্থোপার্জ্জনের ব্যাঘাত জন্মে, এবং প্রভুর নিকট প্রতিপত্তির অলাভে অনাদৃত হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানকারি ব্যক্তির নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যা বন্দনা পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ দেবকার্য্যাদির অনুরোধে মণিবের আজ্ঞামত যথোক্ত সময়ে গমনা গমনের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং ধনাভিলাষির প্রভুর আজ্ঞারক্ষাও ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক এবং ইন্দ্রিয় সুখসম্ভোগ অভিমত সম্পন্নহয়না; মনোহর অট্টালিকায় অবস্থিতি এবং বারাঙ্গনাদির্গোষ্ঠ উদ্যানাদিতে অবস্থান, অপূর্ব্ব যানবাহনারোহণাদিদ্বারা অভিমত পর্য্যটন ও ইচ্ছানুসারে মদ্যমাংসাদি যথে-

ষ্টাহার এবং বাসনানুরূপ বেশভূষাদি প্রায়ই ধর্ম্মানুষ্ঠান কৃৎ পুরুষেরদিগের ঘঠিয়া উঠেনা।

ধার্ম্মিক ব্যক্তির যৎসামান্য দ্রব্য হবিষ্যাদি আহার, সামান্য বস্ত্র পরিধান, আত্মাভিমান ত্যাগে সামান্য রূপে জীবন যাপন করিতে হয়, শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদিরঅনুরোধে ধর্ম্মাচরণে অলসান্বিত ব্যক্তি তৎপথে আরোহণ করিতে পারেনা অর্থাৎ শীত বর্ষাদিতে প্রাতঃস্নান করিতে মহা ক্লেশবোধ এবং উগ্রসময়ে নিবিড় গ্রহে উপবেশন করিয়া বহ্নিসান্নিধ্য হোত্র কর্ম্মের বৈমুখতাচরণ ধর্ম্মের প্রবল প্রতিবন্ধক জানিবেন। অতএব অলসাক্রান্ত ব্যক্তির এতৎ কর্ম্ম সাধনে ক্লেশ বোধ যদিও হয় তথাপি এমত বিবেচনা করা উচিত যে ক্ষণিক সুখবোধার্থ পুণ্য বর্জ্জন পুরঃসর পাপ পথের পান্থ হওয়া উচিত নহে। (নহিসুখং দুঃখৈর্বিনালভ্যতে) বিনা দুঃখে পরম সুখ লাভ হয়না। ধার্ম্মিক হইতে ইচ্ছাকরিলে অনেক যত্নের ও অনেকসময়ের অপেক্ষাকরে অযত্নসাধ্য ধর্ম্ম হইলেনক লেই ধর্ম্মলাভ করিতে পারিত, কুসংসর্গ বশতঃ বদ্ধমূল অসদ্বাসনা ও কুসংস্কার কি কখন একেবারে সমূলে উন্মূলন করাযায়?। চিরকালে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, সে সমুদায়কে কি কখন অল্পকালের মধ্যে কেবল কথায় সাধু প্রবৃত্তির মধ্যে আনয়ন করা যাইতে পারে? যাহারদিগের চিত্তমহান্ধকারে আমগ্ন হইয়াছে তাহারদিগের চিত্তে কি হটাৎ ধর্ম্ম জ্যোতিতে আলোক করিতে পারে?। ধর্ম্মানুষ্ঠানের চেষ্টা কদাপি অনায়াসে সফল হইবার সম্ভবনহে, ধর্ম্মাচরণের ফল যদি প্রত্যক্ষ না দেখা

যাউক তথাপি পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য কদাপি ও ধর্ম্মাচরণে বিমুখ বা নিবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। কেননা অভ্যাস দ্বারা ক্রমাগত যত্ন করিলে পরিণামে ধর্ম্মের ফল অনুভব হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

অভ্যাসিত ব্যভিচারাদি কোন আচরিত পাপ কর্ম্মের নিরাসার্থে যত্ন করাতে ও যদি তৎকর্ম্মের নিরাস করিতে পারা না যায় তথাপি যত্ন করার আবশ্যক, অসাধ্য বোধে ধর্ম্মানুষ্ঠানে ভগ্নোৎসাহ হওয়া কদাচিৎ বিধেয় নহে, বরং পুরাকৃত পাপের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ অনুতাপ করতঃ এমত প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে কৃত কর্ম্মফলে এই হইতেছে আর এতাদৃশ কদর্য্য কর্ম্ম কদাপি করিবনা, এতদ্দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সমধিক যত্নদ্বারা বিশুদ্ধধর্ম্ম পদবীতে আরোহণ করিতে হইলে কুৎসিত ইন্দ্রিয় সুখভোগে বিমুখ অবশ্যই হইতে হয়। কেননা চির প্রদূষিত চিত্তের পরিমার্জ্জন করা অল্পায়াস সাধ্য নহে, স্বার্থপরতা পরিহার পূর্ব্বক পরোপকার সাধনে যত্নবান হইতে হয়, এবং প্রজ্জ্বলিত হুতাশন সদৃশ ক্রোধের পরিহার ও বিষম বিষয়তৃষ্ণার শান্তিসাধন পূর্ব্বক সন্তোষের অবলম্বন করিতে হয়, এবং ক্ষমাশীল ও মাৎসর্য্যকে সংযম করিয়া পর সুখে সুখী হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পারে, সুতরাং যাবতীয় অসৎ কার্য্য হইতে এককালে বিরত হইয়া তৎপদানুসন্ধান করিবেক নচেৎ এতৎ ভয়ঙ্কর কালে যে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলা অতি কঠিন ব্যাপার হইয়াছে, একালে ধর্ম্মানুষ্ঠান কৃৎব্যক্তির ধর্ম্ম বন্ধনের শৈথিল্য হইতেছে, অহরহ যথেষ্টাচারী অধার্ম্মিক

দিগের ব্যবহার দৃষ্টে ধার্ম্মিক দিগের ও ধর্ম্মবিচিকিৎসা জন্মিতেছে, অর্থাৎ ধর্ম্ম বিষয়ক বাদানুবাদে সংশয় জন্মিতেছে, ফলিতার্থ অতিশয় সাবধান ব্যক্তিই এতৎ সময়ে ধর্ম্ম পথে চলিতে পারে, অসাবধানী অবিচক্ষণ মুগ্ধজনেরা অনায়াসেই ধর্ম্মে বিমুখ হইতেছে, মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুগণের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধ বিশিষ্ট হইয়া পরম কারুণিক ভগবানের প্রতি প্রেমপ্রকাশ করিয়া তাঁহার মঙ্গলাকর নিয়মের প্রতিপালনে একান্ত যত্নবান হইলে ধর্ম্ম রক্ষাহয় এবং পরত্র পরম করুণাকর জগদীশ্বরের পদবীতে গমন করিতে ওশক্তহয়।।

অথ গতবারের শেষঃ।

অথ সন্দেহ নিরসনং।

ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে গোস্বামিন্ আপনি ম্লেচ্ছজাতিরা যে হিন্দুস্থনীয় সভ্য লোকের নিকট ধর্ম্মাদি উপদিষ্ট হইয়া এক একপ্রকার পুস্তক রচনা করিয়া একএক ধর্ম্মস্থাপনা করিয়াছে, তাহা প্রাচীন প্রাচীন ম্লেচ্ছকৃত পুস্তক দ্বারা প্রমাণ দর্শন করাইলেন, কিন্তু বাইবেল রচনা যে (মোজেস) হিন্দুশাস্ত্রাভিপ্রায়ে করিয়াছেন; তাহার নিদর্শন কি? । এবং হিন্দুশাস্ত্রাভিপ্রায়ের সহিত তাহার অভিপ্রায়ের সঙ্গত কি প্রকারে হইতে পারে, ইহা বিশেষ রূপ বিস্তার করিয়া কহিতে আজ্ঞাহয়।।

পরম হংসোক্ত প্রশ্নোত্তরঃ। অরেবৎস, সম হিত চিত্তে শ্রবণ করহ। যখন গ্রীশাদি দেশের লোকের অর্থাৎ গ্রীক, ইংলণ্ড ফ্রান্সাদিদেশের উপর রোমান জাতীয়েরা পৌরহিত্য করিয়াছে, স্বীকার করিতেছ, তখন মোজেস

সের কৃত বাইবেল যে হিন্দুশাস্ত্রাভিপ্রায়ে রচিত হই-য়াছে তাহাতে সন্দেহনাই, কেননা, রোম দেশের অন্তঃপাতি মিশরদেশ, সেই মিশর দেশ হইতেই ম্লেচ্ছজাতিয়েরা ধর্ম্মোপদিষ্ট হয়, সুতরাং প্রথম সভ্য রোম তাহা হইতে হিবরু ও গ্রীশিয়ানেরা সভ্য হইয়াছে, ফলিতার্থ পুরাণাদি শাস্ত্রাভিপ্রায়ে যে বাইবেলের রচনা করে তাহাতে সংশয় নাই, অতএব বাইবেলের রচনা সকল পুরাণাদিশাস্ত্রের যেং প্রস্তাব দৃষ্টে করিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত করিয়া কহিতেছি॥

আদৌ পুরাণাদিতে একপরমাত্মা নারায়ণকে মান্য করেন, তদ্দৃষ্টে বাইবেল কারকও এক ঈশ্বরকে মান্য করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ সেই ভগবান জলের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে শয়ন করেন, তদভিপ্রায়ে ঈশ্বরশরীর জলে ভাসমান ছিলেন বাইবেলে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তুজলের সৃষ্টি বর্ণনা করিতে বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন,।

অনন্তর ভগবান এক অদ্বিতীয় নারায়ণ এতৎ বিশ্বকার্য্যানুরোধে আত্মশরীরকে তিনঅংশে বিভক্ত করিয়া * ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবরূপে প্রকাশিত হয়েন, তদ্দৃষ্টে ঈশ্বর, ঈশ্বর পুত্র, ঈশ্বরবন্ধুরূপে একঈশ্বরকে তিনরূপ ব্যাখ্যায় বাইবেলেবর্ণন করিয়াছেন, বিশেষমাত্রপুরাণাদিতেপুত্র কি বন্ধু বলিয়া উক্ত করেন নাই ইহাতে ঈশ্বর, ঈশ্বর পুত্র ও ঈশ্বরবন্ধু বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহার অভিপ্রায় এই

* (একএব ত্রয়োদেবা ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ ইতি) এইব্রহ্মা বিষ্ণু শিবঃ ইহঁরা একই হয়েন.॥

যে পুরাণে হরিহর একাত্মা, অপর হরির নাভি পদ্মে উৎপন্ন ব্রহ্মা, সুতরাং নারায়ণকে ঈশ্বর, একাত্ম সখ্য ভাবজন্য শিবকে ঈশ্বরবন্ধু, নারায়ণ হইতেউৎপন্ন বিধায় ব্রহ্মাকে ঈশ্বর পুত্র কহিয়া থাকিবেন, ফলে একাত্মাই তিনরূপ তাহার ভেদ বর্ণনা করেননাই, সুতরাং পুরাণা ভিপ্রায়ের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়না ॥

যদ্রূপ * স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপা কন্যাকে মনুষ্যোৎ পত্তির পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছেন, তদনুরূপ আদম ইবের বর্ণনা ফলিতার্থ আদম ইবাকেই যে মনু শতরূপা বলেন এমত নহে সেইরূপ ইহার দিগকে জানাইয়াছেন এইমাত্র ॥

যদ্রূপ মনুর পুত্রদ্বয়, যথা প্রিয়ব্রত উত্তান পাদ, তদ্রূপ আদমের পুত্রদ্বয় বর্ণন করেন, যথা (কইন ও হাবেল) বিশেষমাত্র মনুকন্যা আকূতি প্রসূতি দেবহুতি, তাহার দিগের অনুরূপ আদমের কন্যা বর্ণনা করিতে বিস্মৃত হইয়া ছিলেন, অনন্তর সৃষ্টির বিষয়ে পুরাণের সহিত ঐক্যকরিতে পারেননাই একারণ সংক্ষেপত ঈশ্বর হইতে

---

* মনুর পুত্রকে মানব বলিয়া পুরাণে বর্ণনা করেন, ম্লেচ্ছরা সেইরূপ আদমপুত্রকে আদমী বলেন, অধুনা ইংলণ্ডীয়ের দিগের ভাষায় মনুষ্যকে (মেন) বলে তাহার অভিপ্রায় কি বুঝিতে পারিনা, অনুমান, ইহারদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা বিজ্ঞাত থাকিবেক যে মনুষ্যোৎপাদক মনু; মনুর পুত্র মানব. বিকৃতউচ্চারণ করতঃ ইদানীং মানবকেই (মেন) বলিয়াথাকেন, কেননা বর্ত্তমানকালে সকলেই মনুকে (মেনু) বলেন সুতরাং তৎপুত্রাদিকে (মেনব) বলাসঙ্গত. ক্রমশ, শব্দের অঙ্গহানিত্ব বিধানে বকারলোপে (মেন) হইয়া উঠিয়াছে ।

জন্তুর সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই গোলোযোগ করিয়া রাখিয়াছেন, সৃষ্টি বিশেষের কারণ দর্শাইতে শক্ত হয়েন নাই অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ প্রজা যথা উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ প্রভৃতির সৃষ্টি কিরূপে করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন বাইবেলে বর্ণনা নাই, সুতরাং পুরাণের সহিত বাইবেল বর্ণনার এই সকল স্থানের ঐক্য করা যায়না ইহা কেবল বাইবেল কর্ত্তা একপ্রকার যোড়াতাড়া দিয়া রাখিয়াছেন এইমাত্র অনুভব হয়॥

অপিচ, পুরাণাদিতে আকালিক প্রলয়োপলক্ষে মৎস্যাবতার প্রসঙ্গে জলপ্লাবনের কথা যেরূপবর্ণন করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে (নোয়ার) সময়ের জলপ্লাবন হইয়াছিল বলিয়া তদনুরূপ বাইবেলে বর্ণনকরা হইয়াছে,॥

পুরাণে যেমন গঙ্গাদিকে পবিত্রা নদী বলিয়াছেন, সেইরূপ যর্দ্দন নদীকেও বাইবেলে পবিত্রাবলিয়া লিখিয়াছেন, পুরাণাদিতে যদ্রূপ ভগবানের জন্মভূমি বলিয়া মথুরা ও অযোধ্যাদিকে পুণ্য ক্ষেত্র বলিয়াছেন, তদ্রূপ বাইবেলেও যীশুর জন্মভূমি (বৈৎলেহম) অর্থাৎ জরুজিলমকে পুণ্যক্ষেত্র কহিয়াছেন।

যেরূপ হিন্দুশাস্ত্রে শংখচিল্ল নীলকণ্ঠাদি পক্ষিকে পুণ্য পক্ষীরূপে ধৃত করিয়াছেন, বাইবেলে (ঘুঘু) পক্ষীকেও সেইরূপ ধৃতকরেন।

অপর আগামী প্রকাশীত হইবে।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

গতবৎসরীয় চৈত্রমাসের পত্রিকায় মানব শরীরস্থ

মর্ম্মস্থানের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, অতএব নিপুণ বৈদ্য দিগের উচিত যে তত্তৎ সন্নিহিত মর্ম্মাবলোকন করিয়া অস্ত্র চিকিৎসা করেন, নচেৎ সহসা দেহের বিপ্লব হইয়া যায়, আধুনিক চিকিৎসকেরা স্বীয়স্বীয় বুদ্ধিবলে আপনা দিগকে বিশিষ্ট চিকিৎসক জ্ঞানে চিকিৎসার্থ মনুষ্য শরীরের মর্ম্মস্থানের যথার্থাবগতির অভাবে আনুমানিক মর্ম্ম জ্ঞানে একং স্থানে অস্ত্রাঘাত করেন তাহাতে প্রায়ই জীবের অনিষ্ট হয়, কদাচিৎ সহস্রের মধ্যেও অনেকের উপকার দৃষ্ট হয় কি নাহয় তাহার প্রমাণ দেখাইতেছি, অতি অল্পদিনগত আমার দিগের রাজধানীতে যেবৎসর গবর্ণরমেণ্টে আতসবাজী হইয়াছিল, সেই বৎসর নৈহাটী নিবাসী শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাগিনেয় তারা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষিণ চরণের তলার উপর পৃষ্ঠে ব্রণপীড়া হয়, সেই পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হইল, তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া অনেক চিকিৎসককে দেখাইয়াছিলেন, অনেকানেক ইংলণ্ডীয় ডাক্তরেরাও চিকিৎসা করেন; পরিণামে একজন এতদ্দেশীয় হিন্দু চিকিৎসা করিয়া তৎকালে আরোগ্য করিয়াছিলেন; এবং নিয়ম রক্ষণার্থ কহিয়াছিলেন যে মহাশয় আপনি আরোগ্য হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল নিয়মে থাকিতে হইবে, অর্থাৎ যাহাতে ঐ ক্ষতস্থানে পুনরাঘাত নাহয়, একারণ দূরদূরন্তর গমনাগমন করা রহিত করিবেন, কি জানি অধিক পর্য্যটন করিলে পাছে উক্তস্থানে চাড় লাগিয়া ফাটিয়া যায়, তৎশ্রবণে তিনি ও সেইরূপ

রহিলেন, দৈবাৎ ঐ পূর্ব্বোক্ত আতস বাজীর খেলা গবর্ণরমেণ্টে উপস্থিত হওয়াতে কৌতুক দর্শনে উৎসুক হইয়া উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়াছিলেন, গ্রহবশতঃ এক টা (ধধপ) অর্থাৎ হাউই তাহাঁর নিকট পাত হওয়াতে ভীতহইয়া উল্লম্ফনদ্বারা একটা পগার লংঘন করিয়া বেগে ধাবমান হইলেন, সেই গমনেই তাহাঁর ঐ পাদ মুচড়াইয়া পড়ে, তাহাতে গোরগাঁটিতে বেদনা লাগে এবং নূতনআরোগ্যক্ষতস্থানওপুনর্ব্বার কাটিয়া রক্তস্রব হয়, তৎকালে তদবস্থায় বাসস্থানে আইলেন, কিন্তু রাত্রি মধ্যে ঐ পদের গুল্‌ফসন্ধির দক্ষিণ পার্শ্বস্ফীত হইল, এবং ক্ষতস্থান ও পূর্ব্বের মত হইল, অনন্তর প্রাতঃকালে তাহার মাতুল দেখিয়া অত্যন্ত ব্যস্তহইয়া সেই বাঙ্গালি ডাক্তরকে আনাইলেন, কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার চিকিৎসায় সম্মত নাহইয়া এতন্নগরের প্রধান চিকিৎসালয়ে গমন করেন, তত্রস্থ প্রধান২ চিকিৎসকেরা দৃষ্টিকরিয়া সকলে সমবেত হইয়া পরামর্শকরতঃ কহিলেন, যে তাহা প্রসাদ এপীড়া ক্লেশদায়ক কিন্তু মারক নহে, ইহার নাম, (এনিউরিজম্) বাঙ্গালিরা যাহাকে কাউর বলে, কিন্তু ইহার সংযোগস্থান গোরগাঁটির কাছে, যেস্থানে স্ফীত হইয়াছে, অনুভবকরি ঐ স্থান কাটিয়া শিরা বন্ধকারলে এস্থানের (ঘা) শুকাইয়া যাইতে পারে, । এতৎ কথনের পর, ঐ পাদ গ্রন্থির পার্শ্বস্ফীতস্থানে প্রধান চিকিৎসক স্বহস্তে অস্ত্রাঘাত করিলেন তদাঘাতে বহুরক্তাগম দৃষ্টে গ্রন্থির উপরিভাগে দৃঢ় বন্ধন করিয়া বহুযত্নে রক্ত বন্ধ করিলেন, অনন্তর, অনেক প্রকার ঔষধ ঐ উভয়

ক্ষতস্থানে দেওয়াতে তৎকালে কিঞ্চিৎ সুস্থহইলেন, তদবস্থাতেই (১০। ১৫) দিবস গতহয়, কোন ক্ষতই আরোগ্য হইলনা, বরং দিনদিন যন্ত্রণারি বৃদ্ধি হইতে লাগিল, পরে চিকিৎসকেরা ঐ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কহিলেন যে (তারাপ্রসাদ) আমরা যে অনুমান করিয়াছিলাম তাহা হইলনা, তোমার পূর্ব্বক্ষত স্থানের সহিত এস্থানের শিরের সহিত সংযোগ নাই, এস্থানের সহিত হাঁটুরনীচে জান অর্থাৎ ডিমিতে নাড়ীরযোগআছে, তৎস্থানে অস্ত্রাঘাত করিলে এই উভয় ক্ষতই আরোগ্য হইবে, এইমাত্র কহিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণ পদের জংঘদেশে অস্ত্রাঘাত করিয়া একশির টানিয়া বাহির করিলেন এবং নাড়ীমুখ ছেদন করিলেন, তৎছেদমাত্রেই গাড়ুর নালের জলস্রববৎরক্ত নির্গত হইতে লাগিল, প্রায় (২) সের রক্ত ক্ষয় হওয়াতে রোগীও অবসন্ন হইল, তদ্দৃষ্টে চিকিৎসকেরা রক্ত বন্ধের অনেক উপায় করিয়া নাপারাতে অবশেষে তন্ত্র দিয়া বন্ধন করিয়া রাখিলেন, এবং বিবিধ প্রকার প্রলেপীয় ঔষধ দেওয়াতে কিঞ্চিৎ সুস্থহইল, তদবস্থায় নিশ্চেষ্ট অর্থাৎ ক্ষীণভাবেস্তম্ভ পাদতাপ্রযুক্ত পর্য্যঙ্কশায়ী হইয়া রহিলেন, কিন্তু স্থান এয়স্থ ক্ষতরোগের ন্যূন নাহইয়া ক্রমে বৃদ্ধিহইতে লাগিল, এইরূপে (৫। ৭) দিবস গত হইলে চিকিৎসকেরা উক্ত (তারাপ্রসাদকে) কহিলেন, যে তোমার ঐ স্থানের সহিত যোগনাই অনুমান করি উরুদেশের শিরের সহিত সংযোগ আছে তৎস্থান ছেদন করিলে অবশ্য প্রতীকার হইতে পারিবে, এরোগে মৃত্যুর ভাবনা নাই তুমি কোন শঙ্কা করিহনা,।

তৎপ্রবাণরোগী ও রোগীর স্বজনেরা পুনঃ২ ছেদনে অসম্মত, তথাপি তাঁহারা নানা হেতুবাদ প্রদর্শনদ্বারা একপ্রকার বুঝাইয়া স্থঁচকির নিচে উরুদেশের উপরে পুনর্ব্বার অস্ত্রাঘাত করিলেন, তৎকালে তাহাতে (২।৩) সের রক্তস্রাব হইল, তাহা দেখিয়া তৎস্থানের শির টানিয়া তন্ত্রবন্ধন করিলেন, কিন্তু মহাবেগে রক্তস্রাব হইতেছিল তাহার বেগকে ধারণা করিতে না পারিয়া তন্ত্রবন্ধের মুখে নাড়ী ছেদ হইয়া শরীরস্থ সমস্ত রক্ত ঐ ক্ষতস্থান দিয়া নির্গত হইয়া গেল, অনন্তর, উক্তব্যক্তির ঐ চিকিৎসালয়েই পঞ্চত্ব হয়, শোকাকৃষ্টচিত্তে বান্ধবেরা রোরুদ্যমান হইলে চিকিৎসকমহাশয়েরা সকলেই বুঝাইয়া কহিলেন, যে আমরা অনেক যত্ন করিলাম কিন্তু অসাধ্যরোগের সমতা করিতে পারিলাম না, ইহা কহিয়া সকল চিকিৎসকেরা, পরামর্শ করিয়া উক্তব্যক্তির উরুমূল অবধি পাদ ছেদন করিয়া এবং উদরস্থ নাড়ী সকলকে বাহির করিয়া চিকিৎসালয়ে সংস্থাপন করিলেন, তাহার স্বজনেরা সৎকারার্থ যাচিঞা করিলেও কোনমতে প্রদান করিলেন না,। অনন্তর বিষন্ন বদনে স্বজনগণে চ্যুতাঙ্গ শবদাহ করণানন্তর পর্ণনরদাহ করতঃ প্রেতকার্য্যাদি সম্পন্ন করিলেন, কি আশ্চর্য্য, যাহারা মর্ম্মস্থানের অবলোকনে অক্ষম তাহারা যে প্রধান চিকিৎসক রূপে অভিমান মদে মত্তহইয়া সহসা প্রাণীঘাতন করেন, ইহার বিবেচনা কেহই করেন না, বরং যে শাস্ত্রে বিলক্ষণ মর্ম্মানির্দ্দেশ আছে তাহাপ্রতি অসূয়া করিতেই তৎপর।

অতএব যে তিন স্থানে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিলেন, হিন্দু

শাস্ত্র চরকের মতে সেইস্থানস্থ মর্ম্মের ফল ব্যাখ্যা করিয়া কহিতেছি, আদৌ আনী নাম মর্ম্মে ক্ষতহয় তাহাতে কষ্টসাধ্য পীড়া জন্মে, পদের গ্রন্থির নিম্ন পার্শ্বের নাম পার্ষ্ণিদেশ, তাহাতে ইন্দ্রবস্তি নামে মর্ম্ম, তদাঘাতে শোণিত ক্ষয়হয়, জংঘদেশে জানুনাম মর্ম্ম তদাঘাতে বহুরক্ত ক্ষয়হয়, যত্নে চিকিৎসনীয় হইলে কিঞ্চিৎকাল স্থগিত থাকে পরে মৃত্যুহয়, বংক্ষণ অর্থাৎ কুঁচকির নিম্নে উরুদেশের মূলে লোহিতাক্ষ মর্ম্ম, তদাঘাতে রক্তশূন্যহয়, স্পর্শাঘাতে পক্ষাঘাত, অতিশয়াঘাতেরক্তশ্রব অনিবারিত হইয়া মৃত্যুর ঘটনাহয়, এইতিন স্থানস্থ মর্ম্মকেই প্রাণহর মর্ম্ম বলে, বিশেষমাত্র সদ্যমারক সংজ্ঞা না হইয়া তাহারসংজ্ঞা কালান্তর প্রাণহরহয়,তন্মধ্যে উরুমূলের মর্ম্মের নাম বিশল্য প্রাণহর অর্থাৎ অস্ত্রাঘাত মাত্রেই না মরিয়া অস্ত্র তুলিয়ানিলে কিছুকালের পরে মৃত্যুহয়, সুতরাং ৺তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই তিন মর্ম্মেই আঘাতী হইয়াছিলেন, একারণ পূর্ব্বজনিত পীড়ার অপেক্ষা নাকরিয়া বৈদ্যকৃত অস্ত্রাঘাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সুন্দররূপ অনুভব হইতেছে, অতএব সহসা অস্ত্রাঘাত করিলে চিকিৎসকেরা দোষের নিমিত্ত হয়॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারহয় মুদ্রিতাহইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিমতলা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

---

২০২ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৫ সন ১২৬১ সাল ৩০ বৈশাখ শুক্রবার

অথ গতবারের শেষঃ ।

অমৃতনাদোপনিষৎ ।।

২ । অধ্যায়ারম্ভঃ ।।

যেনাসৌ পশ্যতে মার্গং প্রাণস্তে
নহিগচ্ছতি । অতস্তমভ্যসেন্নিত্যং
যন্মার্গ গমনায়বৈ ।। ১ ।।

প্রানায়ামী যোগীর যোগ ধারণার্থ মহাপথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা [যেনাসাবিতি]॥

* শাস্ত্র যে পথ দর্শন করাইয়াছেন, সেইপথদিয়া প্রাণবায়ুর গমন এবং আগমন হইবেক, । অতএব প্রাণের গতাগতিনিমিত্ত তদ্যোগের নিত্যঅভ্যাসকরিবেক ॥ ১

---

* শাস্ত্রোক্ত পথে অর্থাৎ যোগশাস্ত্রাদিতে পূরক কুম্ভক রেচ কার্থ বায়ুর যে পথ দর্শন করাইয়াছেন, সেইপথ দিয়া প্রাণবায়ুর গমনা গমন নিমিত্ত অভ্যাস করিবেন. যেহেতু বিনাভ্যাসে তৎপথে বায়ুকে লইতে পারাযায়না সুতরাং মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর; অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাপূর ইত্যাদি স্থানে প্রাণ বায়ুকে ক্রমে উঠাইয়া চক্রগ্রন্থিকে মুক্ত করিবেন; অনন্তর বায়ুর ক্রমে উর্দ্ধগামীত্ব হয়; নচেৎ নিশ্বাস রোধ মাত্রই সিদ্ধহয় অর্থাৎ মৃত্যুকালে উর্দ্ধশ্বাসজন্য যেরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে তদ্রূপ কিন্তু মৃত্যুদশাপন্ন হইবেক না, সুতরাং ইহাকে যোগ শব্দে উক্ত করিয়াছেন। এই যোগ পান্থ হওয়া মুখে কহিতে অতি সুলভ, আচরণ করা কঠিন; ইহাতে স্বরশুদ্ধার্থে অর্থাৎ প্রাণশুদ্ধার্থে যাহাকে সত্ত্বশুদ্ধিবলে, তদর্থে সাত্বিকাহার করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন; যথা (কট্বম্ল তিক্ত লবণাক্ত হরীতশাকাঃ শৌবীর তৈল সর্ষপ মৎস্যমদ্যাঃ। আজাদি মাংস দধি তক্রকুলত্থ কোলাঃ। পিন্যাকু হিঙ্গু লশুনাদি নপথ্যঃস্মিন ॥) ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠায়ি যোগ সাধকেরসাধনাকালে কটু, অম্ল, তিক্ত, লবনশাক তৈল. সর্ষপ, মৎস্য মদ্য. এবং ছাগাদি মাংস দধি, তক্র; মাষ, পিন্যাকু অর্থাৎ তিলকল্কাদি হিঙ্গু; পিয়াজ, লশুন ইত্যাদি পথ্য নহে অর্থাৎ অভক্ষ্যবৎত্যাজ্যহয়। সুতরাং প্রাণায়ামাদিসাধনে দুগ্ধ ঘৃত সংযুক্ত অন্নভোজন প্রশস্ত; ইহারই নাম যোগ মার্গ।

হৃদ্দ্বারং বায়ুদ্বারঞ্চ মূর্দ্ধদ্বারং তথা পরং। মোক্ষমার্গ বিলঞ্চৈব শুষিরং মণ্ডলংবিদুঃ ॥ ২ ॥

প্রাণায়াম যোগের বিশেষদ্বার নিরূপণ, কথা * হৃদি এক দ্বার, † বায়ুদ্বার অর্থাৎ যাহাতে বায়ুর সঞ্চার হয়, অপর ‡ উর্দ্ধদ্বার ব্রহ্মরন্ধ্র, আর মোক্ষদ্বার অর্থাৎ আজ্ঞা পুরস্থ বিন্দুচক্র, এইদ্বার সকল কিন্তু সর্ব্বত্রে কি, সর্ব্বত্রা-পেক্ষা মূলাধারে ¶ শুষির মণ্ডল অর্থাৎ আকাশ মণ্ডল জানিবে॥ ২॥

---

* হৃদিএকদ্বার, পদে অনাহতচক্র অর্থাৎ জীবের স্থান যেস্থানে সঞ্চরিত প্রাণবায়ুদ্বারা অহরহ অজপামন্ত্র জপ হইতেছে সেই স্থানের যে আকাশ তাহার নাম হৃদয়দহর, সেই আকা... অবয়ব বংশ পর্ব্বের মধ্যছিদ্রবৎ।

† বায়ুরদ্বার পদে দশপ্রাণের সঞ্চরণ পথ অর্থাৎ প্রাণাপান সমান, উদানব্যান, । নাগকূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, ইহারা যে নাড়ী মুখদিয়া গতায়াত করেন তাহার নাম বায়ুদ্বার॥

‡ উর্দ্ধদ্বার পদে ব্রহ্মরন্ধ্র অর্থাৎ শিরঃস্থিত পরমাত্মার পাদপীঠ।

¶ মূলাধারে শুষিরমণ্ডল পদে মূলাধার পদ্মের অধোভাগে যে আকাশ মণ্ডল, তাহাতেই অনুলোম বিলোমে প্রাণায়াম যোগে প্রাণের গতি হয়। অর্থাৎ ঈড়াতে পূরক, সুসুম্নায় কুম্ভক পিঙ্গলাদ্বারদিয়া রেচন হয়, তাহারমূল নাশিকাদ্বয় কিন্তু পূরক কালে ঈড়ানাড়ীর ছিদ্রদিয়া আগত প্রাণবায়ু সুসুম্নায় প্রবিষ্ট হইয়া স্তম্ভিত হয় তাহাকেই কুম্ভকবলে, অনন্তর সুসুম্নাহইতে বহির্নিষ্ক্রান্ত হইয়া পিঙ্গলামুখে নির্গত হওয়ার নাম রেচক। ইহা বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য; যেহেতু সুসুম্নার মুখ দিয়া বায়ুর উর্দ্ধ গমন হইলে পুনর্ব্বার মূলধারে কিরূপে আসিয়া পিঙ্গলায় প্রবিষ্ট হয় তন্নিমিত্ত মূলাধারে শুষির মণ্ডল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন নচেৎ প্রাণায়ামের প্রথমাবস্থাতেই যদি সুসুম্নায় বায়ুর প্রবেশ হয় তবে প্রথমেই পূরকের পর

ভয়ং ক্রোধ মথালস্য মতিস্বপ্নাতি জাগরং। অত্যাহার মনাহারং নিত্যং যোগী বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৩॥

যোগাভ্যাসকালে প্রবর্ত্ত যোগীর যদ্‌যৎকর্ম্ম বর্জ্জনীয় তাহা এই শ্রুতিতে অনুশাসন করিয়াছেন, যথা (ভয়মিতি)। ভয়, ক্রোধ, আলস্য, অতিনিদ্রা, অতিজাগরণ, অতিশয় আহার, কি অনাহার, প্রভৃতি সর্ব্বদাই যোগীত্যাগ করিবেন॥ ৩॥

ভয়াদিত্যাগের কারণ এই যে, ভীত ব্যক্তির প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্তাদির বিক্রিয়া হয় অর্থাৎ সম্বর্ত্তক নামে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি করিয়া প্রাণ সঞ্চরণের পথাব রোধ করে, একারণ ভীত ব্যক্তির প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়না, ভয়ে যে

রেচকের পূর্ব্বে সুসুম্নাগততেই মোক্ষলাভ হইয়া যায় সুতরাং আর রেচকের অপেক্ষা করে না তন্নিমিত্ত মূলাধারে সুসুম্না মূলে যে আকাশ মণ্ডল সেইস্থানে কুণ্ডলিনী শক্তি সুসুম্না ছিদ্রে মুখদিয়া নিদ্রাবস্থায় আছেন, তন্ত্রমতে সেইসুসুম্না মূলকেই স্বয়ম্ভু লিঙ্গরূপে বর্ণন করিয়াছেন, সুতরাং পূরক কালে বায়ু মূলাধারস্থ আকাশ মণ্ডলে আগত হইয়া সুসুম্না মূলে আঘাত করে অর্থাৎ ঘুরণিয়া বায়ুবৎ আঘূর্ণিত হইয়া সুসুম্না ছিদ্র নাপাইয়া পিঙ্গলা মুখে বাহির হইয়া যায়; এইরূপ পুনঃপুনঃ পূরক কুম্ভক রেচকের অভ্যাস করিতে২ যেকালে ঐ কুণ্ডলিনী অস্থির হইবেন তৎকালে সুসুম্নারন্ধ্রে প্রাণ বায়ুর প্রবেশে সাধক সমাধ্যবস্থা প্রাপ্ত হইবেন; তখন একাকিন মূর্ত্তিমান হইয়া স্বতন্ত্রে কার্য্য সাধন করিবেন॥

শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে ও তদ্দ্বারা প্রাণ বায়ুর গতিরোধ করে ইহা লৌকিক ও দৃষ্ট হইতেছে যে অতিশয় ভয়ে মনুষ্যা-দির মৃত্যুর ঘটনা হইয়া থাকে।

ক্রোধের গতি ও তাদৃশী অর্থাৎ ক্রোধি ব্যক্তির বুদ্ধি স্থির থাকেনা, এবং গাত্রজ্বালা চক্ষুরক্তবর্ণ ভ্রান্তি প্রভৃতি বিবিধ বিকার জন্মে তাহাতে কফবৃদ্ধি করিয়া জড়বৎ করিয়া রাখে, কফবৃদ্ধির নিমিত্ত ক্রোধিব্যক্তির মৃত্যুও হয়, সুতরাং ক্রোধ সর্ব্বদা অকর্ত্তব্য।

অলস ব্যক্তি আলস্য দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মে নিশ্চেষ্ট জন্য আহারীয় রস সর্ব্বশরীরে ময়র্ত্তক শ্লেষ্মারূপে বায়ুর গত্যব-রোধ করতঃ মনুষ্যকে জড়বৎ করে, সুতরাং সে ব্যক্তি কোন কার্য্যে পটু হয়না, এবং ক্রমে শরীরের নাশ হয় একারণ কেবল যোগ কি বিষয় কার্য্যের ও শত্রু আলস্য ইহাকে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে।

অতি নিদ্রায় মনুষ্য জড়বৎ এবং বুদ্ধি অভিভূত হয় সুতরাং মেধ্যা নাড়ীতে বুদ্ধি মনের সংযোগে কফাগম দ্বারা দুর্ব্বলতা জন্মে এবং অতিনিদ্রু ব্যক্তি অল্পেকালেই মরে ইহা ও দেখাযায়, অতএব যোগীব্যক্তির অতি নিদ্রা যোগবিঘ্নকরী জানিবেন।

অপিচ অতি জাগরণ ও তাদৃশ অবস্থাকে ঘটায়, এবং অতিশয় আহারে ও কফবৃদ্ধি, অনাহারে ও তাদৃশ ফল সুতরাং অতি আহার ও অনাহার উভয়েই বল বুদ্ধি মেধাদির অপহারক একারণ সম আহার করাই যোগীর কর্ত্তব্য ইহা যোগশাস্ত্রে কহিয়াছেন, (ক্ষীরাজ্য প্রাশনং শস্তমিতি) ঘৃত দুগ্ধই প্রশস্তাহার॥ ৩।

অনেন বিধিনা সম্যক নিত্য মভ্য
স্যতঃ ক্রমাৎ। স্বয়মুৎপদ্যতেজ্ঞানং
ত্রিভির্মাসৈ র্নসংশয়ঃ ॥ ৪ ॥

এইরূপ সম্যক বিধিদ্বারা ক্রমে সর্ব্বদা অভ্যাস করিলে মাসত্রয়ের মধ্যে স্বয়ংজ্ঞান আপনিই উৎপন্ন হয় তাহাতে সংশয়নাই ॥ ৪ ॥

এতৎ শ্রুতি প্রমাণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তত্ত্ব জ্ঞানের প্রতি যোগই কারণ হইয়াছে, বিনাযোগে যে জ্ঞান প্রাপ্তি সে জ্ঞানকে তাত্ত্বিক জ্ঞানীরাই লাভ করেন, যাহারা জ্ঞানানুষ্ঠানে অশক্ত, যোগ ব্যতীত জ্ঞানের লাভ কোন উপদেশেই হয়না, যাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে সে এই জ্ঞান, ॥ ৪ ।

চতুর্ভিঃপশ্যতে দেবান্ঃ পঞ্চভির্ব্বিত
তক্রমঃ । ইচ্ছয়াপ্নোতি কৈবল্যং
ষষ্ঠেমাসি নসংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

চারিমাসে যোগ প্রভাবে * দেবতাদিগের দর্শনপায়

---

* দেবদর্শন পদে ইন্দ্রাদি দেবতার সহিত সাক্ষাৎ হয় অর্থাৎ দেবতারা সেই সাধককে দেববৎ জ্ঞানকরেন যেহেতু যোগশাস্ত্রে কহেন, যে (ব্রহ্মাদি দেবতাঃসর্ব্বাঃপবনাভ্যাস তৎ পরাঃ) ॥ ব্রহ্মাদি দেবতারা প্রাণায়াম পরায়ণ হয়েন । অনন্তর চারি পাঁচ ছয় মাস পর্য্যন্ত যে মুক্তহয় কহিয়াছেন, সে কেবল প্রশংসাবাদ অর্থাৎ কিছুদিন যোগাভ্যাস করিলেপর বায়ুধারণা হইলে সিদ্ধাবস্থায় তপোভ্যাসেই মুক্ত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে কহেন ।

পঞ্চম মাসে (বিতত ক্রম) অর্থাৎ খেচরত্ব হয়, ছয় মাসে কৈবল্যকে স্বীয় ইচ্ছায় লাভ করিতে পারে, সংসার বন্ধে পরিমুক্ত হয়, তাহাকেই জীবন মুক্ত বলেন। ৫।

পার্থিবঃ পঞ্চমাত্রস্যা চ্চতুর্মাত্রস্তুবারুণঃ। আগ্নেয়স্তু ত্রিমাত্রোথ বায়ব্যস্তু দ্বিমাত্রকঃ। একমাত্র স্তথাকাশো হ্যমাত্রন্তু বিচিন্তয়েৎ॥ ৬ ॥

প্রাণায়াম যোগী বিচার করিয়া দেখিবেন যে কেচিন্ত্য অর্থাৎ উপাস্য, পৃথিব্যাদি কোন ভূতই ব্রহ্ম নহেন, যেহেতু এই সকল বস্তুই মাত্রাবিশিষ্ট অর্থাৎ গুণবিশিষ্ট, যথা* পৃথিবীর পঞ্চ মাত্রা জলের চতুর্মাত্রা, অগ্নির তিনমাত্রা, বায়ুর দুইমাত্রা, আকাশের এক মাত্রা, সুতরাং যোগীর পক্ষে সগুণ ভূতাদির চিন্তা নিরর্থক, যেহেতু তাঁহারা সংসার ধর্ম্মের অতিক্রান্ত, অতএব অমাত্রঅব্যয়ক্ষয়োদয় রহিতপরমাত্মার চিন্তাই কর্ত্তব্য॥ ৬।

সন্ধিং কৃত্বাতু মনসা চিন্তয়ে দাত্মনাত্মনি। ত্রিংশৎপার্থাঙ্গুলঃ প্রাণো যত্রপ্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ৭।

§ মনদ্বারা সন্ধিকরতঃ আপনাতেই আত্মাকে চিন্তা

---

* পৃথিবীর মাত্রা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসগন্ধ। জলের মাত্রা শব্দস্পর্শরূপরস। অগ্নির মাত্রা শব্দস্পর্শরূপ। বায়ুরমাত্রা শব্দস্পর্শ। আকাশের মাত্রা, শব্দ। আত্মাতে এতন্মাত্রার সম্বন্ধ নাই সুতরাং তাঁহাকে অমাত্র বলাযায়।

§ মনদ্বারা সন্ধিপদে মনে অনুমান করিতে হইবে যে হৃদয়

করিবেক, ত্রিংশদঙ্গুল পরিমিত প্রাণ বায়ুর যেস্থানে অব স্থান সেই স্থানে আত্মার অবস্থিতি হয় ॥ ৭ ॥

এষপ্রাণ ইতিখ্যাতো বাহ্যপ্রাণস্য গোচ রঃ। অশীতিশ্চ শতঞ্চৈব সহস্রাণিত্রয়ো দশঃ। লক্ষশ্চৈকোহপিনিশ্বাসোহহোরাত্র প্রমাণতঃ ॥ ৮ ॥

এইহৃদিস্থ পরিমিত স্থান স্থায়ী বায়ুকে প্রাণ বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন, এই প্রাণ বাহ্য প্রাণ গোচর হয়েন অর্থাৎ বহির্বায়ু কর্তৃক বোধকরা যায়, শ্বাস প্রশ্বাসরূপ বায়ুর গতাগতিকে অজপাবলে, তাহার অহোরাত্রের পরিমাণ করিয়াছেন, * অর্থাৎ একলক্ষ ত্রয়োদশ সহস্র একশত অশীতি অজপাজপ দিবা রাত্রে হয় ॥ ৮ ॥

ইত্যর্থে ব্যাখ্যা করিতেছেন, (১১৩১৮০) একলক্ষ ত্রয়োদশ সহস্র একশত অশীতি অজপা মনুষ্য মাত্রেরই অহোরাত্রের প্রাণ তাহাতে মাসে (৩৩৯৫৪০০) ত্রয়স্ত্রিং

প্রাণের অবস্থান, কিন্তু সেই হৃদয়েই আত্মার অবস্থিতি; নচেৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা অসাধ্য। স্পর্শ বিষয় বায়ুকে অচক্ষু বিষয়ে স্পর্শানুমানে বোধকরাযায়, আত্মা অস্পর্শ বিষয়ক হয়েন, শুদ্ধ আছেন এইঅনুমানে উপলব্ধিকরাযায় ॥ প্রানস্থানত্রিংশৎ অঙ্গুল মিত যেহেতু রেচক কালে বায়ু ত্রিংশৎ অঙ্গুল প্রমাণে বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হয় ॥

* একলক্ষ ত্রয়োদশ সহস্র একশতঅশীতি শ্বাসপ্রশ্বাস সংখ্যা করায় শ্রুত্যভিপ্রায় এইযে প্রাণায়াম দ্বারা ক্রমে সংক্ষেপ করিয়া আনিতে হইবে অবশেষে অহোরাত্রে অশীতি সংখ্যা থাকিলেই মৃত্যুঞ্জয়তা হয়, অর্থাৎ অজরা মরবৎ কামচারী হইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণের শক্তি জন্মে ॥

শাংলক্ষ পঞ্চনবতি সহস্র চত্তুঃশত অজপার মাস সংখ্যা। বৎসরে (৪১৩২০৮০০) চারিকোটি ত্রয়োদশলক্ষ বিংশতি সহস্র অষ্টশত পরিমাণ এই পরিমাণে (১০০) বৎসর জীবিত থাকে স্বল্পক্ষয়ে দীর্ঘায়ু অতিশয় ক্ষয়ে অল্পায়ু হয়,। ফলিতার্থ যুগানুসারে পরিমিত কালের গণন, পার্থাঙ্গুল প্রাণায়তন শ্রুতিতে কহেন, সেই অঙ্গুলির মাণ অন্তর, সেই অন্তরেই একলক্ষ, দশসহস্র, সহস্র, এক শত বৎসর পরমায়ু প্রতিযুগে সীমাকরিয়া ঋষিগণেরা লিখিয়াছেন, ফলিতার্থ সমস্তজীবন ক্ষয়কাল পর্য্যন্ত যে সময় যায়, তাহার সংজ্ঞাই শতবৎসর, সেই শত বৎসেরই ব্রহ্মার স্থিতি, তাহাতে সংখ্যোক্তপ্রমাণে দুই- পরার্দ্ধবৎসর হয়, পরমায়ুর বৃদ্ধিশুদ্ধ প্রানবশেই জানি- বেন সত্যাদিযুগে মনুষ্যেরা অনেক তপস্যা করিয়া জিত- প্রাণ একারণ অপরিমিত কালের অধিককাল বাঁচিতেন। অর্থাৎ বিনা প্রাণায়ামে দীর্ঘজীবী হয়না, ॥ ৮ ॥

প্রাণ আদ্যোহৃদিস্থানে অপানস্তু পুন র্গুদে। সমানো নাভিদেশেতু দানঃ কণ্ঠ মাশ্রিতঃ। ব্যানঃ সর্ব্বেষুচাঙ্গেষু আবৃত স্তিষ্ঠতে সদা ॥ ৯ ॥

* দশপ্রাণের আদি প্রাণ নামক বায়ু, তাহাঁর স্থান হৃদি, অপান বায়ু গুহ্যে, সমানবায়ু নাভিমণ্ডলে, উদান বায়ু কণ্ঠাশ্রিত, সর্ব্বাঙ্গাবৃত ব্যান বায়ু হয়েন ॥ ৯ ॥

---

* ॥ দশপ্রাণ পদে, (প্রাণোপান সমানশ্চ উদানো ব্যানএব চ। নাগঃকূর্ম্মোথ কৃকরো দেবদত্তোধনঞ্জয়ঃ ॥) প্রাণ, অপান,

অথবর্ণাস্তু পঞ্চানাং প্রাণাদীনামনুক্র মাৎ। রক্তবর্ণমণি প্রখ্যঃ প্রাণোবায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥

যদিও প্রাণাদিবায়ু অবর্ণ কেবল স্পর্শানুমেয় হয়েন, তথাপি সাধক বোধার্থে তাহাঁরদিগের বর্ণনিরূপণ করিয়াছেন, যথা (অথবর্ণা ইতি)॥

অনন্তর প্রাণ বায়ুর বর্ণ রক্তাভ, মণিরন্যায় দীপ্তি, অর্থাৎ মণিশব্দে মাণিককে বলে তদ্রূপ জ্যোতি বিশিষ্ট প্রাণ বায়ুকে কহিয়াছেন, ॥ ১০ ॥

সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ধনঞ্জয়, । এই দশপ্রাণ, তন্মধ্যে প্রাণবায়ুই সকলের প্রধান, অপর নয়বায়ু প্রাণের অবলম্বনে দেহমধ্যে স্থিতি করেন, উপরিশ্রুতিতে বাহ্যগোচর প্রাণকে কহিয়াছেন; তাহার এই অর্থ, অর্থাৎ বহিষ্প্রাণ নাসাদি গোচর অথবা প্রাণবায়ুর গোচর হয়, ফলিতার্থ সমস্ত বায়ুই প্রাণের বশীভূত, প্রাণ দৃষ্টেই স্থিতি করেন । প্রাণজয় করিলেই সকলকে জয়করা হয়॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতাহইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিমতলা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্ময় ত্বং মনোমে।

---

২০৩ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৫ সন ১২৬০ সাল ১৫ জ্যৈষ্ঠ শনিবার

অথ গতবারের শেষঃ।

অমৃতনাদোপনিষৎ ॥

অপানস্তস্য মধ্যেতু ইন্দ্র গোপস্য সন্নি
ভং। সমানস্তস্য মধ্যেচ গোক্ষীর স্ফটিক

প্রভঃ ॥ আপাণ্ডুরউদানশ্চ ব্যানোহুচ্চির্সম প্রভঃ ॥ ১১ ॥

তন্মধ্যে অপান বায়ু ইন্দ্রগোপেরন্যায় বর্ণ, অর্থাৎ ইন্দ্রগোপ রক্তবর্ণ কীটবিশেষ, অথবা স্বর্ণকে ইন্দ্রগোপ কহেন সেইরূপ রক্তবর্ণ হয়েন ॥ ০। সমান বায়ু স্ফটিকবৎস্বচ্ছ এবং গোদুগ্ধের ন্যায় ধাবল্য হয়েন ॥ ০। উদানবায়ুর বর্ণ পাণ্ডুর অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ ঈশৎ রক্তাভমাত্র,। ব্যান বায়ু জলদগ্নির ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হয়েন ॥ ১১ ॥

এই সকল প্রাণের বর্ণ কহাতে মন্দ জনের চিত্ত ব্যামোহযুক্ত হয়, অর্থাৎ অবর্ণের বর্ণ কিরূপে সম্ভব, তদর্থে কহিয়াছেন, বায়ুর এক২ অধিষ্ঠাতা আছেন, যখন বেদে স্বীকার করেন তখন তাহারদিগের রূপ বর্ণনার ব্যাঘাত কি। অথবা শরীরাভ্যন্তরে যেখানে২ বায়ুর স্থিতি আছে, সেই মণ্ডলের বর্ণদৃষ্টে বায়ুর বর্ণ নিরূপণ করেন, অর্থাৎ প্রাণাদির অবলম্বন নিমিত্ত তত্তন্মণ্ডলকে ও প্রাণ বলাযায় যেমন সূর্য্যমণ্ডলকে সূর্য্য, চন্দ্রমণ্ডলকে চন্দ্র বলাযায়, সেইরূপ প্রাণাদির মণ্ডলকে প্রাণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, ইহা উত্তরা শ্রুতিতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে ॥ ১১ ॥

যস্যেতন্মণ্ডলং ভিত্ত্বা মারুতো যাতি মূর্দ্ধতঃ। যত্রযত্র ম্রিয়েতাপি নসভূয়োপি জায়তে। নসভূয়োপি জায়তে॥ ১২।

সমাপ্তশ্চেয়ং সংহিতেতি ॥ ২ অধ্যায়।

প্রাণায়ামী যোগীর যোগপ্রভাবে প্রাণাদির মণ্ডল ভেদ করিয়া যখন বায়ুর ঊর্দ্ধে গমন হইবে, তখন সেই যোগীর যথা তথা মৃত্যু হউক, কিন্তু আর পুনর্ব্বার জন্ম হইবেনা, অর্থাৎ অমরণ ধর্ম্ম প্রাপ্তে সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূত হইবেন॥ সুতরাং যোগাভ্যাস ব্যতিরেকে যে জ্ঞান চর্চ্চা হয় সে কেবল, পাষণ্ডেরাই কহিয়া থাকে, প্রণায়ামের পর আর উত্তম উপাসনা নাই, এই যোগে ব্রহ্ম সাক্ষাতকার হয়, ইহাতে মানসমলের অপনয়ন হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরি উক্ত শ্রুতিতে যে প্রাণাদির বর্ণ কহিয়াছেন, সে প্রাণ মণ্ডলের বর্ণ, যেহেতু এই শ্রুতিতে স্পষ্টীকৃত হইল যে মণ্ডল ভেদ করিয়া বায়ুকে ঊর্দ্ধে লইতে হইবেক। সুতরাং সন্দেহ দূর হইয়া যথার্থাভিপ্রায়ের বোধ হইতেছে॥ ১২।

ইতি অথর্ব্ব বেদীয়া অমৃত নাদোপনিষৎ সমাপ্তাঃ ॥

গতবারের শেষ।

অথ সন্দেহ নিরসনং।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎকাশীশ্বর স্বামী ভাক্তজ্ঞানীর প্রতিবোধার্থে আর ও বাইবেলের কৃত্রিমত্ব প্রকাশে হিন্দু শাস্ত্রাভিপ্রায়ে রচিত বাইবেলের লিখিত প্রমাণে প্রমাণ করিয়া কহিয়াছেন, যদ্রূপ পুরাণে ভগবন মহিমা বর্ণনে তদ্ভক্তের ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন,

তদ্রূপ বাইবেলেও আছে,। যথা কাল কেয়াদি অসুরের প্রতিকূলে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদ্র জলকে যোগবলে শোষণ করিয়াছিলেন, তদনুরূপ বাইবেলে ও মিশরীয় লোকদিগের প্রতিদ্বন্দ্বে ইস্রায়েলদিগের সাহায্যার্থে মোজেষ প্রসারিত হস্তে যষ্টির আঘাতে সাগরের জলকে অন্তর করিয়া শুষ্কপথে ইস্রায়েল দিগকে লইয়া গিয়াছিলেন,। অপিচ শুষ্ক সমুদ্র মধ্যে যেরূপ কালকেয়াদিকে দেব-তারা বিনাশ করেন, সেইরূপ মিশরীয় দিগকেও ঈশ্বর বিনাশ করিয়াছেন॥

অন্যদাপি, যীশুখৃষ্ট যে সকল উপদেশ করিয়াছেন, সেসকলই হিন্দু শাস্ত্রের আভাসে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যথা নিউটেষ্টিমেণ্ট। ৫ অধ্যায়॥

“ বধ ও ক্রোধ করণে নিষেধ, ও পরদার করণে নিষেধ। ও দিব্যকরণে নিষেধ, ও হিংসাকরণে নিষেধ। ও শত্রুগণের সহিত প্রেমের ব্যবস্থা॥ ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা, ও দান করণের ব্যবস্থা ও প্রার্থনা করণের ব্যবস্থা ও উপবাস করণের ব্যবস্থা। ও ধনসঞ্চয়ের উপদেশ। ও ধর্ম্ম বিষয় চেষ্টাকরণের আবশ্যকতা॥ •॥ দোষীকরণে নিষেধ। প্রার্থনা করণের উপদেশ। সঙ্কীর্ণ দ্বারে প্রবেশের উপদেশ মিথ্যা ভবিষ্যৎবক্তা হইতে সাবধান হওনের উপদেশ। ও ঈশ্বরের ইষ্ট ক্রিয়া করণের আবশ্যকতা। ও জ্ঞানির ও অজ্ঞানির দৃষ্টান্ত। এই খৃষ্টের উপদেশের সমাপ্ত।,,

যীশুখৃষ্ট বাইবেল মতে শিষ্যদিগকে এইনীতি উপদেশ করেন, ইহা সমস্তই বাচনিকে উত্তম যেহেতু পুরা-

গাদি সংহিতার অভিপ্রায়ের অনৈক্য নহে, কেননা মন্বা দি শাস্ত্র * যে দশবিধ ধর্ম্ম লক্ষণ কহিয়াছেন, তল্লক্ষণের অনুগত হয়, কিন্তু যবন ম্লেচ্ছেরা যেরূপধর্ম্ম যাজনকারন তাহার সহিত এউপদেশের সঙ্গতি হয়না, বস্তুতঃ ইহাতে শুদ্ধ সংসার বৈরাগ্য বিষয়ের উদাহরণ হয়, ইহা ম্লেচ্ছদিগের উপাসনা কাণ্ডের বহির্গত, এই সকল উপদেশ অবিরোধে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মেই বর্ত্তিয়াছে।

যখন বাইবেলে বধ ও ক্রোধ করিহনা বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, তখন অক্রোধ ও অহিংসা ধর্ম্মকেই বলবান বলা হইয়াছেবটে কিন্তু তাহারদিগের শরীর ও মন সতত ক্রোধাধীন বালোভাক্রান্ত প্রযুক্তই বা হউক, পরপ্রাণ ঘাতনসর্ব্বদাই করিয়াথাকেন, যেহেতু ম্লেচ্ছজাতিরা সর্ব্বদাই আমিষাহারী সুতরাং সততঃপরতঃ হিংসা কার্য্য ব্যতীত তদাহার সম্পন্ন হয় না, বিশেষতঃ রাজসতামস স্বভাব ব্যতীত শুদ্ধ সত্বের হিংসা নাই,। ইহাতে হিন্দুজাতীয়ের দিগের মধ্যে ত্রিবিধধর্ম্মী আছে, যাহারা তামস তাহারা অবৈধামিষাহারী, যাহারারাজস, তাহারা বৈধামিষাহারী, সাত্ত্বিকেরা শুদ্ধ নিরামিষাহারীই হয়েন,।

"* ধৃতি ক্ষমা দমোস্তেয়ং শৌচ মিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ ধীর্বিদ্যাসত্যমক্রোধো দশকো ধর্ম্মলক্ষণং ॥"

। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশবিধ ধর্ম্ম ইহার রক্ষাতেই সকল ধর্ম্ম রক্ষাহয়, অর্থাৎ গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী প্রভৃতির আচারণীয় যতধর্ম্ম কহিয়াছেন. সেসকল ধর্ম্মই ইহার অন্তর্গত হয়, ফলে যিনি ধার্ম্মিক বলিয়া জানাইতে ইচ্ছা করেন, তিনিই সর্ব্বাগ্রে মুখেএইধর্ম্মেরই বক্তৃতা করিয়া থাকেন।

যখন বাইবেলে পরদার কর্ম্মের নিষেধ করিয়াছেন, তখন মনুক্ত ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ধর্ম্মকেই বলবান করা হইল, কিন্তু ম্লেচ্ছ ধর্ম্মের সহিত তদ্ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই, যেহেতু তাহারা নিয়তই ইন্দ্রিয়ের বশতাপন্ন, নচেৎ বিধবা স্ত্রীর পাণিগ্রহণে প্রবর্ত্ত কেন হইবে,। যখন দিব্য অর্থাৎ শপথ করিতে নিষেধ করেন, তখন মিথ্যাবক্তার পূর্ব্বক সত্যধর্ম্মের পরিগ্রহণ করাই হইয়াছে, কিন্তু সেসত্যধর্ম্ম বৈদিক জাতি ব্যতীত ম্লেচ্ছাদি জাতির ব্যবহার্য্য কস্মিন কালেও হয় না, অর্থাৎ যাহারা অহরহ বৈষয়িক কি পারমার্থিক বিষয়ের প্রতারণায় যত্নবান, তখন তাহারদিগের সত্যধর্ম্ম কেবলধর্ম্ম প্রশংসায়, ফলে কার্য্যেতে তাহার অণুমাত্রও দৃষ্ট হয়না, তদ্বিষয়ের স্থূল দৃষ্টান্ত দিতেছি, যাহারদিগের দেশে ঋণ দান ও আদান বিষয়ের লিপিবন্ধনের দৃঢ়তা থাকে, তাহারদিগের দেশে যে সত্য বন্ধনের শৈথিল্য তাহাতে সন্দেহ কি ?। অর্থাৎ যাহার দিগের সত্যে বিশ্বাস থাকে, তাহারদিগের তদ্বিষয়ের গাঢ় লিপি বন্ধনের প্রয়োজন থাকেনা। যখন শত্রুর সহিত (প্রেমেরব্যবস্থা) বাইবেলে লেখে, তখন ক্ষমাধর্ম্মানুগতই বোধহয়, কিন্তু বাইবেল উক্তিমত ম্লেচ্ছদিগের ক্ষমাপন্ন স্বভাব নহে, যেহেতু তাহারা লোকের সহিত যতই

ফলে ধর্ম্মের যথার্থ অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, কিন্তু ধার্ম্মিকতায় এই মহাধর্ম্মকেই অঙ্গীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ প্রতারক জনেও প্রতারণা করণের পূর্ব্বে এই যথার্থ ধর্ম্মের উপদেশের সহিত আপনার অসদভিলাষের পূরণ করিয়া থাকে। সুতরাং বাইবেল কর্ত্তা রূপান্তর বর্ণনাদ্বারা দশবিধ ধর্ম্মের ভাব লইয়া উপদেশ ছলে লিখিয়াছেন।।

প্রেম করুক কিন্তু তাহাতে আত্মস্বার্থ ব্যতীত পরো-
পকারের প্রসঙ্গও নাই।

(ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা) যাহা বাইবেলে উক্ত করেন, তাহা ধর্ম্ম সংহিতোক্ত শৌচ ধর্ম্মাদিপর হয়, ইহাও ম্লেচ্ছদিগেরব্যবহারের অন্তর, কেননা, ইহারদিগেরকোন আচারই নাই শুদ্ধ শিশ্নোদর পরায়ণমাত্র,(গোপন দান করণের ব্যবস্থা) যে বাইবেলে লেখেন সেও হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দান ধর্ম্মের আভাস, নচেৎ ম্লেচ্ছ জাতীয় দিগের বিশেষ রূপ বিধি পূর্ব্বক গোপন দান নাই, শুদ্ধ লোক জনতায় কিঞ্চিৎ২ ফনে অর্থ দেওয়া আছে এইমাত্র তদ্ভিন্ন কোনব্যক্তিকেই দেওয়া নাই। ভগবৎ সমীপে (প্রার্থনা করণের ব্যবস্থা) যে বাইবেলে লেখেন তদুপদেশ হিন্দুদিগের সর্ব্বকার্য্যেই প্রচলিত আছে, ম্লেচ্ছেরা প্রার্থনার অনুষ্ঠান কিছুজানেন, কেবল সপ্তম দিবসান্তর একদিবস একবার মুখে আমারদিগের প্রভু বলিয়াই ক্ষান্ত হয়। মন্ত্রের মধ্যে (মনফিরাও স্বর্গের রাজ্য নিকট হইল,) এই মাত্র বাক্যে কহিয়াই প্রার্থনা করেন, (উপবাস করণের ব্যবস্থাকে) ধর্ম্মের মধ্যে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও হিন্দুশাস্ত্রের আভাস নচেৎ ম্লেচ্ছ দিগের কোন উপবাস দেখিতে পাওয়া যায়না, তদুপদেশে হিন্দুজাতীয়েরাই পরমতৎপর, যেহেতু ইহাদিগের একাদশ্যাদি নানা দিবসে ঈশ্বরোদ্দেশে উপবাস আছে, (ধনসঞ্চয়ের) উপদেশ যাহা বাইবেলে দৃষ্টহয়, তাহাও সাংসারিক বিষয়ে মন্বাদি শাস্ত্রের অভিপ্রায় লইয়াছেন, কিন্তু ন্যায়োপার্জ্জিত ধন পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া যে একভাগ সঞ্চিত

করিবেক ইহা ম্লেচ্ছর দিগের স্বভাব নহে। ফলে ম্লেচ্ছ দিগের যে উপার্জ্জন সে অন্যায় রূপেই হয়, এবং অপকৃষ্ট কার্য্যেই বিশেষ ব্যয়করেন, ধর্ম্মার্থেকাহারও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যয় কখন ও হয়। সুতরাং তাহার দিগের যেধর্ম্ম প্রথা সে কল্পিত ব্যতীত চির প্রচলিত বোধহয় না, যেহেতু পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে ধারাবাহিক প্রচলিতা প্রথায় যাহারা আবদ্ধথাকে, তদ্রক্ষার্থে তাহারদিগের শাস্ত্র দর্শনের বড় অপেক্ষা থাকেনা, বস্তুতস্তু শাস্ত্রের সহিত প্রচলিত প্রথার ঐক্য আছে, অতএব এইসকলকারণে বোধ হয় যে হিন্দু শাস্ত্রের অনুবাদ বাইবেল, যদি ম্লেচ্ছদেশের বাইবেল আদিশাস্ত্র হইত, তবে তদুদিতা প্রথার কোন ভাগ না কোন ভাগ অবশ্যই তাহার দিগের প্রচলিতা থাকিত। (ধর্ম্মবিষয়ের চেষ্টাকরণের আবশ্যকতা) যে বাইবেল উক্তি ইহাও মন্বাদি শাস্ত্রের মতহয়, এতদ্বাক্যে বরং ম্লেচ্ছ মধ্যে ধর্ম্মচেষ্টা কাহারং থাকিতে পারে বোধ করি, কিন্তু মিশনরি দিগের ব্যবহারে বোধহয়, যে তদ্দেশজাত ব্যক্তি মাত্রই কপটী, ইহাঁরা কেহই ধর্ম্মের বিশ্বাস করেননা।

অপর বাইবেলযে পরকে (দোষীকরণে নিষেধ) লিখিয়াছেন, ইহাও হিন্দু শাস্ত্রের অনুবাদ, যেহেতু, প্রমাণ আছে (পরনিন্দাং বিবর্জ্জয়েদিতি) সুতরাং হিন্দুজাতীয়েরা কাহারনিন্দায় প্রবৃত্ত নহেন, কিন্তু ঘোরতর নিন্দক ম্লেচ্ছদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ স্বতকী ম্লেচ্ছ জাতীয়েরাই সর্ব্বজাতীয় নিন্দায় প্রবর্ত্ত হইয়া সকলেরি ছিদ্রানুষণ করেন, এবং নির্দ্দোষী ব্যক্তিদিগকে ও সর্ব্ব

দোষে দোষী করেন, বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুদিগের দোষ ব্যতীত গুণ মাত্র দেখেনন, ও শ্রবণ ও করেন না, অপরমপি দেবতা ও ঋষি প্রভৃতি সকলের উপরেই বিবিধ দোষের ক্ষেপ করিয়া থাকেন, অথচ বাইবেল মতে উপদেশশিক্ষাদিবিষয়ক বক্তৃতায়ও সুনিপুণ। অপিচ বাইবেলোক্ত (প্রার্থনা করণের উপদেশ) তদর্থে কহেন অহরহ পরমেশ্বর সন্নিধানে নিয়ত মুক্তির প্রার্থনা করহ, কিন্তু কাহাকে প্রার্থনা বলে আর কিরূপ বাক্যে প্রার্থনা করিতে হয়, ইহা ম্লেচ্ছদিগের ধ্যান গোচর নহে, এবিষয়ে বৈদিক জাতিরাই বিশেষ নিরূপণ করিয়াছেন, সুতরাং ব্যবহার দৃষ্টে অনুমান করাযায়, যে, ম্লেচ্ছেরা এবিষয়কে অনুবাদ করিয়া লইয়াছে বটে, ফলে যাজনের অভ্যাস করিতে পারেন নাই।

অন্যদপি (মিথ্যা ভবিষ্যৎ বক্তা হইতে সাবধান হওনের উপদেশ) বাইবেল উক্তি হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিসিদ্ধ বটে, কিন্তু বিচার করিতে হইবে যে কে মিথ্যাবাদী হয়, ইহাতে বিশেষ বোধ হইতেছে, যে ম্লেচ্ছ জাতীয়েরাই বিফল ভবিষ্যৎ বাক্যকেই নিয়ত গ্রহণ করিয়া যথার্থবাদীর প্রতি অবিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহার প্রমাণ মোজেষাদি গ্রন্থকর্ত্তারা দ্বেষ ও পৈশুন্যাদিতে পরিপূর্ণ চিত্ত, কতকগুলিন সাধুশাস্ত্রের কিঞ্চিৎ২ ভাগকে অনুবাদ করিয়া, তাহার সহিত আপনার দিগের অসতী কুযুক্তি মিশ্রিত করিয়া অভাবনীয় বিষয় বর্ণন দ্বারা ঋষিবৎ ভবিষ্যদ্বক্তা রূপে জানাইয়াছেন, সেইবাক্যে বিশ্বাস করিয়া অধুনা ম্লেচ্ছজাতীয়েরা যথার্থ ধর্ম্মের দ্বেষকরে, ফলি-

স্তার্থে, তাহার দিগের অভিপ্রায় এই যে আত্মকৃত ব্যব-হারের দোষ মার্জ্জনার নিমিত্তেই এতদুক্তি করিয়াছেন, কেননা হিন্দুশাস্ত্রের অনুবাদিত বাইবেল পুস্তকের প্রতি যদি যথার্থ ভবিষ্যদ্বাদী ঋষি প্রণীতশাস্ত্রের কেহ প্রমাণ দর্শায় তবে অসৎদিগের কৌশল ভাঙ্গিয়া যাইবেক একারণ হিন্দুশাস্ত্র প্রতি লক্ষ করিয়াই এই বাগাড়ম্বরি করিয়াছেন, ।

ফলে মিথ্যাভবিষ্যৎবক্তা ম্লেচ্ছগণেরাই সুসিদ্ধ হিন্দুদিগের ভবিষ্যৎবাদীরাই যথার্থ ভবিষ্যৎবক্তা অর্থাৎ তাহাঁর দিগের বাক্যের পদেং ফল দর্শন হইতেছে, যথা ভবিষ্যে ।

"গতে পঞ্চ সহস্রাব্দে কিঞ্চিন্নূন্যেচ ভারতে । ম্লেচ্ছানীকাঃ শ্বেতবর্ণা ধরাং ভোক্ষ্যন্তিবীর্য্যতঃ ॥ ভাগবতে," "প্রজাস্তেভক্ষয়িষ্যন্তিম্লেচ্ছারাজন্যরূপিণঃ । তন্নাথাস্তে জনপদা স্তচ্ছীলাচারবাদিনঃ ॥ শূদ্রা ভোবাদিনঃসর্ব্বে সংপ্রাপ্তে তামসে যুগে ॥ ম্লেচ্ছশাস্ত্রং পঠিষ্যন্তি সর্ব্বে ম্লেচ্ছাঃকলৌযুগে । ধর্ম্মংবক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যনৃপাসনং ॥ সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বেষাং ভোজনং নিয়মচ্যুতং ॥ ইত্যাদি,,

কতকাল গতহইল, পুরাণে ঋষিগণেরা লিখিয়া গিয়াছেন, যে কিঞ্চিন্ন্যন কলির পঞ্চ সহস্র বৎসর গত হইলে শ্বেতবর্ণ ম্লেচ্ছ সৈন্যেরা এইভারতভূমিকে অধিকৃত করিয়া ভোগ করিবেক, এতদ্বাক্য বর্ত্তমানকালে ভারতভূমিতে ইংলণ্ডীয় দিগের অধিকার হওয়াতেই সকল হইয়াছে, অপর, রাজরূপী ম্লেচ্ছ সকল ধনাপহরণ দ্বারা

প্রজাপীড়ন করিবেক, প্রজাসকল তাহারদিগের অধীন হইয়া ম্লেচ্ছ স্বভাব ও তদ্রূপ আচার, ব্যবহার, ও রীতি নীতি, এবং তদ্ভাষা ভাষী হইবে, এতদ্বাক্য সফল।

অপর শূদ্র সকল ব্রাহ্মণাদিকে নমস্কার করিবেক না প্রায় (ভোবাদী) অর্থাৎ কথায় মর্য্যাদা রক্ষা করিবেক, এবং ম্লেচ্ছ শাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রায়ই সকল ম্লেচ্ছবৎ হইবেক, অপিচ, স্বয়ং অধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি সকল একত্র হইয়া উত্তম আসনে উপবেশনপূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ করিবে, এবং সকলের সহিত সকলেই প্রায় ভোজন করিবে আহারের কোন নিয়ম থাকিবেক না, এই সকল বচনের বিষয় প্রায় সফল হইয়াছে, যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে তাহাও ফলিবে, অতএব বাইবেলোক্ত মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় ঋষিগণকে মিথ্যাবাদী বলা যাইবেক না, ফলিতার্থ ম্লেচ্ছরাই তদ্বাক্যের বিষয় হইয়াছে,॥

অপর বাইবেল মতে (ঈশ্বরের ইষ্ট ক্রিয়া করণের আবশ্যকতা) বলিয়া যে এই উপদেশ করেন তাহাও হিন্দুশাস্ত্রাভিপ্রায়, যেহেতু ম্লেচ্ছেরা হিন্দুদিগের ন্যায় ঈশ্বর তুষ্ট্যর্থে কি কর্ম্ম করিয়া থাকেন অর্থাৎ কোনকর্ম্মই করেন না, কেবল একস্বতর্ক যুক্ত বাক্যেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন, যে দেব দেবীর পূজা বন্দনাদি না করিলেই ঈশ্বরের ইষ্টক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, তদন্যৎ যাগযজ্ঞ ব্রত নিয়ম উপবাসাদি কিছুই তাঁহার ইষ্টক্রিয়া নহে, এই সকল স্বযুক্তি দ্বারা কেবল ভগবদুপাসনার পথের অবরোধ হইতেছে এই মাত্র, স্বরূপতঃ বাইবেলের উপদেশ যেরূপ ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাকে ম্লেচ্ছরা

সেভাবে গ্রহণ করেন না, বরং হিন্দুদিগের ব্যবহার দেখি লে তাহার ফল বোধ হয়, একারণ তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ কহিতেছি, যে হিন্দু শাস্ত্র দৃষ্টেই সকল দেশীয় শাস্ত্র হই য়াছে, কেবল হিন্দুরাই শাস্ত্রমত ব্যবহার করিয়া থাকেন যাহার দিগের চিত্তে সংসার বৈরাগ্য উদয় না হয়, তাহা রা কদাপি শাস্ত্রমতে চলেন, একাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডাদি দেশজাত কোন ব্যক্তিকেই বৈরাগ্য যুক্ত দেখিলাম না, শুদ্ধ অর্থোপচয় জন্য বিশেষ কৌশল শিক্ষা করিয়া থা- কেন। বিশেষতঃ পরমেশ্বরের স্বরূপ তত্ত্ব জানিবার কার ণ বেদাদি শাস্ত্রে যেসকল উপদেশ করিয়াছেন, তাহার কোটি অংশের একাংশ ও বাইবেলে নাই, যথা (শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃসমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং প- শ্যেৎ।) যে সাধক শান্ত অর্থাৎ যাহার চিত্ত সমতাগুণে আপন্ন হয়, আর ইন্দ্রিয় সকল স্বস্বব্যাপারে নিবৃত্ত হয়, আর যাহার চিত্ত তিতিক্ষা অর্থাৎ ক্ষমাগুণ বিশিষ্ট হয় তিনি আপনাতেই আত্মাকে দর্শন করেন। অন্যদপি যে ম্লেচ্ছেরা কপটী তাহার আরও প্রমাণ দেখাইতেছি, ম্লেচ্ছ পুস্তক বাইবেল তাহাতে মুষাকে ঈশ্বর কহিয়াছেন, যে বর্ণনা করেন, তাহাকে ধৃতকরা গেলঃ॥ যথা

"আর তুমি আপন পিতা মাতাকে সম্ভ্রমকর, তাহা তে তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে যেদেশ দেন সেই দেশে তোমার দীর্ঘকাল আয়ু হইবে॥"

এই অভিপ্রায় হিন্দুশাস্ত্রের মত, কেননা, পুরাণাদি তাবৎ শাস্ত্রেই পিতা মাতার স্তুতি বন্দনা সেবাদি করি- তে কহিয়াছেন, এবং তাহারদিগের মনের ক্লেশ দিতে

নিষেধ করিয়াছেন, কেননা পিতামাতার তুষ্টিতেই পর মেশ্বরের তুষ্টি হয়। একথা বাইবেলে অনুবাদ করিয়াছেন কিন্তু ম্লেচ্ছগণেরা আপন পক্ষে যেমন হউক, পরপক্ষে বিপরীত ব্যবহার করান, দেখ, মিশনরি গণেরা বিদ্যা-ভ্যাস ছলে বালক দিগকে নানা হেত্ত্ববাদ প্রদর্শন দ্বারা ক্রাইষ্ট ধর্ম্মে লইয়া এককালিন তাহার দিগের পিতামা-তাকে ক্লেশ সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা পুত্রশোকে কাতর হইয়া যতই রোদন করুন তখন ঐ নির্দ্দয় অধা-র্ম্মিকেরা কোনমতেই তাঁহারদিগকে সন্তানের নিকট ও যাইতে দেয়না, বালকেরাও কুশিক্ষা বশে এমনি নিষ্ঠুর আচরণ করে, যে পিতামাতার সম্ভ্রম করা দূরে থাকুক, বাক্য মাত্রে ও আলাপ করেনা, তখন তাহারদিগের বাইবেলোক্ত উপদেশ কোথা গমন করেন, সুতরাং কপট ধর্ম্মীরা কেবল মৌখিক সাধুতাজানাইয়া নিয়তই অসাধু ব্যবহারে লোককে অন্ধতামিস্রে নিক্ষেপ করি-তেছে, ফলিতার্থ এরূপ কপট ধর্ম্মের সহিত কোন শা-স্ত্রেরই মিলন হইতে পারে না, হিন্দু ধর্ম্মের তুল্য কোন জাতীয় ধর্ম্ম নহে, ফলে এতদ্ধর্ম্ম যাজনব্যতীত ও পরম করুণাময় জগৎ পিতার পদবীতে গমনের শক্তি হয়না।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিমতলা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্ময় ত্বং মনোমে।

২০৪ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৬ সন ১২৬১ সাল ৩২ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার

অথ গতবারের শেষঃ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

গতপত্রে মর্ম্মনির্দ্দেশাধ্যায় সমাপ্ত করিয়া প্রকৃত প্রস্তাব ব্যাখ্যার্থ বাহ্যবস্তুর সহিত শরীরের যোগ লিখি-

যার বিশেষ যত্ন ছিল, কিন্তু অনেকেই সংবাদ করিয়াছেন, যে নাড়ীচক্র, ও সন্ধিজ্ঞান, এবং মর্ম্ম নির্দ্দেশ লেখাতে বৈদ্যক বিষয়ের অনেক জ্ঞাত হইলাম, এক্ষণে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে অর্থাৎ নাড়ীজ্ঞান ও সূতিকা বিষয়ের কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলে অনেকের উপকার বোধ হয়, বিশেষতঃ মনুষ্য সম্বন্ধে সকলেরি প্রায় এবিষয় অজ্ঞাত আছে, সুতরাং উক্তবিষয় প্রকাশে সকলের কিঞ্চিৎ বোধ জন্মিতে পারিবে, এবং তদ্বোধে অনেকেরি হিত জন্মিবে তাহাতে সন্দেহ নাই, নচেৎ কেবল বৈদ্য কি ডাক্তর বাহকিমের দিগের আগমনের অপেক্ষায় ভূরি হানি হয়, এবং ভালকি মন্দ কিছুই উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শুদ্ধ তাঁহার দিগেরবাক্যকেধ্রুব জ্ঞানেবিশ্বাসকরিতে হয়, অতএব মহাশয় যদ্যপি দেশোপকারার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন, তবে লোকহিতার্থে হিতৈষিণী পত্রিকায় নাড়ী জ্ঞানাদি বিষয়ের ও প্রকাশ করুণ, সুতরাং আত্মিচ্ছদিগের অনুরোধে অত্র পত্রে নাড়ী জ্ঞানাদি লিখিতে বাধিত হইলাম।

সব্যেনরোগধৃতি কূর্পর ভাগভাজাং পীড্যাথ দক্ষিণ করাঙ্গুলিকা ত্রয়েণ। অঙ্গুষ্ঠ মূল মধি পশ্চিম ভাগ মধ্যে নাড়ীং প্রভঞ্জন গতিং সততং পরীক্ষেৎ॥ ১ চক্রং

নাড়ী পরীক্ষক বৈদ্য রোগধারণার্থ * কূর্পর ভাগে বামহস্ত দ্বারা পীড়ন করিয়া দক্ষিণ হস্তের † অঙ্গুলিত্রয়

* কূর্পর শব্দে কনুই।

† অঙ্গুলিত্রয় পদে তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা।

করণক বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলের পশ্চাৎ ভাগ মধ্যে বায়ুগতি বিশিষ্টা নাড়ীকে সৰ্ব্বদা পরীক্ষা করিবেন।।

প্রাতঃকৃত সমাচারঃ কৃতাচারপরিগ্রহং।
সুখাসীনঃ সুখাসীনং পরীক্ষার্থ মুপাচরেৎ।। ২।। চক্রং।

প্রাতঃকৃত্যাদি কর্ম্মকৃত বৈদ্য, প্রাতঃকৃত্যাদি কর্ম্ম কৃত রোগী, বৈদ্য সুখাসনোপবিষ্ট হইয়া, সুখাসনোপবিষ্ট রোগিকে পরীক্ষা নিমিত্ত উপাচরণ করিবেক অর্থাৎ তাদৃশ ভিষক এতাদৃশ রোগীর নাড়িকা স্পর্শ করিবেন।। ২।

তৈলাভ্যঙ্গেচ সুপ্তেচ তথাচ ভোজনান্তরে। তথানজ্ঞায়তে নাড়ী যথা দুর্গতরা নদী।। ৩।। চক্রং।

তৈলমৃক্ষণানন্তর, কিম্বা নিদ্রাবস্থান্বিত, এবং ভোজনান্তে রোগিকে দেখিলে যথার্থ নাড়ীর ভাবজ্ঞান হয়না, যদ্রূপ * দুর্গতরা নদী বেগবতী তাদৃশ নাড়ী বেগবতী হয়েন।। ৩।

বামভাগে স্ত্রীয়াযোজ্যা নাড়ী পুংসস্তু দক্ষিণে। ইতিপ্রোক্তং ময়াদেবি সর্ব্ব দেহেষু দেহিনাং।। ৪।। যামলং।।

---

* দুর্গতরা নদী পদে বর্ষাকালের জাতবেগানদী।।

স্ত্রীলোকের বাম ভাগে, পুরুষের দক্ষিণভাগে, নাড়ী যোজনীয়া হয়, ইহা মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন, হে দেবি তুমি সকল দেহেতে সর্ব্বজীবের এইরূপ ভাব জানিহ।।৪।

অঙ্গুষ্ঠস্যতু মূলেযা সানাড়ী জীবসাক্ষিণী। তস্যাগতি বশাদ্বিদ্যাৎ সুখং দুঃখঞ্চ রোগিণাং॥ ৫। তন্ত্রং।

বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলেতে যে নাড়ী সেই নাড়ীই জীব সাক্ষিণী হয়, তাহার গতিবশে রোগীদিগের সুখ দুঃখাদি অনুভব করিবেক॥৫।

স্নায়ুনাড়ী বসাহিংস্রাধমনী ধামনীধরা। তন্তুকী জীবিতজ্ঞাচ শিরাপর্য্যায় বাচকাঃ॥ ৬॥ তন্ত্রং।

স্নায়ু ও নাড়ী ও বসা, ও হিংস্রা ও ধমনী ও ধামনী ও ধরা, তন্তুকী ও জীবিতজ্ঞা ও শিরা এই সকল পর্য্যায়ে কথন অর্থাৎ নাড়ীর নাম হয়॥ ৬।

আদৌচ বহতে বাতো মধ্যে পিত্তস্তথৈবচ। অন্তেচ বহতে শ্লেষ্মা নাড়িকা ত্রয় লক্ষণং॥ ৭॥ চক্রং।

অঙ্গুষ্ঠ মূলের আদিতে বায়ু বহে, তৎপরে মধ্যে পিত্ত বহে, তৎপরে অন্তে শ্লেষ্মা বহেঃ এই ত্রিবিধ প্রকার

নাড়ীর চিহ্ণ, ইহার অর্থান্তর ব্যাখ্যায় কথিত হইতেছে আদিতে মণিবন্ধ স্থানে অঙ্গুলি প্রবেশ কালে যে অঙ্গুলিতে অগ্রে বহে তাহার নাম বায়ু। তৎপরে যে অঙ্গুলিতে বহে সেই মধ্য তাহার নাম পিত্ত। তৎপরে যে অঙ্গুলিতে বহে তাহার নাম শ্লেষ্মা সেই অন্ত। এতদ্রূপে মধ্যমাঙ্গুলিতেই অগ্রে নাড়ীবহে, তাহার পর তর্জ্জণী তৎপরে অনামিকাতে বোধহয়। এই অর্থই সাধু প্রত্যক্ষানুভবসিদ্ধ॥ ৭। তথাচ॥

বাতাধিকা বহেন্মধ্যে ত্বগ্রে বহতি পিত্ত-লা। অন্তেচ বহতে শ্লেষ্মা মিশ্রিতে মি-শ্রিতা ভবেৎ॥ ৮॥

বাতাধিকা নাড়ী মধ্যে মধ্যমাঙ্গুলিতে বহে। অগ্রে তর্জ্জণী অঙ্গুলিতে পিত্তবহে। অন্তে অনামিকাঙ্গুলিতে শ্লেষ্মা বহে। মিলিতে মিলিত হইয়া দ্বিদোষ ত্রিদোষাধিকে তদনুরূপ গতিতে বহে॥ ৮।

ফলিতার্থ অঙ্গুলির সঙ্গেই নাড়ীর যোগ, যথা ঈড়া পিঙ্গলা সুসুম্না, ঈড়া অন্তে মধ্যে সুসুম্না, অগ্রে পিঙ্গলা, পিঙ্গলাতে পিত্ত, সুসুম্নাতে বায়ু, ঈড়ায় শ্লেষ্মা বহে, সুসুম্নায় মধ্যমাঙ্গুলি স্পর্শ, পিঙ্গলাতে তর্জ্জণী স্পর্শ, ঈড়াতে অনামিকা স্পর্শ, সুতরাং মধ্যে বায়ুর সংস্থান হয়, কিন্তু যোগ সাধন ব্যতীত ইহা সামান্যের বোধগম্য হয় না, তবে যে কেহ২ পাণ্ডিত্য করেন সে বাচারম্ভন মাত্র, শুদ্ধ তর্জ্জণী স্পর্শেই এক্ষণে নাড়ীর গতিকে অনুমানে জানিয়া একপ্রকার বৈদ্যত্বপ্রকাশকরেন, ফলিতার্থ যথা

র্থ নাড়ীজ্ঞান এক্ষণকার লোকের হয়না, কেবল প্রভঞ্জন বায়ুর স্থূলগতি দৃষ্টে স্থূলরূপ ধাতুত্রয়ের অনুমানকরেন, যথা (বায়োর্বক্রগতা নাড়ী চপলাপিত্তবাহিনী। শ্লেষ্মা স্থিরতরা জ্ঞেয়া ইত্যাদি) বায়ুর নাড়ী বক্রাগতি, পিত্তের চঞ্চলাগতি শ্লেষ্মা স্থিরাগতি। ইহা এক তর্জ্জণীতেই উপলব্ধিহয়, অর্থাৎ তর্জ্জণী যদ্যপি তাবুবে গবহে তবেই পিত্ত কহে, বক্রগতিতে বহিলেই বায়ু বলাযায়, আর স্থূল অথচ স্থির বহিলেই শ্লেষ্মা কহিয়াথাকে,।।

অন্যদপি মিশ্রিত লক্ষণ দ্বারা রোগাদর নিরূপণ করিয়াছেন, যদ্যপি ঐ তর্জ্জণীতে স্থূলতরা হইয়া বক্র ভাবে বহে তবে (বাতশ্লেষ্মা) কিন্তু, বক্র অথচ চঞ্চলা গতি তাহার নাম (বাতপিত্ত) অন্যৎ স্থূলস্থির তরা ক্ষণে চঞ্চলা হয় তাহাকে (পিত্তশ্লেষ্মা) বলে। নচেৎ তর্জ্জণী মধ্যমাতে বহিলে বাতপিত্ত, অনামিকাতে তর্জ্জণীতে বাতশ্লেষ্মা, অনামিকাতে মধ্যমাতে পিত্তশ্লেষ্মা বলা সে কঠিন এককালে কেহই কহিতে পারেননা, যতই চতুরতাকরুণ সে চাতুর্য্যই মাত্রজানিবেন, ফলে অঙ্গুলি ত্রয় স্পর্শই ধাতুজ্ঞান হইবে বৈদ্যকের লিপিবটে, কিন্তু তদ্বোধিকা শক্তির অভাবে কেবল স্থূলানুমান মাত্রই হইয়া থাকে।

অনন্তর, মধমাঙ্গুলিতে যে বায়ুবহে তাহার প্রতি পোষকের বচন লিখিতেছি, অনুমান দ্বারা উপলব্ধি করিবে, অর্থাৎ যত্নকরার আবশ্যক, ।.৮।

তৃণং পুরঃসরং কৃত্বা যথাবাতো বহে-

দ্বলী। শেষস্থং তৃণমাদায় পৃথিব্যাং বক্র

গো যথা ॥ ৯ ॥ চক্রং

* বলবান বায়ু যে প্রকার অগ্রস্থিত তৃণকে লইয়া গমন করেন, আর পশ্চাৎ ভাগস্থিত তৃণকে লইয়া যদ্রূপ পৃথিবীতে বক্রগামী হয়েন ॥ ৯।

তথা মধ্যগতোবায়ুঃ কৃত্বাপিত্তং পুরঃ

সরং। শেষস্থং কফমাদায় নাড্যাং বহতি

সর্ব্বদা ॥ ১০॥ চক্রং।

§ সেইরূপ মধ্যস্থিত বায়ু পিত্তকে অগ্র করিয়া পশ্চাৎস্থিত কফকে লইয়া সর্ব্বনাড়ীতে বহেন, অর্থাৎ মধ্যমাস্থিত বায়ুর প্রভাবে অগ্রগামী পিত্ত চঞ্চল, পশ্চাৎগামী কফ স্থিরভাবে গতি করেন ॥ ১০।

অতএব পিত্তস্য চঞ্চলাগতি র্বাযোরগ্র-

ত্বাৎ। কফস্য মন্দাগতির্বায়োঃ পৃষ্ঠ

ত্বাৎ ॥ ১১ ॥ চক্রং

একারণ পিত্তের চঞ্চলা গতি, যেহেতু বায়ুর অগ্রে স্থিতি করেন। এবং বায়ুর পৃষ্ঠভাগে স্থিতিপ্রযুক্ত কফের

---

* বলবান বায়ু পদে, ঝটিকা সময়েব যেরূপ বেগ সেইরূপ।

§ সেইরূপ বলতে পূর্ব্ব শ্লোকাভিপ্রায়ের গ্রহণ হইয়াছে, অর্থাৎ বেগবান বায়ু যেমন অগ্রপশ্চাৎ ভাগে স্থিত তৃণ লইয়া তীব্র ও মন্দ গামী করেন, সেইরূপ ধাত্ত মধ্যস্থ বায়ু ও পিত্ত শ্লেষ্মাকে চালনাকরেন ॥

গতি মন্দা হয়। যদ্রূপ বাতাসের অগ্রে তৃণাদি অতি শীঘ্র যায়, পশ্চাতের তৃণাদি মন্দ২ যায়, তদ্রূপ বায়ুর অগ্র পশ্চাতে পিত্ত কফাদির ও গতি জানিবে ॥ ১১।

আদৌ চ বহতে পিত্তং মধ্যে শ্লেষ্মা তথৈব চ। অন্তে প্রভঞ্জনো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদৈঃ ॥ ১২ ॥

মতান্তরে ব্যাখ্যা করা যায়, যে অগ্রে পিত্ত, মধ্যে কফ, অন্তে প্রভঞ্জন অর্থাৎ বায়ু বহেন, ইহা সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতেরা কহেন জানিহ ॥ ১২।

এতদর্থ গ্রহণে পূর্ব্বার্থের সম্যক ব্যাঘাত হয়, সুতরাং তন্মীমাংসা করিয়া কহিতেছেন, এই মতান্তর শব্দে, নাড়ীর স্বরূপা গতির ব্যত্যয় নহে, ইহার তাৎপর্য্য রোগ যুক্ত শরীরস্থ ধাতুর নির্ণয় করিয়াছেন, তথাচ সুস্থশরীরা বস্থার অন্তরাবস্থা কথনকে মতান্তর কহিয়াছেন, এই অত্র শ্লোকের অভিপ্রায় গ্রহণে তর্জ্জণীর গতি ত্যাগ করিলে মনুষ্যের পিত্তস্বরূপ অগ্নিহীন হইয়া তেজোহীন হয়, তেজোহীন হইলে জলীয় দোষ কফের বৃদ্ধি হয়, সেই বৃদ্ধি কালে কেবল অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলিতে ধাতুর বেগ দৃষ্টি হয়, তর্জ্জণী এককালীন থাকে না এমত নহে কেবল মৃদু ভাবেই গতি করেন। অর্থাৎ যত অংশে তর্জ্জনী ত্যাগ হয় তত অংশে মধ্যমা অনামিকাতে বেগের বৃদ্ধি করে, পরে পিত্তের সম্যক নাশ হইলে অর্থাৎ শরীরে ঔষ্ণ ঘুচিলে অনামিকাতে বায়ুর গতি কিঞ্চিৎ মাত্র থা-

কে, যখন অনামিকা গতি ত্যাগহয়, তখন কেবল শ্বাস প্রশ্বাস ব্যতীত সম্যক বায়ুর শরীর হইতে পরিত্যাগ হয়, অনন্তর মৃত্যুদশাকে লাভকরে।

ফলিতার্থ স্বাভাবিকাবস্থায়, তর্জ্জনীতেই পিত্তগতি নিশ্চয় হইল। এবং মধ্যমাতে বায়ুর গতি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যাবৎ বায়ুর প্রবলতা থাকে তাবৎ মধ্যমাতেই বহেন। সেইবায়ু গতিদ্বারা পিত্তসত্বেও পিত্তগতি তর্জ্জনীতে থাকে। অগ্নিহীন শরীরে পিত্তের গতি তর্জ্জনীতে থাকেনা, কেবল মধ্যমাতে বায়ুগতি অনামিকাতে শ্লেষ্মাগতি, অর্থাৎ বা শ্লেষ্মা গতিমাত্র থাকে, বায়ুর হীনতা হইলে কফবৃদ্ধি প্রাপ্তে শুদ্ধ অনামিকাতে কফের অতিশয় গতিহয়, বায়ুরগতি অনামিকাতে কিঞ্চিন্মাত্র বোধকরা যায়, যেপর্য্যন্ত বায়ু শরীরে থাকেন সেই পর্য্যন্তই এই অবস্থা, অনন্তর শরীর ত্যাগেচ্ছুবায়ু সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত সমস্ত নাড়ী হইতে নির্গত হইয়া যায়, সুতরাং নাড়ীগতি গেলেই মৃত্যুহয়, বায়ুর গতি মাত্র রসরক্ত পিত্ত কফাদিযোগেতে, নাড়ীতে বায়ু গতির বিশেষ বোধ করেন, নচেৎ বায়ু বাস্তব সর্ব্বত্রগ তাহার গতি সত্বেও রসরক্তাদির ক্ষয়ে ক্ষয়হয়,

এই সকল নাড়ীরগতি কুযোগীর দুর্ঘট, কিন্তু যোগীরদিগের সুঘট হয় অর্থাৎ অধ্যাত্ম যোগ ব্যতীত শরীরের বিশেষ জ্ঞান জন্মেনা॥ ১২॥

ভূলতা ভুজগপ্রায়া স্বচ্ছা স্বাস্থ্যময়ী শিরা। সুখিতস্য স্থিতাজ্ঞেয়া তথা বলবতী মতা॥ ১৩॥

সুস্থ মনুষ্যের নাড়ী * কিঞ্চুলকের ন্যায় এবং সর্প গতি ও নির্ম্মলা ও বলবতীরূপে স্থিতা জানিবে॥ অর্থাৎ সাম্য গতিতে বহেন ইহা বিচক্ষণ ব্যক্তির অনুমানে লক্ষ্য হয়॥ ১৩॥

অন্যচ্চ। প্রাতঃস্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নে পুষ্ণতান্বিতা। সায়াহ্নে ধাবমানাচ চিরাদ্রোগ বিবর্জ্জিতা॥ ১৪॥

অন্যৎ সুস্থাবস্থায় নাড়ীর গতি আরো কহিতেছেন, প্রাতঃ কালের নাড়ী স্নিগ্ধ। মধ্যাহ্ন কালের নাড়ী উষ্ণা। সায়ং কালে ধাবমানা অর্থাৎ বেগবতী হয়, রোগরহিত শরীরে এইরূপ নাড়ীর গতি জানিহ॥ ১৪॥

বাতাদ্বক্রগতা নাড়ী চপলা পিত্তবাহিনী। স্থিরা শ্লেষ্মবতীজ্ঞেয়া মিশ্রিতে মিশ্রিতা ভবেৎ॥ ১৫॥

শুদ্ধ বাতাধিকে নাড়ী বক্রগামিনী হয়, শুদ্ধপিত্তাধিকে চঞ্চলাগতি॥ শ্লেষ্মাধিকে স্থিরা গতি জানিহ। ‡ মিশ্রিত হইলে মিশ্রিতা গতি হয়॥ ১৫॥

---

* কিঞ্চুলক শব্দে (কেঁচুয়াবলে) ইহা প্রাকৃত ভাষায় উদাহৃত হইল॥

‡ বায়ু পিত্ত কফ মিশ্রিত হইলে মিশ্রিতা গতি। বায়ু পিত্তে বক্র অথচ চঞ্চলাগতি। বায়ু শ্লেষ্মায় স্থিরা অথচ বক্রাগতি। পিত্তশ্লেষ্মায় কদাচ স্থিরা কদাচ চঞ্চলা গতি হয়। আর বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা তিনমিশ্রিত হইলে কখন স্থিরা, কখন চঞ্চলা কখন বক্রা নাড়ীর গতি হয়॥

সর্পজলৌকাদিগতিং বদন্তি বিদ্বাংসঃ প্রভঞ্জনে নাড়ীং পিত্তেচ কাকলা বক ভেকাদি গতিং বিদুঃসুধিয়ঃ॥ ১৬॥

সর্পের ন্যায় এবং জলৌকার ন্যায় অর্থাৎ জোঁকের ন্যায় বায়ুগতি হয়, ইহা বিদ্বানেরা কহেন। অপর কাকলা ও বক এবং ভেকাদির গতি ন্যায় পিত্তের গতি সুবুদ্ধিমানেরা কহিয়া থাকেন॥ ১৬॥

রাজহংস ময়ূরাণাং পারাবত কপোতয়োঃ। কুক্কুটাদি গতিং ধত্তে ধমনী কফ সংবৃতা॥ ১৭॥

রাজহংস ও ময়ূর ও † পারাবত এবং ‡ কপোত আর কুককুটাদি গতিকে কফময়ী নাড়ী ধারণা করেন। ইহা সদ্বৈদ্যেরা বিবেচনা করিয়া কহিয়াছেন॥ ১৭॥

---

† পারাবত, পদে, প্রাকৃত ভাষায় পায়রাকে বলে।

‡ কপোত শব্দে, ঘুঘু পক্ষীকে কহিয়াছেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিমতলা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

২০৫ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৬ সন ১২৬১ সাল ১৫ আষাঢ় বুধবার

গতবারের শেষঃ।

অথ সন্দেহ নিরসনং।

পূর্ব্বপত্রে ভ্রান্তজ্ঞানীর প্রশ্নোপলক্ষে ম্লেচ্ছ জাতীয় ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মপুস্তকের স্বরূপ ব্যাখ্যাকরাতে ভ্রান্তজ্ঞানী কোনআপত্তি করিতে নাপারিয়া পরমহংসকেকহিলেন, যে হে মহত্মন্ আপনি যে আজ্ঞা করিলেন ইহাতে এক প্রকার আমার চিত্তধারণা হইল যে হিন্দুজাতীয়ধর্ম্ম আদি বটে, কিন্তু তাহারদিগের বক্তৃতাবালিপি দৃষ্টে চিত্ত হই

তে এই জ্ঞানেরপুনরন্যথা হইয়া যায়, ইহার কারণ কি?।

পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। রেবৎস, ইহার কারণ দুই প্রকার উপলব্ধি হয়, এক সংসর্গ, দ্বিতীয় স্বভাব, অর্থাৎ বালককালাবধি যেরূপ সংসর্গ করে, সেইরূপ প্রবৃত্তি হয়, আর স্বভাব যাহার যেমন তদনুসারে তাহারবুদ্ধিকে প্রেরণ করে, ফলিতার্থ তোমরা বালককালাবধি ম্লেচ্ছশাস্ত্র পাঠ ও ম্লেচ্ছদিগের সংসর্গ করিয়াছ, সুতরাং তোমাদিগের বুদ্ধি তাহাদিগের মতেই ধাবমানা হয়, এবং তাহারদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম রীতিনীতি ব্যবহারে রুচিজন্মে, তদন্যৎ স্বজাতীয়ধর্ম্ম কর্ম্ম রীতিনীতি আচার ব্যবহার প্রবৃত্তির শৈথিল্য হইয়া ক্রমে অশ্রদ্ধা হয়। ইহার এক স্থূল দৃষ্টান্ত দিই, ক্রমে অভ্যস্ত বিষয়ে সহজেই প্রবৃত্তি জন্মে, বাল্যাবস্থায় বালকগণকে পশুপক্ষীর মত জ্ঞান করা যায়, অর্থাৎ যেরূপ শিক্ষা পায় সেইরূপেই বর্ত্তিত হয়, বন্য পক্ষী শারীশুক তোতা টিয়া প্রভৃতিকে অণ্ডস্ফুরিত কালবধি মনুষ্য ভাষা শিক্ষা করাইলে সেজাতীয় ভাষা বিস্মৃত হইয়া মনুষ্যবৎবাক্যকহে, বন্যপশু হস্তী ও ব্যাঘ্রাদিরা মনুষ্য সংসর্গে জাতীয বৃত্তির বিপরীতাচারে প্রবর্ত্ত হয়, অর্থাৎ মনুষ্য সংসর্গে জাতীয় সংস্কারকে তিরস্কার করত হস্তীগণে মনুষ্যহিতার্থে বন্যহস্তীকে বনে হইতে ধৃত করিয়া মনুষ্যহস্তে প্রদত্ত হয়, সেইরূপ এক্ষণে বালক কালাবধি ম্লেচ্ছ সংসর্গেরগুণে তদ্ভাষাভ্যাসী হইয়া তদ্ব্যবহার রুচিত প্রযুক্ত তাহারদিগেরই উপকারার্থ সমস্ত যত্নের সহিত শরীরার্পণ করিতেছে, এসংস্কারাদিকথন ও অল্পকালে বাক্যমাত্রেই খণ্ডন করা যায়, বিশেষতঃ

ধার্ম্মিকসংসর্গ ব্যতীত ধর্ম্মে শ্রদ্ধাজন্মে না, তোমরা বাল্যাবধি চিরকাল পর্য্যন্ত অধার্ম্মিকের সংসর্গে চিত্তকে মলিন করিয়াছ ও করিতেছ, সুতরাং মলিনচিত্তে ধর্ম্মজ্ঞানের দীপ্তি কিরূপে হইতেপারিবে। এতজ্জগতে পরমেশ্বর সদসৎ রূপে দুই প্রকারই সৃষ্টিকরিয়াছেন, তজ্জন্যই পরস্পর বিরোধের ঘটনা হয়, যাদৌ বিদ্যা ও অবিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান এবং অজ্ঞান, দেবতা ও অসুর, স্বর্গ ও নরক, শুভ ও অশুভ, পাপ ও পুন্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, বিদ্বান, ও মূর্খ, সুখ ও দুঃখ, ভাব ও অভাব, প্রীতি ও অপ্রীতি, ভাল ও মন্দ, ফল ও বিফল, কার্য্য ও অকার্য্য, উপাদেয়, ও হেয়, জয় ও পরাজয়, মান ও অপমান ছায়া ও আলক ইত্যাদি।

সুতরাং অজ্ঞানীগণ জ্ঞানীরদেষ অধার্ম্মিকে ধার্ম্মিককে উপহাস করে, অনাচারীর নিকট সদাচারীর অগৌরব, পাপাত্মা কর্ত্তৃক পুণ্যাত্মা ক্ষোভিত হয়, ফলিতার্থ স্বভাবানুসারে আপন২ শাহারসকলেই মোদমানহয়. হউক কিন্তু উত্তমাধমের বিচার করিলে অবশ্যই গম করাযায় যাহারা ইংরাজী বিদ্যাভ্যাসে নৈপুণ্য জন্য তদ্ব্যবহারে প্রবর্ত্ত হইয়া তাহারদিগের মত চলিবার নিমিত্ত অর্থাৎ ইংলণ্ডীয়েরা আমারদিগকে সভ্য বলিবে ইত অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডীয়দ্ব্যাহারের প্রবৃত্তিকরেন, করুনকিন্তুতাহারা অবশ্যইতত্তদাহারীয়দ্ব্যাদিকে জঘন্যবলিয়া উপলব্ধিকরিয়া থাকেন, তথাপি যেমৌখিকসমাদরকরেন,সেকেবল দুঃসংসর্গ গুণের কর্ম্ম অথবা "কৃতস্যকরণং নাস্তি,, ইহাই নিশ্চয় করিয়া পুনরাদূতরূপে কবলীকৃত করেন, দেখ

বৈদিক জাতীয় যেসকল আহারীয় দ্রব্য প্রথিত আছে, তদপেক্ষা ইংলণ্ডীয়াহার বিস্বাদ কদর্য্যরস অত্যন্তাপকৃষ্ট হয়,। যাহার দিগের রসনায় সদ্যজাত শোভন গন্ধ বিশিষ্ট শুষ্ক ক্ষীরের আস্বাদন হয়, তাহারদিগের রসনায় কি, বহুকালীয় পলিত দুর্গন্ধ যুক্ত ইংলণ্ডীয় পণিরাখ্য ক্ষীরাস্বাদনের রুচি জন্মিতে পারে,।

এবং সদ্যজাত মাংসাস্বাদনে যাহারা স্বীয়২ রসনাকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন, তাহারা কি, বহুকালান্তরীয়শুষ্ক সক্রিমিকপলিত দর্গন্ধ যুক্ত ইংলণ্ডীয় (হেমাখ্য) মাংস ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়,।

সৌগন্ধিক মনোহর নানারস সমন্বিত ফলাদি মোদক ভক্ষণে যাহারা সন্তুপ্ত হইয়া থাকে, জঘন্য নষ্ট দ্রব্যের নির্য্যাসান্বিত ফলমাংসাদির মোদক ভক্ষণে কি তাহারা লালসা করে।

যদ্রূপ শোভন গব্য ঘৃত যুক্ত ব্যঞ্জনাদি আহারে রসনাকে রসান্বিতা করে, উচ্চাবচ পশুমক্ষিকান্বিত ব্যঞ্জনাহারেও কি রসনার তদ্রূপ পরিতৃপ্তি জন্মে।

ফলিতার্থ ম্লেচ্ছেরা যে তদাহারে সন্তুপ্ত হইয়া সুশোভনাহারের প্রতি বিরক্ত হয় তাহা পৈশাচ ধর্ম্মের গুণ, অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদি হিংসুক জন্তুগণে যদ্রূপ আমমাংসভক্ষণে সংতৃপ্ত থাকে, ঘৃতপায়সন্বিত দ্রব্য ভোজনে তদ্রূপপরিতৃপ্ত নহে, যাহারা পলিত দর্গন্ধশুষ্ক পর্য্যুসিত দ্রব্যই নিয়ত অপূর্ব্বজ্ঞানে আহারকরিয়া সন্তুপ্ত তাহারা সদ্যজাত শোভন দ্রব্যাহারের প্রতি ঘৃণা অবশ্যই করিতে পারে, যেহেতু পরমেশ্বর বিশেষ২ জাতিকে বিশেষ২ গুণে ভূষিত করি

য়', বিশেষ২ রসনা, বিশেষ২ বাসনা, বিশেষ২ রুচি, বিশেষ২ প্রবৃত্তি দিয়া ধরণী মণ্ডলে নিক্ষেপ করিয়াছেন, অর্থাৎ উত্তমকে উত্তম অধমকে অধমা বুদ্ধি দিয়াছেন, কিন্তু বিচার করিয়া দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। নচেৎ দম্ভতা প্রযুক্ত মৌঢ্যস্বভাবে সাধুদিগের প্রতি স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক আমরা যাহা করি তাহাই উত্তম বলিতে কিছু রসনা কুণ্ঠিতা নহে, ফলে আলোচনা করিলে অধমাচরণ শীলেরদের আত্মশ্লাঘা প্রতি রসনাকে কুণ্ঠিতা করাই উচিত হয়।

এক্ষণে প্রাপ্তশ্রী ম্লেচ্ছ জাতীয় ব্যবহার দৃষ্টে যে তাহারাই সভ্য ও ভব্য ও গুণশালী বলা সেতাদৃশ সভ্য ভবে র দিগেরই মত হইয়াছে, অর্থাৎ কালক্রমে হিন্দুজাতীয়ের দিগের বাহ্য বিচ্যুতি হইয়াছে তন্নিমিত্ত যে তাহার দিগকে অসভ্য বলা বিধেয় নহে, শব্দ কস্তারি দিগের তপ্তেই এতৎ প্রচণ্ড বাক্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। কালে সৎকেও অসতেরা অসৎ বলে।

তাহার প্রমাণ, চিরপশ্চাৎ সকলেই বলে যে সর্পজাতীয়েরাই মণ্ডুকাহারকার, কিন্তু কদাপি বিধিবশাৎ মণ্ডুককেও সর্পাহার করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ বৈদিক জাতীয়েরা বিধিবশতঃ পরিণামে পরাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাহার দিগের শোভন ব্যবহারের দোষ দেওয়া যায় না। যদিও হীনবল হয় তথাপি সিংহাদি বলিষ্ঠ পশু হইতে মনুষ্য জাতি শ্রেষ্ঠ তাহার সংশয় নাই।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্ন, ।। হে মহাত্মন, ভবদুক্তিমত ম্লেচ্ছব্যবহারাদির পরিজ্ঞান জন্মিল, কিন্তু বর্ত্তমান কালে চৌর্য্যবীর্য্য কল কৌশল দৃষ্টে তাহারদিগকেই বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে,

বিশেষতঃ এক্ষণে অনেকেই প্রায় তাহার দিগের মতকে শ্রেষ্ঠ করিয়া গ্রহণ করিতেছে, একারণ আমরা ও তন্মতে দোষারোপ করিতে পারিনা।।

পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। রে বৎস, শ্রবণ করহ, বর্ত্তমান কষায়িত কলি কালে জীবের ধর্ম্ম শ্রদ্ধার অন্তর হইয়াছে আরো হইবেইছা পুরাবৃত্তে কথিত আছে। যে, কলিতে ম্লেচ্ছমাত্র রাজা হইয়া সনাতনধর্ম্মের নিন্দা করিবেক, যথা (কলৌরাজা ভবিষ্যন্তি যবনা ধর্ম্ম নিন্দকা ইতি) কলিতে ধর্ম্মনিন্দক যবন ম্লেচ্ছেরা রাজা হইবেক। তথাহি ভাগবতে (প্রজাস্তেভক্ষয়িষ্যন্তি ম্লেচ্ছারাজন্যরূপিণঃ। তন্নাথা স্তেজন পদা স্তচ্ছীলাচার বাদিনঃ।।) রাজন্যরূপী ম্লেচ্ছেরা ধনাপহরণাদি দ্বারা প্রজাপীড়ন করিবে, আদি পদে কেবল ধন নহে ধর্ম্মের ও অপহরণ করিবে সুতরাং প্রজারা তদধীন হইয়া ম্লেচ্ছস্বভাব ও তদ্রূপ আচার, ও তদ্ভুষা ভাষী হইবে, এতদ্বচনের বিষয় এক্ষণে প্রায় ফলিত হইয়াছে, তন্নিমিত্তে তোমার উদ্বেগ কি,।

এতৎ সময়ে অত্যন্ত সাবধানী বিচক্ষণ ব্যক্তিরাই আপনার দিগের ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারিবে তদন্যৎ অবিচক্ষণবর্ব্বর লোভীব্যক্তিরাইস্বধর্ম্মেপরাঙমুখহইয়া যথেষ্টাচারকরিবে। ইহা গীতাতে ও কহিয়াছেন, যথা (যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠে তত্তদেবে তরোজনঃইতি) শ্রেষ্ঠেরা যদ্যৎ আচার করে তদ্দৃষ্টে ইতরেরা ও সেইরূপ আচার করিয়া থাকে, এতৎশ্রেষ্ঠ শব্দ রাজাকে বলে অর্থাৎ রাজা যখন যেমন হয়, প্রজা তখন সেইরূপ আচরণ করে তাহার নিমিত্ত সাধুর অপ্রশংসা হয়না ফলিতার্থ অধীন হইলেই

প্রভূর আচার গ্রহণ করে, এক্ষণে ধর্ম্মবিচ্যুতির কথাই আছে যেহেতু কালকলি রাজাম্লেচ্ছ ধর্ম্মবক্তামিসনরি ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব রক্ষার উপায় কি। যথা লেক্ষেষ পুণ্যবানেকো ভবিষ্যতি স্ততঃপরং। ১লক্ষের মধ্যে একজন পুণ্যবান ইহার পর থাকিবেক অর্থাৎ এখন ও অন্বেষণা করিলে অনেক পাওয়াযায়, উত্তরোত্তর অত্যন্ত বিরল হইয়া যাইবেক। ইহাও পুরাণে কহিয়াছেন,॥ যথা

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেশোপজীবিনঃ। ধর্ম্মংবক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরোহোত্তমাসনং।

কলিযুগে * তাপসের বেশ উপজীবি শূদ্রগণ প্রতিগ্রহ করিবে। অর্থাৎ দানাদি গ্রহণকরিবে। আর † স্বয়ং অধর্ম্মজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত ব্যক্তি সকল একত্র হইয়া উত্তমাসনে উপবেশন পূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশকরিবে। ইহাও বর্ত্তমান কালে সফল হইয়াছে॥

---

* তাপসের বেশ পদে সন্ন্যাসীবেশ, অর্থাৎ শূদ্রাদিরা আশ্রমান্তরের বেশ উপজীবিঅর্থাৎ কেহবা সন্ন্যাসীবেশে ভেক করিয়া লোকের নিকট দান গ্রহণ করিবে, এবং সতত লোকের নিকট জানাইবে, যে আমি সন্ন্যাসী, অথচ ধনাদি গ্রহণে তৎপর হইবে প্রাকৃত সংসারির অপেক্ষায় ও দারাপত্যাদির গাঢ় স্নেহে আবদ্ধ থাকিবে! এক্ষণে এরূপশূদ্র সন্ন্যাসীঅনেকহইয়া এসকল পুরাণ বাক্যকে সফল করিয়াছে।

† স্বয়ং অধর্ম্মজ্ঞ পদে সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত ম্লেচ্ছ জাতীয়েরা অর্থাৎ যাহার দিগকে সগররাজা ধর্ম্মবহিষ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহারাই বর্ত্তমান কলিকালে একত্র হইয়া উত্তমাসনে অর্থাৎ কেহবা রাজাসনে কেহবা ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ করিবে, এতৎ বাক্যের সফলতার নিমিত্ত এক্ষণে মিশনরিরা ধর্ম্মোপদেশক হইয়া উত্তমাসনে উপবেশন করিয়াছে।

ইহাতে বিদ্যমান কালে যে সকলে ম্লেচ্ছধর্ম্মকে উত্তম বলিয়া তাহারদিগের ন্যায় আচার করিবে ও তাহারদি গের রীতিনীতি ব্যবহার ধর্ম্মকে উত্তম বলিবে তাহাতে তোমার সন্দেহ কি; । পুরাবৃত্তানুসন্ধায়িরা অনেক পূর্ব্বে কহিয়া গিয়াছেন, অজ্ঞত্বাদি জন্য নূতন বলিয়া মান্য করিতেছ।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। ভাল, হিন্দু সন্তান হইয়া যে ম্লেচ্ছ যব নাদির অন্ন গ্রহণে রুচিকরে ইহার কারণ কি; । এবং ম্লেচ্ছভো গ্য কদর্য্যদ্রব্য ভোজনে ঘৃণাইবা নাজন্মে কেন এবং যে সকলদ্রব্য ম্লেচ্ছেরা আহার করিয়া থাকে, তাহার ঘ্রাণ মাত্রেই সল্লোকের বমন হয়, ইহাতে ও যে উপাদেয়জ্ঞানে ম্লেচ্ছ ভোগের প্রবৃত্তি হয় তাহাতেই বিস্ময়াপন্ন হইতেছি।

পরমহংসোক্তি ।। অরে জ্ঞানাভিমানিন্, সমাহিত চিত্তে শ্রবণকরহ, ইহার কারণ সংসর্গ অর্থাৎ যে যেরূপ সংসর্গ করে, তাহার সেইরূপক্রমে প্রবৃত্তিহয়, শুদ্ধ শৌচা শৌচ জ্ঞান অভ্যাস গুণে জন্মে, এতদ্দেশীয় লোকের বৈধ র্ম্ম্যকারণ বিস্তার করিয়া কহিতেছি, আদৌ ভদ্রলোকের সন্তানের, স্বজাতীয়ধর্ম্মরক্ষার্থ পিতামাতার নিকট উপ দিষ্ট হইয়া যথাবিহিত শৌচাচমন দ্বারা সন্ধ্যাবন্দনা- দিতে নিযুক্ত থাকিয়া বৈধাবৈধ বিচারে বাধিত হয়, অর্থাৎ স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বোধ করে এইদ্রব্য গ্রহণীয় এইদ্রব্য অগ্রাহ্য, ইহাদেয়, ইহাভক্ষ, ইহাঅভক্ষ, এত- জ্জাতি স্পৃশ্য, ইহারা অস্পৃশ্য ১ তন্নিয়মে কালযাপন করিয়া ভগবদুপাসনায় প্রবৃত্তহয়, দৈববশতঃ যদি তাহার সহিত কোন লম্পট পুরুষের সঙ্গহয় তবে ক্রমশঃ তচ্চি- ত্তকে লাম্পট্য করণে আসক্ত করে, তদাসক্তে উৎসাহী

হইয়া দুই একবার ও বারাঙ্গনা ভবনে যাতায়াত হয়, ক্রমে বারবধুর কপট কুশলতায় আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে চিত্তার্পিতকরতঃ তৎসঙ্গামোদরসাস্বাদনকে পরম সুখ জ্ঞানে উন্মত্তবৎ হইয়া তদধীনতা প্রাপ্ত হয়, যদিস্যাৎ ঐ বারবধুর কোন মাদকদ্রব্য অর্থাৎ গাজাঁ, কি চরস, বা মাজুম ভক্ষণের অভ্যাস থাকে, তবে তদনুরোধে তা-হাও অল্পেং অভ্যাস করে, পরে সেই মাদকদ্রব্যের অভ্যাসে তদতিরিক্ত অভিলাষী হইয়া পরিণামে সুরাপান করণের ও প্রবৃত্তি জন্মে, সুরাপানেপ্রবৃত্তহইলেই ঘৃণালজ্জা মান।পমানজ্ঞানের অবসানহয়, তদবসন্নতাতে অম্লান মুখে বেশ্যান্ন ভোজন করে, আর ধর্ম্ম বন্ধনের বল থাকে না; সুতরাং ধর্ম্মবন্ধনের শৈথিল্য বিধায় স্বভাবেরবৈগুণ্য হয়, স্বভাব বৈগুণ্যে উত্তরোত্তর মত্তজনের সহিতসঙ্গ করিতেই বাসনা জন্মে, ক্রমেং তদনুরূপব্যক্তি ও আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হয়, সেই সকল অসৎসঙ্গগুণে * জাতিধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ জন্মিয়া সর্ব্বজাতিকেই সমান জানিয়া মদমত্ততায় যবনাদির অন্নব্যঞ্জনকে অনায়াসে কবলীকৃত করে, যখন যবনান্ন গ্রাসে জাতীয়ত্রাসে পরাংমুখ হয়, তখন কিহিন্দু কিযবন কি ম্লেচ্ছ, কিছুই বিচারকরেনা করেনা, পশুবৎ খাদ্যমাত্র পাইলেই আহার করে এবং মদ্যপানে মোহিত হইলে সুগন্ধ দুর্গন্ধ, স্বাদু অস্বাদুর কোন বিবেচনাও থাকেনা, সুতরাং কদর্য্য ম্লেচ্ছ ভোগ্য

---

* জাতি ধর্ম্মের প্রতিদ্বেষপদেস্বেচ্ছাচারেরপ্রবলশত্রু জাতি ধর্ম্ম, অর্থাৎ জাতিধর্ম্মের অনুরোধ রাখিতে হইলে ইচ্ছাগত পান ভোজন করাহয়না, সুতরাং স্বেচ্ছাচারের স্নেহে জাতিধর্ম্মের প্রতিদ্বেষকরে।

দব্যকে অদনকরে, পরিণামে কোন২ ব্যক্তি আহার বিহারের অনুরোধে স্বজাতি ও প্রাপ্ত হয়, কেহবা সাবধানী হইয়া হিন্দু অভিমান ত্যাগ করিতেনাপারিয়া, ভাক্তব্রহ্মজ্ঞানিদিগের কল্পিত ব্রহ্ম সভায় সভ্যপদে অভিষিক্ত হয়, অর্থাৎ তদ্ধর্ম্মে খাদ্যাখাদ্যের কোন বিচার নাই অথচ হিন্দু অভিমান ও থাকে, এবং তৎসভাধ্যক্ষেরাও এরূপ ব্যক্তিকে পাইলে বহু সমাদরে গ্রহণ করতঃ তাহার মনস্তোষার্থে সভার নিয়ম কহিয়া পরিতুষ্ট করেন, যথা "আমারদিগের এই ব্রহ্মধর্ম্মে কোনবর্ণের নিয়মনাই, কোনজাতির বিচার নাই, ইচ্ছামত আহার বিহারের বাধানাই, কোনউপাসনার নিয়ম নাই, ইন্দ্রিয় নিগ্রহের আবশ্যক করেনা, একজন ঈশ্বর আছেন ইহা মুখে কহিয়া ইচ্ছামত কর্ম্ম কর, কিন্তু নাকহিলেও বিশেষ হানি নাই, পরিণামে পরিমুক্ত হইবে, কিন্তু আমরা যে বেদান্তী ইহা সকলের নিকট কহিবার আবশ্যক করে,, এতদুপদেশে দেশে২ ঐরূপ অনাচারীর উদ্দেশ করিয়া দল পুষ্টিকরাই বর্ত্তমান কালের স্বভাব হইয়াছে, অতএব তোমার প্রশ্নার্থে অবৈধ ভক্ষণে ঘৃণাশূন্য যেকারণ হয় তাহার উত্তর করিলাম, অতঃপর যে সন্দেহ থাকে তাহা প্রশ্ন করহ।।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ! হে প্রভো, আজ্ঞাকরুন, যে সকল ব্রহ্মজ্ঞানী এক্ষণে এইরূপ উপদেশ করে ইহাকি বেদের মতনহে, যদি বেদেরমত নাহয়, তবে ইহারা এতদ্বিধি কিরূপে কোথাহইতে প্রাপ্ত হইল।।

পরম হংসোক্ত প্রশ্নোত্তরঃ। অরেজ্ঞানাভিমানিন্। বর্ত্তমান কালে ভাক্ত ব্রহ্মধর্ম্মীরা যেরূপ উপদেশ করিয়া মনুষ্যচিত্তে ভ্রান্তি বীজবপন করিতেছে, ইহা পুরাণোক্ত

উক্তঞ্চ, যে কোঙ্ক বেঙ্ক কুটক দেশের রাজা যিনি স্বদেশবাসি লোকের প্রমুখাৎ ভরত রাজার পিতা ঋষভ দেবের ব্রহ্মজ্ঞানিত্ব শ্রুত হইয়া তদাভাস শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই কলিতে স্বমত প্রচার নিমিত্ত অর্থাৎ কলির জীবের ধর্ম্ম নাশের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইবেন,। অনুমান করি তিনিই এসময় রূপান্তর গ্রহণে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানাভাসে অনায়াসে মনুষ্যকে ভ্রান্তি জালে আবদ্ধ করিতেছেন।। যথা ভাগবতে ৫ স্কন্ধে।

যস্য কিল চরিত মুপাকর্ণ্য কোঙ্ক বেঙ্ক কুটকানাং রাজা র্হন্ন মোপশিক্ষ্য কলাবধর্ম্ম উৎকৃষ্যমাণে ভবিতব্যেন বি মোহিতঃ স্বধর্ম্ম পথ মকুতোভয় মপহায় কুপথ পাষণ্ড মসমঞ্জসং নিজমনীষয়া মন্দঃসং প্রবর্ত্তয়িষ্যতে।।

ভরত রাজার পিতা ঋষভ দেবরাজা সংসারপরিত্যাগী করত অজগর বৃত্তি দ্বারা নিরতিশয় ব্রহ্মজ্ঞানের পথারূঢ় হইয়াছিলেন তাঁহার অনুচরিত্র অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানিত্ব সূচক বিধিনিষেধ পরিত্যাগিত্ব লোক মুখে শ্রুত হইয়া কোঙ্ক বেঙ্ক কুটক দেশের রাজা অর্হন * উপশিক্ষা করেন,

* উপশিক্ষা পদে লোকমুখে ঋষভের চরিত্র শ্রবণে তদ্ধর্ম্ম যাজন করিবার কারণ প্রবর্ত্ত হইয়া বক্তৃতা করণ অর্থাৎ বিধিনিষেধ কর্ম্মের পরিহার পূর্ব্বক সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম বর্জন পুরঃসর যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভহয়; তাহা শুদ্ধ যথেষ্টাচারের সহিত ঐক্য করিয়া বক্তৃতা দ্বারা ঋষভের দৃষ্টান্তে সংসারিজনকে কর্ম্ম বর্জিত করিবারজন্য নিজঅসদবুদ্ধি দ্বারা ভগবন্মায়ায় মোহিত হইয়া দলবদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। কিন্তু তাৎকালিক তম্মত গ্রহণ করাইতে শক্ত নাহওয়াতে সেই অর্হনরাজা ভগবদিচ্ছায় পুনঃ কালান্তরে জন্ম গ্রহণ করতঃ কলিতে অধর্ম্মের উৎকৃষ্টতা প্রযুক্ত সময়ে সর্ব্বজনের চিত্ত হইতে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগার্থ পাষণ্ড ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে এই ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া অল্প বুদ্ধিজন সকলকে কুপথে প্রবৃত্ত করাইবেন।।

অনন্তর কলিতে অধর্ম্মের উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইবার সময়ে ভবিতব্য দ্বারা বিমোহিত হইয়া অঙ্গতোভয়ে স্বধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন বুদ্ধিদ্বারা অসমঞ্জস পাষণ্ড কুপথ প্রবর্ত্তন করিবেন। অর্থাৎ যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠান পরিত্যাগে যথেষ্টাচার প্রবর্ত্তনার্থে পরমাচার্য্য অজগর বৃত্তিধারক ঋষভানুমতে লোক চিত্তকে আকৃষ্ট করিবেন।

যেনহ বাব কলৌ মনুষ্যাপসদা দেবমায়া বিমোহিতাঃ স্ববিধি নিয়োগ শৌচ চারিত্র বিহীনা ন্যপ ব্রতানি নিজেচ্ছয়া গৃহ্নানা অস্নানাচমন শৌচ কেশোল্লুঞ্চনাদীনি কলিনা ধর্ম্ম বহুলেন উপহতধিয়ো ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ যজ্ঞ পুরুষ লোক দূষকাঃ প্রায়েণ ভবিষ্যন্তি ।।

যে পাষণ্ড ধর্ম্ম কুপথ প্রবর্ত্তন দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া কলিযুগে * মনুষ্যাভাস ব্যক্তি সকল দেব মায়ায় বিমোহিত হইয়া বিধিবোধিত শৌচাচার হীনতায় স্বেচ্ছানুসারে দেবতাদিগের প্রতি হেলার নিমিত্ত তদুপযোগি কুমত গ্রহণ পূর্ব্বক স্নানাচমন শৌচ ব্যবস্থা ত্যাগ এবং কেশ মুণ্ডনাদি করত অধর্ম্ম বহুল কলিকর্ত্তৃক উপহত বুদ্ধিজন গণ প্রায় সকলেই বেদ ব্রাহ্মণ যজ্ঞ পুরুষ ভগবান বিষ্ণু ও লোকাচার বিদূষক হইবে অর্থাৎ এতৎ সকলকেই নিন্দা করিবে। এই সকল ভবিষ্যদ্বাক্য প্রত্যক্ষ হইতেছে কিনা ইহা তুমি স্বচিত্তে আলোচিত কও।

অতএব এক্ষণকার যে ব্রহ্মজ্ঞান সে এইরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ইহাতে কলিকালজ মন্দবুদ্ধি যেসকল জন তাহারাই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতেছে ।।

---

* মনুষ্যাভাস পদে মনুষ্যাকার মাত্র বস্তুত নহে অর্থাৎ পশুবদাচারী ।।

অদ্য বাসরীয় সমাপ্ত

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

২০৬ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৬ সন ১২৬১ সাল ৩১এ ভাদ্র শুক্রবার

অথ ক্ষুরিকোপনিষৎ ॥

সাধকদিগের যোগ ধারণার নিমিত্ত যদনুষ্ঠান কর্ত্তব্য তদনুষ্ঠান ব্যক্ত করিবার কারণ অথর্ব্ববেদীয়া ক্ষুরিকা, উপনিষৎ প্রকাশ করিতেছি, যদ্বিজ্ঞানে বিজ্ঞানাত্মা ভগবানের সম্যক্ পারমার্থিক ভাবের স্বরূপ প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবেন। যথা।

ওঁ ক্ষুরিকাং সংপ্রবক্ষ্যামি ধারণা যোগ

সিদ্ধয়ে। যাং প্রাপ্য ন পুনর্জন্ম যোগযুক্তস্য জায়তে ।। ১ ।।

গ্রন্থ প্রতিপাদ্য পরমাত্মার নমস্কারশূচক তৎপ্রতিপাদক প্রণবের উচ্চারণ করিয়া* স্বয়ম্ভূ † প্রথম পুত্র অথর্ব্বকে কহিতেছেন; যথা। ওঁকারিকামিতি।।

‡ অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে ধারণা যোগসিদ্ধির নিমিত্তে

§ ক্ষুরিকাকে সম্যক্ কহিতেছি. যেজ্ঞানপ্রাপ্তে যোগযুক্ত ব্যক্তির আর পুনর্জন্ম হয় না, অমরণ ধর্ম্মকে লাভ করিয়া পরিমুক্ত হয়. । ১।

বেদতত্ত্বার্থ বিহিতং যথোক্তং হি স্বয়ম্ভুব

---

* স্বয়ম্ভু পদে ব্রহ্মা, অর্থাৎ (স্বয়ংভবতীতি স্বয়ম্ভুঃ) যাঁহার উৎপাদক নাই, যিনি স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হয়েন।

† প্রথম পুত্র পদে জ্যেষ্ঠ পুত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্ব অথর্ব্ব শব্দে অগ্নি, যথা কোহেয়অথর্ব্বো লোকাগ্নিস্যাৎ ইতি। তথাহি শ্রুতি; (ব্রহ্মা দেবানাং প্রথম সম্বভূব বিশ্বস্যকর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা, সব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ)। ব্রহ্মা সকল দেবতার অগ্রে উৎপন্ন হয়েন, যিনি এই বিশ্বের কর্ত্তা এবং উৎপন্ন জগতের রক্ষাকর্ত্তা তিনি ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ সর্ব্ববিদ্যা শ্রেষ্ঠা অথর্ব্ব নামে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কহেন।।

‡ অষ্টাঙ্গযোগ পদে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধিঃ।

§ ক্ষুরিকা পদে ক্ষুরিকোপনিষৎ অর্থাৎ ক্ষুরিকা জ্ঞান প্রতিপাদক সংহিতা। উপশব্দে সমীপ, নিশব্দে নিশ্চয়, ষদ শব্দে সাদন; যথা (সদ৯ গত্যবসাদনে) ষদধাত্বর্থে গতি এবং অবসাদনে যায়, অর্থাৎ সর্ব্বনিশ্চয়ার্থে ব্রহ্ম সামীপ্য বিধায় সংসার হইতে গমন করাকে উপনিষদ বলে ফলিতার্থ জ্ঞান; সেই জ্ঞান প্রতিপাদক গ্রন্থের নাম উপনিষৎ।

বা। নিঃশব্দং দেশ মাস্থায় তত্রা সন মথাস্থিতঃ ॥ ২ ॥

বেদোদিত তত্ত্বার্থ বিধিত * যাহা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা উক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ ¶ নিঃশব্দস্থানে ‖ আসন স্থিত হইয়া যোগানুষ্ঠান করিবে ॥ ২ ।

কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সংহৃত্য মনোহৃদি নিরুধ্যচ। মাত্রাদ্বাদশ যোগেন প্রণবেণ শনৈঃ শনৈঃ। পূরয়েৎ সর্ব্ব মাত্মানং সর্ব্বদ্বারং নিরুধ্যচ ॥ ৩।

অনন্তর যোগানুষ্ঠানের প্রথম সাধনা প্রাণায়াম তল্লক্ষণ কহিতেছেন, যথা (কূর্ম্মাইতি) ।

? কূর্ম্মেরন্যায় সর্ব্বাঙ্গের সঙ্কোচকরতঃ (।) হৃদয়মধ্যে

---

* যাহা স্বয়ম্ভু উক্ত করিয়াছেন, ইত্যর্থে পূর্ব্বশ্রুতিতে স্বয়ম্ভু শব্দের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অত্রশ্রুতিতে বিশেষ ব্যাখ্যা এই যে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তিনিই বেদবক্তা, পুনর্ব্বার ব্রহ্মা উক্ত করিয়াছেন শ্রুতিসংবাদে সংশয় হয়, যে ব্রহ্মা ব্যতীত বেদবক্তা আছে, অতএব তন্নিরাকরণ করিয়া কহেন, যেহেতু স্বয়ম্ভু কহিয়াছেন; একথা ব্রহ্মা স্বয়ং পরোক্তি প্রয়োগে দার্ঢ্য জানাইয়াছেন, তাহাতে বেদবাক্যের গৌরবই প্রতীত হয়।

¶ নিঃশব্দ স্থানপদে জনসম্বন্ধ রহিত স্থান।

‖ আসনস্থিত পদে যোগানুষ্ঠানে পদ্মাসন স্থিত।

? কূর্ম্মের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গের সঙ্কোচ পদে এককালিন হস্তপাদাদি শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে এমতনহে, ফলিতার্থ তাহারদিগের ক্ষমতার সংহার করিবে অর্থাৎ যে যে অঙ্গের যে গুণ তাহার সংহরণ করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিক্ষেপাদির অবহার করিবে সুতরাং নিশ্চেষ্ট রূপে যোগযুক্ত হইবে।

(।) হৃদিমধ্যে মনকে নিরুদ্ধ করিবে, তদর্থে স্থিরচেতা হইবে সুতরাং অনন্য চিন্তায় যোগ করিবে।

মনকে নিরুধ্য করিয়া (।) দ্বাদশ মাত্রাযোগে প্রণব দ্বারা অল্পে২ সমস্ত শরীর বায়ুতে পরিপূর্ণ করিবেক, এবং বায়ু ধারণার নিমিত্ত শরীরস্থ সমস্তদ্বারকে রুধ্য করিবেক। ৩।

উরোমুখকটিগ্রীবং কিঞ্চিদ্ধৃদয়মুন্নতং।
প্রাণান্ সংধারয়েত্তস্মিন্ নাসাভ্যন্তর
চারিণঃ॥ ৪।

নাসিকা দ্বয়ের অভ্যন্তঃচারী প্রাণ সকলকে ধারণ কালে শরীরকে এই অবস্থায় রাখিবে উরঃ অর্থাৎ বক্ষ স্থল ও মুখ এবং কটিদেশ, আর গ্রীবস্থান অর্থাৎ গুহ্য প্রদেশ, ॥ ও হৃদয় কিঞ্চিৎ উন্নত করিবে। ৪।।

ভূত্বাতত্রায়তে প্রাণঃ শনৈরেব সমুচ্ছ্ব
সেৎ। স্থিরমাত্ম দৃঢ়ং কৃত্বা অঙ্গুষ্ঠেত্ত
সমাহিতঃ॥ ৫।

এতদবস্থাপন্নে প্রাণসঞ্চারের পথ সরল হয় এতদর্থে পূরক লক্ষণ কহিয়া রেচকলক্ষণ কহিতেছেন। যথা (ভূত্বতি)।।

(।) দ্বাদশ মাত্রা পদে দ্বাদশবার পূরক দ্বাদশ বারকুম্ভক, দ্বাদশবার রেচক, এতৎক্রমে প্রাতমধ্যাহ্ন সায়ং মধ্যরাত্রিতে প্রাণায়াম করিবেক তাহাযোগ শাস্ত্রে উক্ত আছে। প্রণবদ্বারা পদে প্রণব জপেসংখ্যা করিবে!

॥ হৃদয় বক্ষস্থল এবং উরঃ ও বক্ষকে বলে তাহাতে দ্বিরুক্তি কেন বলিয়াছেন। এই শব্দদ্বয় প্রয়োগের বিশেষ আছে, উরশব্দ বক্ষ হৃদয় শব্দ নাভির উর্দ্ধ দশাঙ্গুলান্তর মন প্রাণের স্থান, তাহার উপর অষ্টাঙ্গুলান্তর উরঃ অর্থাৎ বক্ষস্থল,।

আয়ত্ত প্রাণ হইয়া অর্থাৎ পূরক দ্বারা বায়ু পূরিত দেহ করিয়া সমাহিত চিত্তে শরীর দৃঢ় এবং মনকে স্থির রাখিয়া এক নাসাপুট অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পীড়নকরতঃ অল্পেং বায়ুকে রেচন করিবেক ॥ ৫।

দ্বেগুল্ফেত্ত প্রস্বদ্বীত জঙ্ঘেচৈব এয়-স্ত্রয়ঃ। জানুনী দ্বেতথোরুদ্বে গুদে শিশ্নে এয়স্ত্রয়ঃ। পায়োরায়তনং তত্র নাভিদেশে সমাশ্রয়েৎ ॥ ৬।

অনন্তর প্রণবদ্বারা যে যে অঙ্গে যতবার ন্যাস করিবে তাহার উক্তি করিয়াছেন, যথা (দ্বেগুল্ফইতি) ॥

গুল্ফদ্বয়ে বারদ্বয়, জংঘদ্বয়ে তিন তিনবার। জানুদ্বয়ে দুইবার উরুদ্বয়ে ও দুইবার এবং শিশ্নে ও গুহ্যে তিন তিনবার, অপর পায়ু অর্থাৎ মুষ্কমধ্যে ও তিনবার, ন্যাস করতঃ প্রাণায়তনকে নাভিদেশে সমাশ্রিত করিবেক। ৬।

তত্রনাড়ী সুষুম্নাতু নাড়ীভির্দ্দশভির্বৃতা। অত্রপীতাশ্চরক্তাশ্চ কৃষ্ণাস্তাম্রাতি লো-হিতাঃ ॥ ৭ ॥

অনন্তর নাভি প্রদেশাভিবর্ত্তিণী নাড়ীর ব্যাখ্যা করিতেছেন, যথা (তত্রনাড়ীতি)।

তথায় যে সুষুম্নানামে নাড়ী অভিবর্ত্তিনী অপর দশনাড়ী কর্ত্তৃক আবৃতা, সেই সকল নাড়ীর বর্ণ, কেহ পীতবর্ণা

* কেহ রক্তবর্ণা কেহ কৃষ্ণা কেহ (।) তাম্রা কেহ ‡ অতিলো হিত বর্ণা হয় ॥ ৭ ॥

গতবারের শেষঃ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

অথ নাড়ীচক্র জ্ঞানং।

মুহুঃ সর্পগতি নাড়ী মুহুর্ভেক গতি- স্তথা। বাতপিত্ত দ্বয়োদ্ভূতাং প্রবদন্তি বিচক্ষণাঃ ॥১৮। যামলং

বারম্বার॥ সর্পগতি, বারম্বার ¶ মণ্ডুকগতি বিশিষ্টা নাড়ীকে বাত পিত্তোদ্ভবা বলিয়া বিচক্ষণেরা কহেন। ১৮

ভুজগাদি গতিস্থানাং রাজহংস গতি-

---

* রক্তবর্ণা পদে শুদ্ধ রক্তের ন্যায় বর্ণ অর্থাৎ সিন্দুরবর্ণ।

(।) তাম্রা পদে তাম্রবর্ণা অর্থাৎ লাক্ষাবর্ণ যাহাকে লাখাবর্ণ প্রাকৃতি ভাষায় বলে।

‡ অতি লোহিতপদে দাড়িম্বী ফুলের ন্যায় বর্ণ, প্রাকৃত ভাষায় (গোলানার রঙ্গবলে)।

॥ সর্পগতি পদে বক্রগতি অর্থাৎ বায়ুর নাড়ী বক্রগামিনী হয়, ॥

¶ মণ্ডুক গতি পদে প্রাকৃতভ.ষা বেঙ্গের গতিকে বলে। অর্থাৎ লম্ফনদ্বারা গতি তদর্থে স্থানে বোধহয়না, ক্ষণেপুষ্টিরন্যায় উপলব্ধিহয়, ইহাই পি[illegible]

তথা। বাতশ্লেষ্ম দ্বয়োদ্ভূতাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ১৯। যামলং

‡ সর্পাদি গতিস্থানাড়ীকে এবং রাজহংসবৎ গামিনী নাড়ীকে নাড়ীজ্ঞাতাপণ্ডিতেরা বাতশ্লেষ্মোদ্ভবা কহেন। ১৯

মণ্ডূকাদি গতিং নাড়ীং ময়ূরাদি গতিং ধরাং। পিত্ত শ্লেষ্ম সমুদ্ভূতাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ২০। যামলং

ভেকগতি অর্থাৎ মণ্ডুকগতি পিত্তনাড়ী যদ্যপি § ময়ূরাদি গতি ধারিণী হয়, তবে নাড়ীজ্ঞাতা পণ্ডিতেরা তাহাকে পিত্তশ্লেষ্ম বলেন॥ ২০।

অনন্তর এতদতিরিক্ত বাতপিত্তাদির লক্ষণ কহিতেছেন।

অন্যচ্চ। সূক্ষ্মাশীতা স্থিতা নাড়ী পিত্ত শ্লেষ্ম সমুদ্ভবা। কফবাতোদ্ভবা নাড়ী সর্পহংস গতি র্ভবেৎ॥ ২১। যামলং।

---

‡ সর্পাদি গতি পদে সর্প এবং জোঁকের গতির ন্যায় বক্রভাবে বহে অথচ রাজহংসের ন্যায় মৃদুগামিনী হয়, সেই নাড়ীকেই বাতশ্লেষ্মা কহেন।

§ ময়ূরাদিগতিপদে রাজহংস পারাবত. কপোত কুক্কুটাদির যদ্রূপ মৃদুগতি তদ্রূপগতি বিশিষ্টা কফনাড়ী অর্থাৎ মণ্ডূক গতিবৎ অথচ তীব্রতা নাই অতিমৃদুভাবে স্থিররূপে চলে।।

সূক্ষ্ম অথচ শীতলা এবং স্থিরা গতি বিশিষ্টা নাড়ীকেও পিত্তশ্লেষ্মাধিকা কহিয়াছেন, অপর উপরি উক্ত সর্প ও রাজহংস গতি বিশিষ্টা নাড়ীকে বাতশ্লেষ্মা বলিয়া ধৃত করেন ॥ ২১।

লাবতিত্তির বর্ত্তক গমনং সন্নিপাততঃ কদাচিৎ মন্দগানাড়ী কদাচিৎ শীঘ্র গা ভবেৎ ॥ ২২। ত্রিদোষ প্রভবেরোগে বিজ্ঞেয়াচ ভিষগ্বরৈঃ ॥ ২৩। যামলং

* লাব পক্ষি তিত্তির পক্ষী, বর্ত্তক পক্ষীর ন্যায় গতি সন্নিপাতে জানিবে, অর্থাৎ কখন শীঘ্র কখনমৃদুগামিনী হয়। বৈদ্য পণ্ডিত দ্বারা ত্রিদোষ প্রভব রোগে এইরূপ নাড়ীর গতি জানিবেন। ২৩।

মন্দং মন্দং শিথিল শিথিলং ব্যাঙ্গলং ব্যাঙ্গলম্বা। স্থিত্বাস্থিত্বা বহতি ধমনী যাতিনাশঞ্চ সূক্ষ্মা। নিত্যংস্থানাৎ স্খলতি পুনরপ্যঙ্গুলিং সংস্পৃশেদ্যা ভাবৈরেবং বহুবিধবিধৈঃ সন্নিপাতেত্বসাধ্যা। ২৪ যামলং

---

* লাব পক্ষী পদে গড়ুই পক্ষীর ন্যায় তীব্রগামিনী তিত্তির পদে তিত্তির পক্ষীর ন্যায় মৃদুগামিনী! বর্ত্তক পদে বটর অর্থাৎ চটক পক্ষীরন্যায় উল্লম্ফন গামিনী অর্থাৎ সন্নিপাতে ত্রিদোষজ নিত রোগে কখন শীঘ্র কখন মৃদুগতিহয় ॥

অনন্তর সন্নিপাতে অসাধ্যানাড়ীর পূর্ব্বলক্ষণ কহিতে-
ছেন, যথা। মন্দমন্দমিতি ১॥

* সন্নিপাত জনিত বিকারে নাড়ী ক্ষণেক্ষণে † মৃদুগতি বিশিষ্টা হয়েন, ক্ষণে২ শিথিলশিথিলগতি এবং ব্যাঙ্গল ব্যাঙ্গল গতি, আর কখন২ সূক্ষ্মাগতি হইয়া নাশের ন্যায় হয়, অর্থাৎ না আছে এমত বোধহয়, এবং নিত্য-স্থান মণিবন্ধ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ মূল হইতে স্খলিত হয়, পুনর্ব্বার অঙ্গুলিতে ক্ষণে২ বোধহয়, এবম্প্রকার বহুবিধ ভাবে সন্নিপাতে অর্থাৎ অসাধ্য রোগে নাড়ী বহে॥ ২৪

অন্যদপি অসাধ্যালক্ষণ কহিতেছেন।

যাত্বুচ্চকা স্থিরাত্যন্তা যাচেয়ং মাংস বাহিনা। যাচসূক্ষ্মাচ বক্রাচ তামসাধ্যাং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ২৫। যামলং।

যে নাড়ী অত্যন্ত উচ্চা অথচ স্থিরা, এবং মাংসবাহিনী অর্থাৎ মাংসভেদ করিয়া অন্তঃশালা নদীর ন্যায় বহে, এবং সূক্ষ্মা অথচ বক্রা অর্থাৎ সক্ষ্মা কিন্তু সর্পের ন্যায় গতি সেই নাড়ীকে ওপণ্ডিতেরা অসাধ্য জ্ঞান করেন। ২৫

---

* সন্নিপাতপদে ত্রিদোষ বিকার।

† মৃদুগতি পদে ধীরাগতি দেখিতে২ শিথিল হয়, শিথিল পদে প্রাকৃত ভাষায় বলে (এলোমেলো) অর্থাৎ কোনগতিই স্থির করাযায়না। এবং থেকে থেকে অত্যন্ত সুক্ষ্ম হয়, অপিচ নাশের ন্যায় হয়, তাহাতে এক কালিন নাশনহে বোধহয় নাড়ী নাই এবং কখন২ স্বস্থান অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ মূল হইতে ছাড়িয়া যায় পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎকাল পরে আবার সেইস্থানে অঙ্গুলিতে স্পর্শহয় এই নাড়ীর গতি বিষমা বলে, ইহার সাম্য হয়না।

অর্থাৎ বিকারাপন্ন পৃথক২ নাড়ীর পৃথক২ লক্ষণ কহিলেন সন্নিপাত রোগে যদ্রূপ বলবতী নাড়ী অসাধ্য। সেই রূপ সূক্ষ্ম নাড়ীও অসাধ্যা হয়, এবং তীব্র, কি স্থিরা অথবা বক্রা গতি হইলেও অসাধ্যা হয় জানিহ ॥ ২৫।

অন্যৎ মৃত্যুলক্ষণান্বিতা নাড়ী পরীক্ষা

মহাদাহেপি শীতত্বং শীতত্বে তাপিতা শিরা। নানাবিধাগতির্যস্য তস্য মৃত্যুর্নসংশয়ঃ ॥ ২৬। যামলং।

অতিশয়দাহেতে ও নাড়ী শীতলা থাকে, এবং শীতলস্থ প্রাপ্তশরীরেও নাড়ী উষ্ণা বহে, অপর * নানাবিধা গতি যাহার হয়, তাহার মৃত্যুর সংশয় নাই ॥ ২৬।

অন্যৎ মৃত্যুকালের নাড়ী পরীক্ষা।

ত্রিদোষে স্পন্দতে নাড়ী মৃত্যুকালেচ নিশ্চলা। জ্ঞেয়া সর্ব্ব বিকারেষু বৈদ্যৈঃ কুশল কর্ম্মভিঃ ॥ ২৭ ॥ যামলং

ত্রিদোষ বিকারে নাড়ী স্পন্দন বিশিষ্টা থাকে, যাবৎ মৃত্যবস্থা হয়, অর্থাৎ মৃত্যুকালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নাড়ীর গতি বিনষ্ট হয়, ইহা সকল বিকারেই কুশল কর্ম্মা বৈদ্য

---

* নানাবিধাগতি পদে কখন সর্পগতি কখন মণ্ডূকগতি, কখন জলৌকা কখন পারাবত তিত্তির ময়ূর প্রভৃতির গতি, কখন তীব্রা, কখন স্থিরা, প্রভৃতি গতিকে নানাবিধা গতি কহে, অর্থাৎ কিছু স্থৈর্য্য নাই।

কর্ত্তৃক বিজ্ঞেয় হইয়াছে, । অর্থাৎ যাবৎ রোগথাকে তাবৎ নাড়ীর গতি, অনন্তর মৃত্যুকালে রোগের অত্যন্ত নাশ হইলে এককালিন নাড়ীনিশ্চলা হয়॥২৭।

পূর্ব্বং পিত্তগতিং প্রভঞ্জনগতিং শ্লেষ্মান মাবিভ্রতীং। সন্তান ভ্রমণং মুহুর্ব্বিদধতীং চক্রাদিরূঢামিব। তীব্রত্বং দধতীং ক্ষণাহি গতিকাং সুক্ষ্মত্বমাতন্বতিং। না-সাধ্যাংধমনীং বদন্তি সুধিয়ো নাড়ীগতিজ্ঞানিনঃ॥২৮। যামলতন্ত্রং।

প্রথম পিত্তগতি, পারে বায়ুগতি, অনন্তর শ্লেষ্মা গতি, বিশিষ্টা অর্থাৎ ক্ষণেং গতির পরিবর্ত্তন হয়। এবং চক্রারূঢ ন্যায় তিন প্রকার গতি আঘুর্ণিত হয়, অর্থাৎ বারম্বার বিস্তরিত ভ্রমণকে ধারণ করে ও খরতর গতি ধারণ করে, ও মৃদু অথচ সূক্ষ্মত্ব, এবং ক্ষণেং সর্পের ন্যায় বক্রগতি প্রাপ্তা নাড়ীকে নাড়ীজ্ঞাতা পণ্ডিতেরা অসাধ্যা বলেননা, অর্থাৎ এতাদৃশা নাড়ী সাধ্যা হয়॥২৮।

ভূলতা ভুজগাকারা নাড়ী দেহস্য সংক্রমাৎ। বিশীর্ণৈক্ষীণতাং যাতি মাসান্তে মরণং ধ্রুবং॥২৯। যামলং।

কিঞ্চুলুক অথবা সর্পাকার বিশিষ্টা নাড়ী যদি দেহ সম্বন্ধে ভ্রমণ সর্ব্বদা করেন, এবং ক্রমে বিশীর্ণ হইয়া ক্ষীণত্ব প্রাপ্তা হয়, তবে সেই ব্যক্তির একমাসের পর মৃত্যু হয়।২৯

ক্ষণাগদচ্ছতি বেগেন শান্ততাং লভতে ক্ষণাৎ। সপ্তাহান্মরণং তস্য যদ্যঙ্গেশোথ বর্জ্জিতঃ ॥ ৩০ ॥ যামলং।

যাহার নাড়ী ক্ষণে বেগে ক্ষণে শান্তভাবে গমনকরে অর্থাৎ ক্ষণেং তীব্রতা ও মৃদুতায় বহে, সেই ব্যক্তির সপ্তাহে মৃত্যু হয়, যদি অঙ্গে শোথ বর্জ্জিত থাকে, অর্থাৎ শোথ হইলে কিছুকাল অন্তর হয় ॥ ৩০ ।

হিমবদ্বিষদা নাড়ী জ্বরদাহেন তাপিনাং। ত্রিদোষ স্পর্শসজতাং তথামৃত্যুদিন ত্রয়াৎ ॥ ৩১। যামলং।

যে ব্যক্তি জ্বরদাহে অত্যন্ত তাপিত হয়, অথচ * নাড়ী হিমের ন্যায় শীতল এবং ম্লানা, অথবা তিন নাড়ীই সমান বহে তখন নিশ্চয় জানিবে যে তাহার মৃত্যু তিন দিনের মধ্যেই হইবে। ৩১।

* নাড়ী হিমেরন্যায় শীতল পক্ষে জ্বরকালেঅর্থাৎ যাদৃশজ্বরের দাহ তাদৃশ নাড়ী উষ্ণা নহেঅথবা জ্বরবিচ্ছেদ কালেঅর্থাৎতাপের উপশম কালে সাম্যা নাহইয়া ম্লানভাবে থাকে এবং অত্যন্ত শীতলহইয়া যায়।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতাহইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরন কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিমতলা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

২০৭ সংখ্যা, শকাব্দাঃ ১৭৭৬ সন ১২৬১ সাল ১৫ শ্রাবণ শনিবার

গতবারের শেষঃ ।

অথ সন্দেহ নিরসনং ।

ভাক্তস্বামীর প্রশ্নঃ ।। হেমতাজ্ঞন্ আপনার আজ্ঞামত বৈদিক ধর্ম্ম ব্যতিরিক্ত অন্যং সমস্ত ধর্ম্মই অলীক ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে, যেহেতু বেদ দৃষ্টেই সম্যক ধর্ম্মের কল্পনা হইয়াছে, সুতরাং বেদ যে অনাদি তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু মূঢ়চেতা

দিগের চিত্তে বেদার্থ ধারণার অভাবে বেদ প্রতি বিবিধ কুতর্ক বাদের উপস্থিত করতঃ ইদানীং তাহার আধুনিকত্ব বর্ণনা দ্বারা তাহার কল্পিতত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে, ইহা পশ্চাৎ ব্রহ্ম সভার বক্তৃতা এবং তত্ত্ববোধিনীর লিপিদৃষ্টে প্রশ্নকরিব, সং প্রতি বৈদিক ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্ন করিতেছি, অর্থাৎ এত ধর্ম্মের আবাসে উঠিবার প্রথম সোপান কেহয়॥

পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর॥ রেবৎস, সন্দিহানব্যক্তির সম্বন্ধে এতৎপ্রশ্ন অতিসাধু, অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম হয়। এত ধর্ম্ম কি, সমস্তধর্ম্মেরই পিতামাতা সোপানভূত হয়েন, তাহারদিগের পরিতৃপ্তি জন্মাইতে পারিলেই সম্যক সিদ্ধিভাক্‌হয়। পিতামাতার অসন্তুষ্টে মোক্ষ প্রাপ্তির কথাদূরেগিয়া সামান্য অর্থই প্রাপ্তি হওয়া সুদূর পরা হত, যাবৎ পিতামাতা বিদ্যমানাবস্থায় থাকেন তাবৎ তাঁহারদিগের প্রতিকৃতজ্ঞতাঙ্গীকারে দাসবৎসেবা পরি চর্য্যাদি করণ, এবং তাঁহারদিগের আজ্ঞার বশবর্ত্তী হই য়া সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করা, কোন মতে অনভিমতে চলিবেক না, তদনু মৃতাবস্থায় ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক মানসে প্রত্যহ স্তুতিবন্দনা দ্বারা ভক্তিকরণ এবং অনুস্মর ণার্থ পুণ্য ইষ্টাপূর্ত্তি প্রভৃতি কর্ম্মাদৌ শ্রাদ্ধ সম্পাদন অ র্থাৎ তাহাঁরদিগের প্রীত্যর্থে ভক্তাচ্ছাদন দান, অপর তাহাঁরদিগের তিরোভাবের দিবসে তৃপ্ত্যর্থে ভূরি২ ভো জন দিবেক, ইহা অকপটে হইলে পুত্রের বিনা যোগে অমৃতত্ত্বকারণ সেই উপনিষৎ প্রতিপাদ্য বিষ্ণুর পরম পদ লাভহয়॥ যথা যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন, "শ্রাদ্ধকৃৎ

সত্যবাদীচ গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে;, সত্যবাদী এবং শ্রাদ্ধ কৃৎ পুরুষ পরিমুক্ত হয়।।

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হেগোস্বামিন্ আপনার শ্রীমুখকমল বিনির্গত বাক্যরূপ মকরন্দ পানে পরিতৃপ্তি জন্মেনা অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ পানকরিতে ইচ্ছাহয়; অতএব পামরের প্রতি কৃপাকরিয়া পিতার ও মাতার প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক পরিচর্য্যা করিবেক তাহা বিস্তারিত করিয়া কহিতে আজ্ঞাহয়। আমরা নরাধম অসদ্ধর্ম্মে আশক্ত হইয়া জ্ঞানী অভিমানে পিতামাতার সেবাকরা দূরে থাকুক নিরন্তর কার্কশ্য ভাবে উদ্বেগ যুক্ত করিয়া আসিতেছি, এবং কথায়২ তাঁহার দিগকে নির্ব্বোধ ও কহিয়া থাকি। কারণ তাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মানুসারে কর্ম্মকরেন, সুতরাং কৃতাপরাধের পরিত্রাণার্থ পিতামাতার মহিমা শ্রবণে পরমোৎসাহ জন্মিল।

পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। অরেবৎস পিতামাতার প্রতি সন্তান দিগের যে ব্যবহারকর্ত্তব্য তাহা সংক্ষেপত কহিতেছি, অর্থাৎ জন্মদাতা ও জন্মদাত্রীর সন্নিধানে সতত ভক্তিশ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া পরিচর্য্যা করিবেক, তাঁহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বর এমত জ্ঞান করাই ইহপরত্রে শুভদায়ক, যেহেতু পরমারাধ্য জনকজননী প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ, স্নেহময় পিতা, ও স্নেহময়ী মাতা, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞানে সন্তানের সতত শুভান্বেষণ করেন, যাহাঁরদিগের দ্বারা জন্মগ্রহণে জীবন ধারণ করতঃ অনন্ত বিশ্বের কার্য্য সন্দর্শন করিয়া এক্ষণে সুখী হইতেছে, যাহাঁরা অকপটে সন্তানের দেহলালন, পালন ও সর্ব্বসুখসাধন এবং

কল্যাণ বৃদ্ধ্যর্থ প্রাণপণে যত্নকরেন, তাহাঁরদের প্রতি অকপটে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশকরা, ও যথা সাধ্যানুসারে প্রত্যুপকারকরা ও আজ্ঞামত কার্য্য সাধনকরা, সন্তান দিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, যে জনক জননী অপার ক্লেশ সহ্য করতঃ নিরন্তর সন্তানের প্রীতি সাধনকরিয়া আসিতেছেন, তাঁহারদের প্রতি নৈষ্ঠুর্য্য প্রকাশকরা অত্যন্ত অশুভকার্য্য, যদিও মাতা পিতার ঋণ শোধনকরা কোন রূপেই সম্ভাবিত নাহউক, তথাপি যথাশক্তি চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সন্তানদিগের শুভ সাধনার্থ জনক জননী যাদৃশ যত্ন ও উৎকণ্ঠা ভোগ ও যেরূপ দুঃসহ দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করেন, তাহা স্মরণ করিলে কোন্ ব্যক্তির রোমাঞ্চ শরীর এবং হৃদয়ে ভক্তিরস প্রকটিত ও নয়নযুগলে অশ্রু জল বিগলিত নাহয়, দেখ পুত্রগণের স্নেহে পরমাকৃষ্ট পিতামাতারা সন্তানের দুঃখ সময়ে দুঃখ ভোগকরেন, বিপদ সময়ে বিপদভোগ করেন, সুখের সময়ে কি তাহাঁরদিগকে বঞ্চিত করা পুত্রের দিগের কর্ত্তব্য হয়, অতএব পিতার ক্লেশ দায়ক হইয়া যেব্যক্তি যেসাধনা বা জ্ঞান তপস্যাদি যাহা করুক, তাহা সকলি ভস্মাহুতির ন্যায় জানিবেন, অতএব পিতামাতার স্বরূপভাব বর্ণনার্থ শাস্ত্রীয় প্রমাণের উদাহরণ দিতেছি। যথা

পিতাধর্ম্মঃ পিতাস্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ পিতরি প্রীতি মাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥ বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণং।

* পিতা সাক্ষাৎধর্ম্ম † পিতাইস্বর্গ, ‡ পিতাই পরম তপঃ পিতার প্রীতি জন্মিলেই সমস্ত দেবতারা প্রীতিযুক্ত হয়েন॥

---

* পিতাকে সাক্ষাৎ ধর্ম্মবলাতেই সকলের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল বলা হইল কেননা দেহের উৎপাদকত্ব যাহাতে সেইধর্ম্মঃ যথা শাস্ত্রান্তরেচ। (মাতাধর্ম্ম পিতাধর্ম্ম ধর্ম্মএব গুরুঃস্বয়ং ধর্ম্মে নোৎপদ্যতে দেহইত্যাদি) ধর্ম্মই মাতাপিতা রূপে জীবের দেহোৎপাদক হইয়াছেন, অতএব পিতামাতাকে ধর্ম্মের রূপ জানিহ।

† পিতাকে স্বর্গ বলাতে পরব্রহ্ম বলা হইল; কারণ সুখের নাম স্বর্গ; এখানে পিতাই পুত্রের সুখাকর স্থান ভূত হয়েন, সুতরাং অখণ্ড সুখাত্মক পরমপদ পিতৃপদ বাচ্য অর্থাৎ তৎসত্বাতে জগদুৎপত্তি হয়। অথবা (স্বর্গে গীয়তে ইতিস্বর্গ) স্বঃশব্দে স্বর্গ, অর্থাৎ স্বর্গে যাহাকে গানকরেন তাঁহার নাম স্বর্গ, সুতরাং স্বর্গ শব্দে ব্রহ্ম এখানে পিতাকেই স্বর্গ মূর্ত্তি কহিয়াছেন, অতএব পিতাই যে ব্রহ্মরূপ তাহাতে সংশয় নাই।

‡ পিতাই পরমতপঃ বলাতে পিতৃসেবাতেই সকল তপস্যার ফলসিদ্ধি একারণ পিতাকে পরম তপ বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন, যথা (তপাংসি সর্ব্বানিচ যদ্বদন্তীতি) সকল তপস্যাই তিনি বেদে অনুশাসন করেন এতৎ প্রমাণেও পিতাকে ব্রহ্ম কহিতে হয়, অপর শ্রুতিতে যেমন আত্মার তৃপ্তিতে সকল দেবতার তৃপ্তি এখানেও পিতৃ তর্পণেও সকল দেবতার তৃপ্তি কহিয়াছেন, এ সমস্ত নিয়মে পিতৃভক্ত ব্যক্তির পিতৃ সেবাতেই সকল উপাসনা সম্পন্ন হয়।

ইত্যর্থে বলা হইল যে পিতাই সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব পর মাত্ম স্বরূপ হয়েন, সৃষ্টিকরণেচ্ছু ভগবানকে জগৎপিতা বলে, সুতরাং জগৎ পিতা শব্দে জগতের পিতা, অতএব সকলেরি পিতা ব্রহ্মরূপ বটেন, । এবং লৌকিক যুক্তিতে ও যুক্ত বোধ হয় অর্থাৎ ঈশ্বরভাব না থাকিলে জনকত্ব সম্ভবেনা।।

চতুর্ণা মপিবর্ণানাং নান্যো বন্ধুঃ প্রচ ক্ষ্যতে। পিত্রাদৃতে দ্বিজশ্রেষ্ঠা ইতীয়ং নৈগমীশ্রুতিঃ ।। ০ ।। ভবিষ্যেমধ্যম তন্ত্রে । ৫ অং ।।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি চতুর্বর্ণের মধ্যে পিতা ব্যতীত অন্য এমন বন্ধু কেহনাই, যে পুত্রের নিত শুভোদয়ের নিমিত্ত যত্নবান হয়। ইহা নৈগমী শ্রুতি অর্থাৎ বেদশ্রুতি কহিয়াছেন।।

যস্মাদ্বৈজায়তে লোকঃ যস্মাদ্ধর্ম্ম প্রব- র্ত্ততে । নমস্তুভ্যং পিতুঃসাক্ষা দ্ব্রহ্মরূ পোনমোস্তুতে ।। ভবিষ্যে ।

যাঁহাহইতে এই জগৎ জন্মিয়াছে এবং যাহাহইতে জগতে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তিনিই পিতা অর্থাৎ পিতাই ব্রহ্ম রূপ তাঁহাকে নমস্কার করি।

ইত্যর্থে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে যে জগৎপিতা পরমাত্মা পিতারূপে এইজগৎ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং যাহাঁহই তে জগতে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তদর্থে কথিত হইয়া

ছে যে পিতাহইতেই জগতে সকলেধর্ম্মানুষ্ঠানশিক্ষা করেন; অর্থাৎ পরমাত্মা আদি পিতা তিনি যেরূপ ধর্ম্মশিক্ষা করাইয়াছিলেন পরম্পরাসম্বন্ধে সেইরূপ ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে, একারণ মনু সেই পথকেই মহাজনের পথ বলিয়াছেন, যথা। যেনাস্যপিতরোযাতাযেনযাতাপিতামহা স্তেন যায়াৎ সতাংমার্গ স্তেনযান্নরিষ্যতে।। যেপথে পিতা এবং পিতামহেরা গমন করিয়াছেন সেই সাধুপথ সেপথে গমনকরিলে মনুষ্যের হানি হয় না।।

যাঙ্গর্ভে বিবরেকৃত্বা স্বয়ং রক্ষতি সর্ব্বতঃ। নমামি জননীং দেবীং পরাং প্রকৃতি রূপিণীং। ভবিষ্যে।

যিনি জঠর বিবরে ধারণ করতঃ সর্ব্বতঃপ্রকারে স্বয়ং সর্ব্বদারক্ষাকরেন, সেই জননী পরম দেবতা সাক্ষাৎ পরমাপ্রকৃতিরূপা তাহাকে নমস্কার করি।।

কৃচ্ছ্রেণ মহতা দেবী ধারিতোহং ত্বয়োদরে। ত্বৎপ্রসাদাজ্জগদ্দৃষ্টং মাতর্নিত্যং নমোস্তুতে।। ভবিষ্যে।

মহাকষ্টদ্বারা তোমাকর্তৃক তদ্গর্ভে আমি ধারিত হইয়াছি। এবং তোমার প্রসাদে এই জগদ্দর্শন করিলাম অতএব ব্রহ্মস্বরূপা হেমাতঃ তোমাকে নমস্কার করি,।। ইত্যর্থে বলা হইল যে যদি মাতা গর্ব্ভে স্থানদান করতঃ প্রতিপালন নাকরিতেন তবেআমিকিরূপে এইজগৎকার্য্য সন্দর্শন করিয়া সুখী হইতাম, এবং লোক সমাজে পাণ্ডি-

ত্যাদি করিতে শক্ত বা শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশে ধরণী তলে ধন্যতম হইয়া মান্যরূপে দিনযাপনা করিতাম ।।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সাগরাদীনি সর্ব্বশঃ। বসন্তি যত্রতাং নৌমি মাতরং ভূতিহেতবে ।। ভবিষ্যে

এই পৃথিবীতে সাগরাদি যে তীর্থ সকল সেই সকল তীর্থই মাতার নিকট অবস্থিতি করেন অতএব আত্মশ্রেয়সোর্থে সেই মাতাকে আমি নমস্কার করি ।।

পিতরোজনয়ন্তীহ পিতরঃ পালয়ন্তিচ। পিতরোব্রহ্মরূপাহি তেভ্যোনিত্যং নমো নমঃ ।। ভবিষ্যে।

সর্ব্বজন সম্বন্ধে পিতারাই জনয়িতা, পিতারাই পালন কর্ত্তা, পিতারাই ব্রহ্মরূপ, অতএব তাহাঁরদিগকে নিত্য নমস্কার করি ।। এই পিতৃ শব্দের বহু বচন শুদ্ধ জীববহুত্বের অনুশাসন মাত্র, অর্থাৎ প্রত্যেকের পক্ষে এক পিতাই জন্মদাতা পালণকর্ত্তা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ হয়েন ।।

দৃষ্টদেববরং হিত্বা অদৃষ্টঞ্চ নিষেবতে। পাপাত্মা পরলোকেস তির্য্যগ্‌ যোনিঞ্চ গচ্ছতি ।। ভবিষ্যে।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ * দৃষ্ট দেবকর্থাৎ সাক্ষাৎ দেবকে পরিত্যাগ

---

* দৃষ্টদেব পদে সগুণ ব্রহ্ম, কিন্তু, এস্থলে পিতামাতাকেই দৃষ্ট দেব কহিয়াছেন, অর্থাৎ সাক্ষাৎ দেবতা।

করতঃ যেব্যক্তি * অদৃষ্টদেবের সেবাকরে, সেইব্যক্তিই পাপাত্মা ¶ পরলোকেতাহার তির্য্যগ্ যোনিপ্রাপ্তিহয়।

পিতামেরু র্বরিষ্ঠস্যা দ্ধর্ম্মমূর্ত্তিঃ সনাতনঃ। তস্যপাদোদক স্নানং গঙ্গা নার্হতি বৈকলাং ॥ ভবিষ্যে।

সুমেরু হইতে পিতা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দেবাবাসসুমেরু পিতা মাতা ও সর্ব্বদেবের আবাস ভূত সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম্মের মূর্ত্তি হয়েন, অতএব তাঁহার পাদোক স্নানের যেফল তাহার যে ড়শাংশও গঙ্গাস্নানে হয়না ॥

তথাব লোকনাত্তস্য জ্যোতির্লিঙ্গ শতৈশ্চকিং। দ্বাত্রিংশদ্গাণ্ডকশিলাস্পর্শনে যাদৃশং ফলং। তাদৃশং কোটিগুণিতং পিতামাতা প্রদক্ষিণে ॥ ভবিষ্যে।

---

* অদৃষ্টদেব পদে নিরাকার ব্রহ্ম, কিন্তু এস্থলে সগুণ নির্গুণ দুইপক্ষকেই তিরস্কার করতঃ পিতামাতার মহিমাই বর্ণন করিয়াছেন, অর্থাৎ পিতামাতাই সাক্ষাৎ দেবতা তাঁহারদিগের সেবা ভক্তি নাকরিয়া যাহারা দেবান্তরের উপাসনা করে, তাহারা সাধু পদে গণ্য নাহইয়া পাপাত্মা পদের বাচ্য হয়,।

¶ পরলোকে তির্য্যগ যোনি প্রাপ্তি পদে দেহান্তরে পশুপক্ষী ত্যাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ইহার অভিপ্রায় মনুষ্যদেহে জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্নহয়, জ্ঞানের ফল পিতামাতার স্বরূপ উপলব্ধি, পশ্বাদির তজ্জ্ঞান নাই; সুতরাং মনুষ্য হইয়া পিতামাতাকে যে নাজানিতে পারিল, তাহার পশু যোনিতে জন্মগ্রহণ করা উচিত হয়।

কাশ্যাদি মুক্তিক্ষেত্রাদিতেশতং জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে কি ফল, যেফল পিতামাতা দর্শনে লাভ হয় তাহার কোটি অংশেও তুল্য নহে। দ্বাদশ গণ্ডক শিলা অর্থাৎ দ্বাদশ প্রকার চিহ্নবিশিষ্ট শালগ্রাম শিলা স্পর্শে যাদৃশ ফল, তাদৃশ কোটিগুণফলপিতামাতারপ্রদক্ষিণে প্রত্যহলাভহয়।

শতং মাতাবরিষ্ঠায়া পিতা অম্বাচ পোষণে। নমোন দর্শনে বিপ্রাঃ সংসারেন পুনর্ব্বিশেৎ॥ ভবিষ্যে।

বরিষ্ঠামাতা হইতে পিতা শতগুণ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু পোষণ নিমিত্ত মাতাকে আদৌশ্রেষ্ঠ মান্যকরিতে হয়, ফলে পুত্রের সমান জ্ঞানই মোক্ষের কারণ, অতএবতাহাঁরদিগকে নমস্কার করি, যাহাঁর দিগের দর্শান আমারদিগের আর পুনঃ সংসারে প্রবেশ করিতে হইবেক না॥

গুরোরনুজ্ঞয়া পিত্রোঃ প্রঙ্গর্য্যাদভিবাদনং। অনুজ্ঞয়া তথাপিত্রো হরিং ঙ্গর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং॥ ভবিষ্যে॥

যদ্যপিপিতামাতা গুরু একত্রউপস্থিতহয়েন, তবেপুত্রের সর্ব্বাগ্রে মাতাপিতাকেঅভিবাদনকরা যোগ্য, কিন্তুপিতামাতার আজ্ঞালইয়া গুরুকেঅভিবাদনকরিবে, সেইরূপ শালগ্রামাদি বিষ্ণুমূর্ত্তি অথবা ব্রহ্ম স্বরূপের বন্দনাপ্রভৃতি পিতামাতার অনুজ্ঞার অপেক্ষা করিবে অর্থাৎ পিতামাতার আজ্ঞা ব্যতীত অগ্রে কাহাকেও বন্দনা করিতে পারিবেক না॥ এইরূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম পিতামাতাকে

* অবহেলা অর্থাৎ তাহাঁর দিগকে তুচ্ছীকৃত করণঃ যে ব্যক্তি যে উপাসনায় প্রবর্ত্ত হউক, কিন্তু কোন, উপাসনার ফল প্রাপ্ত নাহইয়া পরিণামে ঘোরতর নরকে বাস করিতে হয়॥

নবিষ্ণুর্নচ ব্রহ্মাচ নচরুদ্রঃশচীপতিঃ।
সর্ব্ববেদেন তত্তুল্যং সর্ব্বধর্ম্ম পরায়ণং।
সর্ব্বজ্ঞান ময়শ্চৈব সর্ব্বজ্ঞৈর্নচতৎসমং॥
ভবিষ্যে॥

বিষ্ণু ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র প্রভৃতি কেহই পিতামাতার তুল্য নহেন, এবং ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্বাদি সংজ্ঞক চতুর্ব্বেদও পিতামাতার তুল্যহয়না, আপিচ সর্ব্বধর্ম্ম পরায়ণ, সর্ব্বজ্ঞাত ব্যক্তি ও পিতামাতার সমান নহে। যেহেতু সকলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং জ্ঞানয়িতা ও জনয়িত্রী ব্রহ্ম স্বরূপ সকলের উৎপাদক হয়েন, জন্মবান ব্যক্তি মাত্রেরই পরমোপাস্যহয়েন॥ অনন্তর অবিদ্যমানাবস্থায় ও পিতামাতার যাদৃশ সেবাভক্তি করিতে হয়, তদ্রূপ জীবিতাবস্থায় করিবেক।

---

* অবহেলা পদে হেয়জ্ঞান, অর্থাৎ পিতামাতা অজ্ঞানী আমরা জ্ঞানী; এক্ষণে এইরূপ জ্ঞানীই অনেক হইয়াছে নচেৎ পিতা পিতামহাদিকে কি নির্ব্বোধ কহিতে শক্ত হয়। সুতরাং বিচক্ষণেরা বিচার করিবেন যে এতাদৃশ ব্যক্তি দিগকে কিরূপ ধার্ম্মিক কহিতে হইবে।

দ্বাদশ্যান্তু অমাবস্যামথবারবিসংক্রমে।
বাসাংসি দক্ষিণা দেয়া মণিমুক্তাযথা
রুচিঃ। অয়নেবিষুবেচৈব চন্দ্র সূর্য্যগ্রহে
তথা। প্রাপ্তেচাপর পক্ষেত্ত ভোজয়ে
চ্চাপি শক্তিতঃ। পশ্চাৎ প্রবন্দয়েৎ
পাদৌ মন্ত্রেণানেন সত্তমাঃ॥ ভবিষ্যে।

পিতামাতার মরণানন্তর তাঁহারদিগের প্রীত্যর্থে দ্বাদশীতে অথবা অমাবস্যাতে কিম্বা রবি সংক্রান্তিতে, বস্ত্র অন্ন জল মণিমুক্তা স্বর্ণরৌপ্যাদি সদক্ষিণ উৎসর্গ করতঃ ব্রাহ্মণকে দিবেক, এবং অয়ন পরিবর্ত্তে বা, বিষুসংক্রান্তিতে কিম্বা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণকালে অথবা, প্রাপ্ত অপরপক্ষে পিতৃশ্রাদ্ধ করতঃ যত্ন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেক, অনন্তর সমাহিত চিত্তে পিতামাতাকে কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া এই মন্ত্রে স্তুতি বন্দনা করিবেক॥

স্বর্গাপ বর্গ প্রদমেক মাদ্যং ব্রহ্মস্বরূপং
পিতরং নমামি। যতো জগৎ পশ্যতি
চারুরূপং তন্তর্পয়ামশ্চ তিলো দকেন
ভবিষ্যে

স্বর্গ এবং অপবর্গ অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ প্রদ এক আদ্য ব্রহ্ম স্বরূপ পিতা তাহাকে নমস্কার করি। যাহাহইতে এই মনোহর রূপ জগৎ আমরা দর্শন করিতেছি, সেই পিতাকে তিলযুক্ত জলে তর্পণ করি॥

তস্মা দ্বিজন্মন পিতরং সেবনাদ্ব্রহ্ম শাশ্বতং। গুরুভ্যোবন্দনং ব্যর্থংপিতরং যোন তর্পয়েৎ॥ ভবিষ্যে।

হে বিপ্র এহেতু নিত্য ব্রহ্ম স্বরূপ পিতাকে সেবা করিবে, তৎসেবা ব্যতীত সকল কার্য্যই বিফল। যেব্যক্তি পিতৃ তর্পণ নাকরে তাহার * গুরুবন্দনাদি ভাবৎ কার্য্যই ব্যর্থ হয়॥

মৃতং পিণ্ডৈস্তর্পয়েচ্চ পরিতোষ পরিচ্ছদৈঃ জীবন্ন তর্পয়েৎ পুত্রে স্তন্মৃতে তর্পয়েদ্বৃথা। ভবিষ্যে॥

যে ব্যক্তি মৃত পিতার পরিতোষার্থে অন্নবস্ত্র পিণ্ডদ্বারা তর্পণ করে, কিন্তু জীবিতাবস্থাতে অবজ্ঞা করিয়া কোন বিষয়েই তৃপ্ত করেনাই, সেই পুত্র কর্ত্তৃক মৃত তর্পণও বৃথা জানিবে॥ অর্থাৎ চিরকাল পিতার দ্বেষ করিয়া জীবনাবস্থায় যন্ত্রণাদিয়াছে, মরণানন্তর লোক লজ্জায় অবদ্ধ হইয়া শ্রাদ্ধাদি করে, সে কেবল ভস্মাহুতি মাত্র তাহাতে নরক হইতে পরিত্রাণ হইতে পারেনা॥

অনন্তর পুরাণান্তরায় বচন দ্বারা পিতৃমাহাত্ম্য আগত পত্রে প্রকটন করা যাইবেক॥

---

* গুরুবন্দনা পদে উপাসনা কাণ্ডে প্রবর্ত্ত হইয়া যে সাধনাকরে সেসকল সাধনাই ব্যর্থ জানিবে।

অদ্য বাসরীয় সমাপ্তা।

একোবিষ্ণুর্দ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

২০৮ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৬ সন ১২৬১ সাল ৩২ শ্রাবণ মঙ্গলবার

গতবারের শেষঃ।

অথ ক্ষুরিকোপনিষৎ

অতি সূক্ষ্মাশ্চ তন্বীশ্চ শুক্লাং নাড়ীং সমাশ্রয়েৎ। তত্র সঞ্চারয়েৎ প্রাণা নূর্ণ নাভীব তন্তুনা ॥ ৮ ॥

* সুষুম্নাদি দশনাড়ী অতিসূক্ষ্ম এবং তন্বী অর্থাৎ সমস্ত

---

* সুষুম্নাদি দশনাড়ী পদে সুষুম্না ঈড়া পিঙ্গলা, পুষা যশস্বিনী, গান্ধারী হস্তিজিহ্বা অলম্বুষা, কুহু, শংখিনী।

শরীরব্যাপিনী হয়, তন্মধ্যে † একাশুক্রা নাড়ীকেসমাশ্রয় করিবেক, অর্থাৎ সেই নাড়ীরন্ধ্রে সকল প্রাণের সঞ্চার করাইবেক, যেমন ‡ ঊর্ণনাভীর জালে সঞ্চার হয়। ৮।

তেতা রক্তোৎপলাভাসং হৃদয়ায়তনং মহৎ। দহরং পুণ্ডরীকন্তু বেদান্তেচনিগদ্যতে ॥ ৯ ॥

সেই সুষুম্নান্তরচারী প্রাণ বায়ুর স্থান হৃদয়; সেই হৃদয়ের স্বরূপ কহিতেছেন, অর্থাৎ রক্তোৎপলের আভাস ন্যায় (।) মহান হৃদয়ায়তন, তাহাকে § পুণ্ডরীক বলেন এবং সর্ব্ব বেদান্তে * দহর বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ৯।

---

† শুক্রানাড়ী পদে সুষুম্না অর্থাৎ সুষুম্না রন্ধ্রেই প্রাণ বায়ুর সঞ্চার করাইবেক তদর্থে কেবল কুম্ভকেই সিদ্ধ হইবেএতৎ সংবাদ করিয়াছেন, যথা আত্রেয় সংহিতায়াং (কেবলং কুম্ভকেসিদ্ধি রেচঃ পূরক বর্জ্জিতে ।।) রেচক পূরক বর্জন করিয়া কেবল কুম্ভকেই সাধকের সিদ্ধি হইবেক।

‡ ঊর্ণনাভি পদে মাকড়সা।

(।) মহান্ হৃদয়ায়তন পদে হৃৎ প্রদেশের স্থান,।

§ পুণ্ডরীক শব্দে পদ্ম অর্থাৎ হৃদয়কে পদ্ম বলিয়াওবর্ণন করেন তাহার কারণ রক্তোৎপল সদৃশাভাস জন্য পদ্ম বলিয়া হৃৎপ্রদেশের সংজ্ঞাহয়।

* দহর শব্দে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠাকার সছিদ্র সগুস যেমন বংশ পর্ব্বের ছিদ্র, এতৎসংজ্ঞায় বেদান্তে কহেন, পুরাণাদিতে জীবস্থান বলেন অর্থাৎ আতবাহিক লিঙ্গশরীরকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ কহেন, যথা (অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং বায়ুভূতং সচেতনং।। জীবং সত্যবতঃ কায়াস্নিচকর্ষ যমোবলাৎ।।) অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বায়ুভূতএবং চেতন বিশিষ্ট জীব পুরুষকে সত্যবানের শরীর হইতে বলেতে যম আকর্ষণ করিলেন।

তদ্ভিত্বা কণ্ঠমায়াতি তাং নাড়ীং পূরয়েদ্ধৃদি। মনসস্তু পরং গৃহ্য সুতীক্ষ্ণং বুদ্ধিনির্ম্মলং॥ ১০॥

সেই হৃদয় দহরকে ভেদ করিয়া সুষুম্না নাড়ী কণ্ঠদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে বায়ু সঞ্চরিত করিয়া পুনর্হৃদয়কে যোগে পূরণ করিবেক। অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ নির্ম্মল সুতীক্ষ্ণাস্ত্র দ্বারা নাড়ী গ্রন্থিকে ছেদকরিয়া মনকে পরম স্থানে গৃহীত হইবেক। ১০।

পাদস্যোপরি যন্মর্ম্ম তদ্রূপং নামচিন্তয়েৎ। মনোধারেণ তীক্ষ্ণেণযোগমাশ্রিত্য নিত্যশঃ॥ ১১॥

* পাদোপরি যে মর্ম্ম, তাহার স্বরূপ চিন্তা করিবেক, এবং নিত্যশ অর্থাৎ ক্রমশ মনযোগাশ্রয়যুক্তরতঃ তীক্ষ্ণ ধার দ্বারা মর্ম্মকে ছেদন করিবেক॥ ১১।

ইন্দ্রবজ্রমিতি প্রোক্তং মর্ম্মজঙ্ঘানুকীর্ত্তনং তদ্ধ্যানবল যোগেন ধারণাভির্নিকৃন্তয়েৎ॥ ১২॥

---

* পাদোপরি মর্ম্ম পদে জংঘামর্ম্ম, অর্থাৎ জংঘামর্ম্ম ছেদনে যদ্রূপ নিশ্চল হয়; তদ্রূপ বুদ্ধিদ্বারা মনের গতিকে ছেদন করতঃ নিশ্চল করিবে, যাহাতে মনের নানা চিন্তা দুর হইবেক।

॥ ইন্দ্র বজ্রনামে জংঘমর্ম্মের অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন, অর্থাৎ যদ্রূপ জংঘাচ্ছেদে মনষ্য অচল হয়, সেইরূপ ইন্দ্রবজ্রনামে মনের জংঘামর্ম্ম অর্থাৎ যদ্দ্বারামনের গমনাগমন হয়। তাহাকে ধ্যানবল যোগ দ্বারা এবং ধারণা যোগ রূপ অস্ত্রদ্বারা অল্পেং নিকৃন্তন অর্থাৎ ছেদন করিবে। ১২॥

উর্ব্বো র্মধ্যে নু সংস্থাপ্য মর্ম্মপ্রাণবিমোচনং। চতুরভ্যস্য যোগেন ছিন্দেদনতিশঙ্কিতঃ॥ ১৩॥

পশ্চাৎ উরুদ্বয়ের মধ্যে নুক্তমর্ম্ম প্রাণকে সংস্থাপনকরতঃ চতুঃপ্রকার যোগাস্ত্র দ্বারা শঙ্কারহিত হইয়া সাধক তন্মর্ম্মকে পুনর্ব্বার ছেদন করিবেক॥ ১৩।

এই কঠিন নুশাসনের উপলব্ধি ও কঠিন হয়, উরুমর্ম্মচ্ছেদপদে প্রাণায়াম ধ্যান ধারণা সমাধি এই চতুঃপ্রকার যোগ দ্বারা নাভির অধঃ পর্য্যন্ত শরীরকে এককালিন সর্ব্বচেষ্টা রহিতকরিয়া কেবলউর্দ্ধগত একপরমাত্মাতে প্রাণবায়ুকে জীবের সহিত লইবার চেষ্টা করিবেক তন্নিমিত্ত এই সকল মর্ম্মচ্ছেদ করিতে অনুশাসন করিয়াছেন ফলে এককালে এতৎ শরীর বাইন্দ্রিয়গণকে বিনষ্ট করিবে এমত নহে, ফলিতার্থ সমস্ত অবয়ব সত্ত্বে তত্তদ্বৃত্তির হানি অর্থাৎ নিস্তেজ করিবেক এইমাত্র। ১৩।

(।) ইন্দ্র বজ্রকে জংঘামর্ম্মবলে, কিন্তু বৈদ্যকে ইন্দ্রবস্তি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ তচ্ছেদে পাদভঙ্গ হয়।

ততঃ কণ্ঠান্তরে যোগী সমূহে নাড়ি স-
ঞ্চয়ং। ত্রকোত্তরং নাড়িশতং তাসা
মেকা বরাস্মৃতা। সুষুম্নাতু পরেলীনা
বিরজা ব্রহ্মরূপিণী ॥ ১৪ ॥

তদনন্তর অর্থাৎ হৃদয়োপরিভাগে কণ্ঠদেশ যাহাকে আকাশ সংজ্ঞায় উক্ত করিয়া বিশুদ্ধ চক্র বলেন, তন্মধ্যে যোগী মনকে লইবেন যেস্থানে সমূহ নাড়ী সঞ্চয় হয়। অর্থাৎ হৃদয়ান্নিসৃত একোত্তর শতনাড়ী তাহাই কণ্ঠদেশে লগ্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে সুষুম্না নাড়ীই সর্ব্বাশ্রেষ্ঠা অতি নির্ম্মলা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপা, যিনি পারে লীনা হইয়া ছন, অর্থাৎ পরমাত্মাতে সংমিলতা আছেন ॥ ১৪ ।

ঈড়াতিষ্ঠতি বামেন পিঙ্গলা দক্ষিণে-
তথা তয়োমধ্যেপরংস্থানং যস্তং বেদ
সবেদবিৎ ॥ ১৫ ॥

সেই সুষুম্না বামভাগে ঈড়ানাড়ী দক্ষিণ ভাগে পিঙ্গলা, মধ্যে সুষুম্নাই পরমাত্মার স্থানভূতা অর্থাৎ সুষুম্নাতেই পরমাত্মার অবস্থিতি, যে সাধক সেই সুষুম্নার স্বরূপকে জানিয়াছেন তিনিই বেদবিৎ নচেৎ সষড়ঙ্গ চতুর্বেদ অধ্যয়ন করিলেই বেদবিৎ নহে ॥ ১৫ ।

দ্বাসপ্ততি সহস্রাণি প্রতিনাড়ী ষুতৈতি-

লং । ছিদ্যতে ধ্যান যোগেন সুষুম্নৈকা নছিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

শরীর মধ্যে প্রধানা তেজঃ স্বরূপা * দ্বাসপ্ততি সহস্র নাড়ী, ধ্যান যোগাস্ত্রদ্বারা সেই সকল নাড়ীকেই ছেদন করিবে, কেবল এক সুষুম্নাকেই ছেদনকরিবেনা । অর্থাৎ সকল নাড়ীতে যে প্রাণের সহিত জীবের গতি হয় সেই গতিকে অবরোধ করিবেনচেৎ যে এককালিন ছেদন করিবে এমত তাৎপর্য্যনহে ॥ ১৬ ।

অনন্তর জীবের সর্ব্বনাড়ীতেই সঞ্চার হয় সেই সকল নাড়ীদ্বারকে অবরোধকরতঃ এক সুষুম্নাদ্বার পরিস্কার করিয়া তাহাতেই জীবের প্রাণ বায়ুর সহিত গতি রাখিবেক অর্থাৎ সর্ব্বনাড়ীর মূলভূতা সুষুম্নাতে সকল নাড়ীকে যুক্ত করিয়া আত্মাভিন্ন বহিশ্চেষ্টায় শ্চেস্টাবর্ত্তী করিবেক না, একারণ যোগাস্ত্র দ্বারা নাড়ী মর্ম্মচ্ছেদনের ব্যাখ্যা করিতেশ্রুতিসমুদয় করিয়াছেন । তাহা পশ্চাদ্ব্যক্ত করিয়া লিখিব ॥

গতবারের শেষঃ ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার ।

নিরীক্ষ্য দক্ষিণে পাদে নাড়ীমেকাং বি.

---

* দ্বাসপ্ততি সহস্র পদে (১০৭) একসহস্র দ্বিসপ্ততি । অথবা (৭২,০০) দ্বিসহস্রসপ্ততি সহস্র যথা (সহস্রাণি দ্বিসপ্ততি) তন্ত্রে উক্ত করিয়াছেন ।

শেষতঃ। মুখেনাড়ী বহেন্নিত্যং তথা-
দিন চতুষ্টয়ং ॥ ৩২। যামলং।

* দক্ষিণ পাদে একনাড়িকাকে বিশেষদৃষ্ট করিয়া এবং
(1) মুখেতে যাহার নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ নাড়ীবহে, তা-
হার দিবস চতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্যুহয়॥ ৩২।

গতিং ভ্রমরকস্যেবা বচ্ছেদক দিনে
নত্তু। স্কন্ধেচ স্পন্দতে নিত্যং পুনর্ন গতি
নাঙ্গুলৌ॥ ৩৩। মধ্যে দ্বাদশ যামা
নাং মৃত্যুরেবনসংশয়ঃ॥ ৩৪। যামলং।

† ভ্রমরক ন্যায় অবিচ্ছেদক নাড়ী দিনব্যাপিয়া বহে
অর্থাৎ ক্ষীণ শরীরে তীব্রবেগে সমস্ত দিবস সমান বহে,
এবং স্কন্ধদেশে স্পন্দন করে স্বস্থানে আসিয়া পুনর্ব্বার
অঙ্গুলি দ্বয়েতে স্পর্শহয়না, এরূপ গতি বিশিষ্ট নাড়ীতে
দ্বাদশ প্রহরের মধ্যে মৃত্যুহয়॥ ৩৪।

---

* দক্ষিণ পাদে নাড়ী পদে পুরুষের দক্ষিণ পাদে স্ত্রীলোকের
বাম পাদে নাড়ী বহে, অর্থাৎ পায়ের গোড় গাঁটির কাছে যে সা-
ক্ষিণী নাড়ী গতি আছে, তাহাকেও স্পর্শ করিলে হস্তের ন্যায়
অবস্থা জানা যায়!

(1) মুখে নাড়ীবহে; ইত্যর্থে শ্বাস প্রশ্বাস প্রায়ই অবিচ্ছেদে
মুখে বহে তাহার ও মৃত্যু চতুর্থ দিনে হয়।

† ভ্রমরক পদে ভ্রমর অর্থাৎ প্রকৃত ভ্রমর (ভুরভীন) বলে।
কেহবা ভ্রমী (কুন্দুকে) বলে। এরূপ গতিতে বায়ু প্রবাহে যাবে,
তদন্যং নাড়ী ত্যাগ হইয়া স্কন্ধেবহে স্বস্থানে আসিয়া অঙ্গুলি
স্পর্শ নাকরে; তাহা হইলেও বার প্রহরে মৃত্যুহয়।

স্থিত্বানাড়ীমুখেযস্য বিদ্যুজ্জ্যোতিরিবেক্ষ্যতে। দিনৈকংজীবিতং তস্যাদ্বিতীয়ে মরণং ভবেৎ॥ ৩৫। যামলং

যেব্যক্তির মুখেতে নাড়ী স্থিতি করিয়া * বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় জনকর্ত্তৃক ঈক্ষণীয়া হয়, তাহার এক দিবস জীবন দ্বিতীয় দিবসে মৃত্যু হয়॥ ৩৫।

স্বস্থান বিচ্যুতা নাড়ী যদা বহতি বা নবা। জ্বালাচ হৃদয়ে তীব্র তদাজ্বালাবধি স্থিতি॥ ৩৬। যামলং

যখন স্বস্থান হইতে বিচ্যুতা হইয়া নাড়ী বহে, বা না বহে, কিন্তু হৃদয়েতে অত্যন্ত জ্বালা হয়, তখন অনুমানে নিশ্চয় জানিবে যে সেই জ্বালা পর্য্যন্তই জীবন স্থিতি। অর্থাৎ বিনাপ্রযোগ জ্বালার উপশম হইলেই মৃত্যু হইবে। ৩৬

অন্যচ্চ। অঙ্গুষ্ঠ মূলতো বাহ্যে দ্ব্যঙ্গুলে যদিনাড়িকা। প্রহরার্দ্ধাদ্বহির্মৃত্যুং জানীয়াচ্চ বিচক্ষণঃ॥ ৩৭। যামলং।

অন্য প্রকার নাড়ীগতি কহিতেছেন, অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ মূলের বাহিরে (মধ্যমা ও অনামিকা) নামে অঙ্গুলি

---

* বিদ্যুৎ প্রভা পদে বিদ্যুতের আলক এখানে ঐ আলককে গতিরূপে বলিয়াছেন, অর্থাৎ ক্ষণ বিধ্বংশী বিদ্যুৎ জ্যোতি দেখিতেই লুপ্ত হয়, সেইরূপ নাড়ীরগতি শ্বাসরূপে মুখে থাকিয়া স্বস্থানে বিদ্যুতের ন্যায় দেখাদিয়া তৎক্ষণ মাত্রেই অদৃষ্ট হয়, তাহার ও জীবন একদিন জানিহ।

ছয়ে যদি নাড়ী নিয়ত বহে, তবে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা জানিবেন যে চারিদণ্ডের পর মৃত্যু হইবে। ৩৭।

সার্দ্ধদ্বয়াঙ্গুলাদ্বাহ্যে যদিতিষ্ঠতি নাড়িকা। প্রহরেকা দ্বহির্ম্মৃত্যুং জানীয়াচ্চ বিচক্ষণঃ। ৩৮। যামলং।

সার্দ্ধদ্বয় অঙ্গুলির বাহ্যে অর্থাৎ স্বস্থান হইতে আড়াই অঙ্গুলির বাহিরে যদিনাড়ী রহে, ইত্যর্থে অনামিকার শেষার্দ্ধে যদি নাড়ীবহে তবে এক প্রহরের পর মৃত্যু হইবে পণ্ডিতেরা জানিবে।। ৩৮।

দ্ব্যঙ্গুলাদ্বাহ্যতো নাড়ী মধ্যে রেখা বহির্যদা। সার্দ্ধপ্রহরকান্মৃত্যু জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।। ৩৯।। যামলং।

দুই অঙ্গুলির বাহিরে অর্থাৎ মধ্যমা অনামিকার বাহিরে এবং রেখার বাহিরে অর্থাৎ কনুইর নীচে যে রেখা তাহার বাহিরে, কিম্বা অঙ্গুলি পার্শ্বে যে রেখা সেই রেখাতে যখন নাড়ীস্থিতি হয়, এক প্রহরের পর মৃত্যু হইবে তাহার সংশয় নাই। ৩৯।

মধ্যে রেখা সমানাড়ী যদিতিষ্ঠতি নিশ্চলা। ষড়্‌ভিশ্চ প্রহরৈস্তস্য মৃত্যুর্জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ।। ৪০।। যামলং

অঙ্গুলি মধ্যেতে রেখা সমান নাড়ী যদি নিশ্চলা থাকে, তবে ছয় প্রহরেতে তাহার মৃত্যু পণ্ডিত কর্ত্তৃক জ্ঞেয় হয়।। ৪০।।

পাদাঙ্গুল গতানাড়ী চঞ্চলা যদি গচ্ছ-
তি। ত্রিভিশ্চ দিবসৈ স্তস্য মৃত্যুরেব
নসংশয়ঃ ॥ ৪১। যামলং।

* অঙ্গুলির এক পাদেতে যদি নাড়ীর চঞ্চলা গতি থাকে, তবে তিনদিন মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৪১।

পাদাঙ্গুল গতানাড়ী কোষ্ণাবেগবতীভ-
বেৎ। চতুর্ভি দিবসৈ স্তত্র মৃত্যুরেব
নসংশয়ঃ ॥ ৪২। যামলং।

অঙ্গুলির পাদৈক দেশে প্রাপ্ত নাড়ী যদি ঈষৎ উষ্ণা এবং বেগবতী হয়, তবে চতুর্থ দিবসের মধ্যে তাহার মৃত্যু তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৪২।

পাদাঙ্গুল গতানাড়ী মন্দমন্দা যদাভবেৎ।
পঞ্চভির্দ্দিবসৈ স্তস্য মৃত্যুর্ভবতি না-
ন্যথা ॥ ৪৩। যামলং।

অঙ্গুলির এক পাদে যদি নাড়ী মন্দ মন্দ গতিতে বহে, তবে পঞ্চম দিবসে তাহার মৃত্যু হয় ইহার অন্যথা নাই ॥ ৪৩ ॥

---

* অঙ্গুলির এক পাদ পদে, অঙ্গুলিতে সমান বেগ বোধ হয় না, শুদ্ধ এক পার্শ্বে বহে ॥

বিজ্ঞাপন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত সনাতন গোস্বামী প্রভুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতামৃত সংস্কৃত গ্রন্থের গৌড়ীয় ভাষায় পদ্য প্রবন্ধে অনুবাদিত হইয়া নিমতলা যন্ত্রে উত্তম কাগজাক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ২ টাকা মাত্র।

শ্রীরসিকলাল দাস বসাকঃ।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জন প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূলশ্লোক শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত তদর্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিসংখ্যা ৮৪ পৃষ্ঠামূল্য চারি আনা মাত্র নির্দ্ধার্য্য করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইসেন বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাথুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিমতলা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

২০৯ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৬ সন১২৬১ সাল ১৫ভাদ্র বুধবার

গতবারের শেষঃ ।

অথ সন্দেহ নিরসনং ।।

পরমহংসোক্তিঃ ।। অরে জ্ঞানাভিমানিন্, সর্ব্বধর্ম্ম হইতে সারধর্ম্ম শ্রবণ করহ । আমি তোমাকে লক্ষ করিয়া সর্ব্ব লোকের প্রতি এই উপদেশ করিতেছি, তুমি এক্ষণে অতি গুহ্যতম ধর্ম্মের বিচারে পরাংমুখ হইয়া পিতৃ পিতামহাদির প্রচলিত ধর্ম্মপথে আরোহণ করতঃ পর

মেশ্বরের উপাসনায় নিযুক্ত হও, সামান্য জীবের কর্ম্ম নহে যে স্বীয় বুদ্ধিবলে বিচার করিয়া সূক্ষ্ম ধর্ম্মের নিরূপণ করে, অতএব মহর্ষিগণের বাক্যে বিশ্বাস করতঃ ধর্ম্মের যাজন করহ, তদ্ভিন্ন কোটিকল্পে ও ধর্ম্মনিরূপণ করিতে পারিবেনা, এতন্নিমিত্ত মহাপুরুষেরা কহিয়া গিয়াছেন, যথা।

বেদ প্রমাণং শ্রুতয়ঃ প্রমাণং। মহামুনীনাং বচনং প্রমাণং। ধর্ম্মস্য পন্থানিহিতং গুহায়াং মহাজনোযেনগতস্যপন্থা।

বেদ প্রমাণ, এবং শ্রুতিবাক্যও প্রমাণ, আর মহামুনিদিগের বাক্য ও প্রমাণ, অতএব ধর্ম্মের পথ অতি গম্ভীরে সংস্থিত, সুতরাং ভিন্ন২ নানামতের সূক্ষ্ম কারণ উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্মের স্থির করা যায়না, একারণমহাজনের পথে গমন করিতে কহিয়াছেন। অর্থাৎ বিচারে স্থির করিয়া ধর্ম্মের যাজন করিতে এক্ষণকার মন্দ প্রজ্ঞ মনুষ্যেরসাধ্য নাই, সুতরাং সুমন্দমতিজনে ধর্ম্ম বিচারে প্রবর্ত্ত হইলে অনায়াসে নাস্তিক হইয়া যাইবেক, এতজ্জন্য মনু মহাজনের পথারোহণ করিতে কহিয়াছেন, মহাজন পদে যে কোন ব্যক্তিকে নাকহিয়া পিতৃ পিতামহাদির প্রচলিত পথকে মহাজনের পথ বলিয়া আজ্ঞা করিয়াছেন। যথা

যেনাস্য পিতরোযাতা যেনযাতাঃ পিতা-

মহাঃ। তেনযায়াৎ সতাং মার্গ স্তেন যাযা ন্নরিষ্যতে॥ মনুঃ॥

যে পথে পিতা পিতামহ প্রভৃতিরা গমন করিয়াছেন, সেই সাধুমার্গ সেই পথে গমন করিলে মনুষ্যেরা অবসন্ন হয়না॥ ইহাতে পিতা পিতামহেরা সূক্ষ্ম ধারণাকরিতে পারেন নাই, আমরা তাঁহাদিগের হইতেসূক্ষ্ম বুদ্ধি, যুক্তিদ্বারাযথার্থ ধর্ম্মের নিরূপণ করিব, এরূপবক্তাব্যক্তিকে অবশ্যই নির্ব্বোধ কহিতে হইবেক, কেবল নির্ব্বোধ কহিলেই তাহার নিস্তার হয়না, বরংতজ্জন্য ইহা মুত্র অনেক অনিষ্ট হইতেপারে,। অতএব, পূর্ব্বপুরুষানু চারিত ধর্ম্মের যাজন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এক্ষণে যেসকল লোকে পূর্ব্বাচরিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করণের ব্যাঘাত করিয়া নূতন২ মতস্থাপনা করিতেছেন, এবং সংকল্পানুসারে যথেষ্টাচারেরবিধির প্রচারার্থ পূজ্য মহাত্ম গণকেনির্ব্বোধ কহিতেছেন, তাহার নিবারণোপায়ের বিরহ হইয়াছে, যেহেতু আশু সুখকে পরিত্যাগ করতঃ ভাবিসুখেরপ্রার্থনায়মূঢ়ের চিত্তসজ্জা করেনা, সুতরাং ভাবি প্রচুর সুখ লাভার্থ প্রথমতঃ নিয়ম গ্রহণ জন্য প্রচুর ক্লেশকে সহ্যকরিতে হয়, তাহার এক লৌকিক দৃষ্টান্ত দেখ, যে অনেক ধন অনেক পরিশ্রম নাকরিলেলাভকরা যায়না, অতএব অনায়াস সাধ্য যে ধর্ম্ম সেধর্ম্মনহে, বিশেষতঃ এই বেদোদিত সনাতন ধর্ম্মের প্রতি মনুষ্যের এক্ষণে যেকারণেঅননুরাগজন্মিয়াছে, তাহারআরওকারণ

আছে, অতুল্য প্রচুর সুখ প্রদ ধর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ দেখা- ইতে এক্ষণকার পণ্ডিতেরা পারেন না; যেহেতু অল্প সত্ত্ব সাধনা হীন হইয়াছেন, সুতরাং অবিচক্ষণেরা ধর্ম্মফলের বিবেচনায় বিরত হইয়া ভাবিফলের পরিগ্রহ নাকরিয়া সাম্প্রত ঐহিকসুখার্থে যথেষ্টাচার প্রবর্ত্ত হইতেছে, হউক, কিন্তু তাহাতে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, অতএব রেবৎস, তোমাকে উপদেশ করিতেছি, যে চিত্ত হইতে অসৎ চেষ্টাকে নিরাকরণ করতঃ সত্যধর্ম্মের অনুসন্ধান করহ ॥

ভক্তজ্ঞানির প্রশ্নঃ ॥ হেমহাত্মন্ ভবদাজ্ঞাগত ধর্ম্ম প্রশংসা শ্রবণে অত্যন্ত চিত্ত সুস্থ হইল, কিন্তু পিতা মাতার মহিমা যে শাস্ত্র প্রমাণে বর্ণন করিলেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ এইযে জীবিত পিতা ও জীবিতা মাতার পক্ষে এরূপ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা অত্যাবশ্যক, মৃত পিতামাতার উদ্দেশে পিণ্ডবপনকরায় বিশেষ কিফল, তাহা বিস্তারিত করিয়া কহেন, ॥

পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর ॥ অরেবৎস, যদ্রূপ পিতা ও মাতাদির জীবিতকালে কৃতজ্ঞতা তদ্রূপ মৃতাবস্থাতেও কৃতজ্ঞতা স্বীকারকরা পুত্রদিগের অবশ্য করণীয়, একারণ তোমাকে পিতৃ ষোড়শী ও মাতৃ ষোড়শী ক্রিয়া বর্ণন দ্বারা ফলপ্রদর্শন করাইতেছি, অর্থাৎ যাহাঁরদিগের হইতে এই ধরণী মণ্ডল দর্শন করিয়াছি, এবং যৎপ্রসাদে বিবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগে ভোক্তা হইয়াছি, তাহারদিগের স্মরণার্থ পুণ্যদিবসে কি পুণ্যতীর্থে পিণ্ডদান করা কি মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নহে, না, তৎকরণে তাহারদিগের জ্ঞাতিত্ব খণ্ডন হয়, কিম্বা তাহা না করিলেই মনুষ্যেরা সভ্য

গন্ধবীতে অরোহণকরে, ইহাই নির্ব্বোধের বাক্য, তদপেক্ষা যাঁহারা শ্রাদ্ধকৃৎপুরুষতাঁহারদিগকেই সুসভ্যজ্ঞানী বিচক্ষণ সুধার্ম্মিক বলা কর্ত্তব্য, অতএব ষোড়শ শ্রাদ্ধ বাক্যের অর্থ পরিগ্রহ করিলেই বিচক্ষণেরা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি কিরূপ ধার্ম্মিক॥ যথা।

অথ পিতৃষোড়শ শ্রাদ্ধঃ।

অমাবস্যান্তকন্যাকে তীর্থ প্রাপ্তৌতথা নৃপ। কৃত্বা শ্রাদ্ধং বিধানেনদদ্যাৎ ষোড়শ পিণ্ডকং॥ বায়ুপুরাণং॥

আশ্বিন মাসের অমাবস্যাতে তীর্থপ্রাপ্তে হেমহারাজ, বিধিপূর্ব্বকপার্ব্বণ শ্রাদ্ধকরতঃ ষোড়শপিণ্ডদান করিবেক। অর্থাৎ পিতৃষোড়শ পিণ্ড বচনে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু ঊনবিংশতি পিণ্ডদান হইয়া থাকে, তাহার মীমাংসা এই যে এতৎ পিণ্ডদানে ষোড়শ উপলক্ষণ মাত্র, বাস্তব ঊনবিংশতি পিণ্ডদান, অর্থাৎ এতৎ শ্রাদ্ধের নাম ষোড়শ শ্রাদ্ধ॥

অথপিত্রাবাহনং।

অনন্তর দক্ষিণাগ্র কতকগুলিন কুশ ভূমিতলে আস্তরণ করতঃ বায়ুপুরাণীয় বচন পাঠ করিয়া তিলোদক প্রক্ষেপ করিবেক॥ কিন্তু এস্থানে মন্ত্রাত্মক জ্ঞানেসাক্ষাৎ বচন নালিখিয়া তদর্থ লিখিতে বাধিত হইলাম॥

আমার কুলে মৃত হইয়াছে যে সকল ব্যক্তি, আর যাহার দিগের কোন গতি নাই, তিলোদক দ্বারা দর্ভ পৃষ্ঠে তাহার দিগকে আবাহন করি ॥ ১।

মাতামহ কুলে মৃত যাঁহারা, এবং যাহার দিগের কোন গতি নাই, তাঁহার দিগকেও এই আস্তরিত কুশপৃষ্ঠে তিলোদক দ্বারা আবাহন করি ॥ ২।

এবং আমার বন্ধুবর্গের কুলে মৃত যাহার দিগের কোন গতি নাই, তিলোদক দ্বারা কুশপৃষ্ঠে তাহার দিগের আবাহন করি ॥ ৩ ॥

এইমন্ত্রত্রয়ে আবাহন করতঃ তিল তুলসী কুশযুক্ত জলাঞ্জলি দিবেক তন্মন্ত্রং যথা

আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত দেবর্ষিগণ, পিতৃগণ, এবং মনুপুত্রগণ মদ্দত্ত তিলোদকে পরিতৃপ্ত হউন ॥ এবং পিতৃগণেরা সকল ও মাতামহমাতৃগণেরা, অপর অতীত কোটিপুরুষ ও সপ্তদ্বীপ নিবাসি পিতৃগণ, ও আব্রহ্মপর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবন গত জনেরা এই তিলোদক পানে পরিতৃপ্ত হউন ॥ ১ ॥

অনন্তর ঐ পূর্ব্বাস্তরিত কুশের মূল অবধি * পিতৃতীর্থ দ্বারা ঊনবিংশতি পিণ্ডদান করিবেক ॥

আমার কুলে যে ব্যক্তি মৃত হইয়াছে, আর যাহার কোন গতি নাই, তাহার দিগের উদ্ধারার্থ আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১ ॥

* পিতৃতীর্থ পদে তর্জ্জনী অঙ্গুলির মূল হইতে পিণ্ডবপন করিবেক ॥

মাতামহ কুলে মৃত যে সকল ব্যক্তি যাহারদিগের কোন গতি নাই, তাহারদিগের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ড প্রদান করি ।২

আমার বন্ধুবর্গ কুলে মৃত যাহারদিগের গতি নাই, তাহারদিগের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ড আমি প্রদান করি ।৩।

অজাতদন্ত যে কোন ব্যক্তি এবং গর্ব্ভপীড়িত হইয়া অস্মৎ কুলে বা মাতামহ কুলে, বা বন্ধুবর্গ কুলে মৃত হইয়াছে, তাহারদিগের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ড প্রদান করি।৪

যেকেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মরিয়াছে অথবা অগ্নিসংস্কার না হইয়াছে, বিদ্যুদগ্নি দাহে কিম্বা চৌরহস্তে মৃত হইয়াছে তাহারদিগের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ড প্রদান করি।৫।

যে কোন ব্যক্তি দাবাগ্নিদাহ ও সিংহব্যাঘ্র কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, অথবা যে কোন শৃঙ্গি ও দংষ্ট্রিগণ কর্ত্তৃক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারদিগের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ড প্রদান করি।। ৬।।

* উদ্বন্ধনে কি বিষ বা শস্ত্রাঘাতে মৃত অথবা অস্মৎকুলে † আত্মোপঘাতী জনের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ড প্রদান করি ।। ৭ ।।

‡ অরণ্যে কি পথে বা ¶ বনে অথবা ক্ষুধাতৃষ্ণায় হত হইয়া ভূত প্রেত পিশাচ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারদিগের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ড প্রদান করি ।। ৮ ।।

---

* উদ্বন্ধন পদে রজ্জু বন্ধনে মৃত।

† আত্মোপঘাতী পদে স্বয়ং ইচ্ছা পূর্ব্বক আত্মদেহনাশকরে।

‡ অরণ্য পদে বন।

¶ বন পদে জল।

যাহারা বন কি জলে বা রৌরবে, অন্ধতামিশ্রে, কাল সূত্রে কর্ম্মানুসারে স্থিতি করিতেছেন, তাহারদিগের উর্দ্ধারার্থ এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৯ ॥

এবং যাহারা প্রেত লোকে গমন করিয়া অনেক যাতনাতে সংস্থিত আছেন, তাহারদিগের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১০ ॥

আর যাহারা যমদূত কর্ত্তৃক নীত হইয়া অশেষ যাতনায় আছেন তাহার দিগের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ড প্রদান করি ১১

এবং সমস্ত নরককুণ্ডে যাহারা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন তাহারদিগের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১২ ॥

যাহারা পশু যোনি বা পক্ষিযোনি কি কীট সরীসৃপ অর্থাৎ সর্পাদি যোনি অথবা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার দিগের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১৩।

যেকেহ সহস্র২ জাত্যন্তর গত হইয়া স্বকর্ম্ম ফলে ভ্রমণ করিতেছেন যাহারদিগের সম্বন্ধে মনুষ্যত্ব সুদুর্লভ তাহার দিগের মুক্ত্যর্থে এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১৪ ॥

আকাশ অন্তরীক্ষ কি ভূমিষ্ঠ পিতৃগণ বা বান্ধবগণ যে কেহ মৃত হইয়াছেন এবং সংস্কার কর্ম্ম হয় নাই, তাহার দিগের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১৫ ॥

মম পিতৃগণ মধ্যে যেকেহ প্রেতরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন মদ্দত্ত পিণ্ডে তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইয়া পরিমুক্ত হউন। ১৬

যে বান্ধব যে অবান্ধব কিম্বা জন্মান্তরীয় বান্ধব থাকুক, তাহারদিগের উদ্ধারার্থ পিণ্ডদান করি, তাহাতে তাঁহারা অক্ষয়া তৃপ্তিকে লাভ করুণ ॥ ১৭ ॥

পিতৃবংশে ও মাতৃবংশে ও গুরুবংশে ও শ্বশুরবংশে এবং বন্ধুবংশে, মৃত, আর অন্যকোন বান্ধব বংশেই বা মৃতহউক, অন্যৎ অস্মৎকুলে পুত্রদারবর্জ্জিত লুপ্তপিণ্ড হইয়াছেন, এবং ক্রিয়ালোপ গত জড় অন্ধ পঙ্গু, বিরূপ, আমগর্ভ্ভ হত অপর যাহাকে জানি বা না জানি আমার বংশে যে মৃতহইয়াছে, তাহার দিগের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ড বপন করি ॥ তাঁহারা অক্ষয়া তৃপ্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ১৮।

ব্রহ্মাণ্ড সমূহ মধ্যে আমার পিতৃকি মাতৃবংশ জাত, আর আমার এই কুলদ্বয়ে যাহারা দাসভূত, ও ভৃত্য, এবং আশ্রিত কি সেবক অথবা মিত্র কি সখা অপিচ পশু বৃক্ষাদি দৃষ্ট অদৃষ্ট যেকোন ব্যক্তি উপকারী আছেন, অপিচ জন্মান্তরে যে আমার দাসভূতছিল তাহাদিগের উদ্ধারার্থে এই পিণ্ডদান করি ॥ ১৯॥

এই উনবিংশতি পিণ্ডের ষোড়শ পিণ্ড সংজ্ঞাজানিহ,। এই সকল মন্ত্রার্থ বিজ্ঞানে শুভতীর্থে পিণ্ডদানকরায় শুভ ফল দাতার জন্মে, সুতরাং তাহাকেই কৃতজ্ঞপুরুষবলা সম্ভব, ইহাতে যাহারা হেতুবাদ যোজনায়, পিণ্ডলুপ্ত করিয়া জ্ঞানী হইতে চাহেন, তাঁহার দিগকে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যের দিগের মত সভ্যেরাই জ্ঞানি বলিয়া সমাদর করিবেন, এই পিণ্ডদান কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মজ্ঞানের পুষ্টিব্যতীত কোন হানি নাই, যদিইহাতে হানিহয় ভাব সুতরাং যথেষ্টাচারের বিধিই ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ হইবে, ।। অপর আগামী প্রকটিত হইবে ॥

গতবারের শেষঃ।

অথ ক্ষুরিকোপনিষৎ।

যোগনির্ম্মল সারেণ ক্ষুরেণানলবর্চ্চসা।
ছিন্দেৎ নাড়ী শতং ধীরঃ প্রভাবাদি জন্মনি ॥ ১৭ ॥

যোগ প্রভাব বর্ণনার্থে এই শ্রুতি উক্ত হইয়াছে, যথা (যোগেতি) ॥

যোগরূপ * নির্ম্মল লৌহ অগ্নিস্বরূপ ক্ষুরধার দ্বারা † হৃদিস্থিত শতনাড়ীকে ছেদন করিয়া যোগ প্রভাবে ‡ ইহজন্মেই সাধক সুষুম্না পথে ব্রহ্মধামে গমন করিতে পারেন। ১৭ ॥

জাতীপুষ্প সমোযোগা যথাপাস্যতি তৈ

---

* নির্ম্মল লৌহপদে লৌহের সারভাগ প্রকৃত ভাষায় যাহাকে (পোলাৎ বলে।) অর্থাৎ যোগ প্রভাবে জীব নির্ম্মল অর্থাৎ মানস মলায় নির্ম্মল হয়॥

† হৃদিস্থিত শতনাড়ী পদে, হৃদয়ে সুষুম্নার সহিত একশত এক নাড়ী তাহাতে মনের সহিত জীবাত্মা ভ্রমণ করেণ, সেই এক শত নাড়ীতে জীবের গতি রোধ করাকে ছেদন কহেন, নচেৎ এককালিন যে নাড়ীমূল ছেদ্য হইবে এমত তাৎপর্য্য নহে, অর্থাৎ কুম্ভক দ্বারা এক সুষুম্নাতেই প্রবিষ্ট করা যাইবেক ॥

‡ ইহজন্মেই সাধক ব্রহ্মধামে গমন করিতে পারেন ইত্যর্থে বলা হইল যে এরূপ যোগে যোগীর ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে জন্মান্তরের অপেক্ষা করেনা ॥

তিলং। এবং শুভাশুভৈর্ভাবৈঃ সনাড়ীনাং বিভাবয়েৎ॥ ১৮।

যোগী ব্যক্তি জাতী পুষ্পের সম অর্থাৎ* যেরূপ জাতী পুষ্পের গন্ধ মকরন্দ সহিত বহু দিবসে তিলের মধ্যে প্রবিষ্ট এবং তিল স্নেহবৎ পুষ্প বাসিত হয়, তদ্রূপ ভাব দ্বারা যোগীর শুভাশুভ কর্ম্ম মাত্রেই জ্ঞান প্রবিষ্ট হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দীপন করে, অর্থাৎ সকল নাড়ীতে মনের গতি হইলে তাহাকে তত্ত্ব পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেনা॥ ১৮॥

তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে পুনর্জন্মবিবর্জ্জিতাঃ। ততোবিজিত চিত্তস্তু নিঃশব্দং দেশ মাস্থিতঃ॥ ১৯।

এরূপ যোগ ভাবিত চিত্ত সাধক পুনর্জন্মবর্জ্জিত হয়েন, তৎসাধক পক্ষে পুনর্ব্বার কহিতেছেন, অনন্তর বিজিত চিত্ত ব্যক্তি অর্থাৎ সমাহিত চিত্ত সাধক নিঃশব্দ স্থানস্থ হইয়া ভাবনা করিবেন॥ ১৯॥

---

* জাতী পুষ্পের গন্ধ মকরন্দ সহিত তিলেরমধ্যে প্রবেশকরে অর্থাৎ জাতী উপলক্ষণ মাত্র জাতী মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পেরগন্ধে তিলকে গন্ধ যুক্ত করিলে সেই তিলেরতৈলপুষ্পতৈলনামে খ্যাত হয়, অর্থাৎ তিলেতে পুষ্পেতে বহুদিবস একত্ররাখিলে তদ্গন্ধ তাহাতেপ্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ যোগসহকারেকর্ম্মকরিলে সেই কর্ম্ম যোগবৎ জ্ঞানকে উদ্দীপ্তকরেন। এরূপ জ্ঞান কর্ম্মযুক্ত যোগীরা কর্ম্ম পাশে বদ্ধ হয়েন না॥

নিঃসঙ্গ সর্ব্ব যোগজ্ঞো নিরপেক্ষ শনৈঃ শনৈঃ। পাশং ছিত্ত্বা যথাহংসো নির্বিশঙ্কং খমুৎপতেৎ॥ ২০॥

যোগজ্ঞ ব্যক্তি * নিঃসঙ্গ হইবেন অর্থাৎ কোনসঙ্গরাখিবেন না, এবং নিরপেক্ষ হইবেন, অর্থাৎ কোন বিষয়ে বৃত্তি অপেক্ষা করিবেন না, এরূপ সাধক অল্পেং মায়া পাশ ছেদন করিয়া সেইরূপ পরব্রহ্মে অধিগমন করেন, যেরূপ ¶ হংস ‡ পাশচ্ছেদন করতঃ নির্বিশঙ্ক যে আকাশ তাহাতে উদ্গমনকরে॥২০॥

---

* নিঃসঙ্গ পদে সঙ্গরহিত, অর্থাৎ জনসঙ্গ কি ইন্দ্রিয় সঙ্গকোন সঙ্গই নাই, ইত্যর্থেঅনাসক্ত॥ তথাহি। (সঙ্গদুঃখে স্তবেংদুঃখং মমত্বাসক্ত চেতসাং। তস্মাৎ সঙ্গং প্রযত্নেন মুমুক্ষুঃসংত্যজেন্নরঃ॥) সঙ্গই মমতার কারণ ঐ মমতাই; দুঃখের কারণ একারণ মুক্তীচ্ছু সাধকেরা ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গকে যত্নপূর্ব্বকত্যাগ করেন॥

¶ হংস উপলক্ষণ মাত্র পক্ষি মাত্রকেই হংস বলিয়া ধৃত করিয়াছেন,॥

‡ পাশ পদে রজ্জু অথবা শৃঙ্খল, জীবের পাশ মায়ারজ্জু অর্থাৎ ঘৃণা, লজ্জা, মানাপমান লাভালাভ, জয় পর জয় প্রভৃতিকে পাশ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। এইপাশে মুক্ত হইলেই ব্রহ্মতা প্রতিপন্নহয়, যথতান্ত্রং (পাশবদ্ধোসদাজীব পাশ মুক্তঃ সদাশিবঃ) ইত্যাদি, যাবৎ পাশবদ্ধ তাবৎ জীবসংজ্ঞা পাশমুক্ত হইলেই শিবত্ব হয়;॥ এইপাশ গ্রন্থিকেইমমতাবলে, যথা (মমেতি বদ্ধতে জন্তু র্নির্ম্মমেতি নবদ্ধতে॥ আমি আমার শব্দ যাবৎ তাবৎ বন্ধ, আমিও নহি, আমার কেহনহে ইত্যাকার জ্ঞান জন্মিলেই নির্ব্বন্ধন হয়॥

অধ্যায়সরীয় সমাপ্তঃ।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাংজ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্ময় ত্বং মনোমে।

২০ সংখ্যা শকাব্দঃ ১৭৭৬ সন ১২৬১ সাল ৩১ ভাদ্র শুক্রবার

অথ ক্ষুরিকোপনিষৎ।

গতবারের শেষঃ।

ছিন্নপাশ স্তথাজীবো সংসারং তরতে
সদা। যথা নির্ব্বাণ কালেতু দীপো দগ্ধা
লয়ং ব্রজেৎ॥ ২১॥

ছিন্নপাশ হইলে জীব সেইরূপ সংসার হইতে নিস্তার

হয়, যেরূপ নির্ব্বাণ কালে দীপ তৈল বর্ত্তিকে দগ্ধ করিয়া (১) অদৃষ্টরূপ মহাগ্নিতে লয়কে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২১ ॥

তথা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি যোগীদগ্ধ্বা লয়ং ব্রজেৎ ॥ প্রাণায়াম সুতীক্ষ্ণেন মাত্রা ধারেণ যোগবিৎ। বৈরাগ্যো পলপৃষ্ঠেন ছিত্ত্বা তন্তুন্ন বধ্যতে ॥ ২২ ॥

সেইরূপ সমস্ত কর্ম্মকে যোগাগ্নিদ্বারা দগ্ধকরিয়া যোগ সাধক যোগী পরব্রহ্মে লয়কে প্রাপ্ত হয়েন। সেইশব্দ অত্র পূর্ব্বোক্ত বিচারসিদ্ধ, অর্থাৎ যেমন দীপ তৈল বর্ত্তিকে দগ্ধ করিয়া মহাগ্নিমণ্ডলে লয় হয় ॥০॥ অন্যদপি সর্ব্বানুষ্ঠানাপেক্ষা প্রাণায়াম যোগেই পরিমুক্ত হয়, যথা। প্রাণায়াম রূপা অস্ত্র মাত্রারূপসুতীক্ষ্ণধার, সেইধারদ্বারা বৈরাগ্যরূপ প্রস্তর পৃষ্ঠে রাখিয়া § মায়া রজ্জুকে ছেদন করিয়া যোগবিৎ সাধক পরিমুক্ত হয়েন, আর সংসার বন্ধে বদ্ধ হয়েন না ॥ ২২ ॥

মহাগ্নি মণ্ডল পদে দশ কলাত্মক অগ্নিমণ্ডল, তাহার অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, তদধিষ্ঠিত অক্ষর (মকার) একারণমকারকে ব্রহ্মরূপে প্রণবাক্ষর কহেন। দ্বাদশ কলাত্মক সূর্য্যমণ্ডল, তাহার অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু, তদধিষ্ঠিত অক্ষর (অকার)

---

(১) অদৃষ্টরূপ মহাগ্নি পদে অগ্নি সর্ব্বদাই আছেন অর্থাৎ ঊর্দ্ধ স্থিত মণ্ডলাকার দশকলাত্মক মহাগ্নি অদৃষ্ট, তদ্রূপ অখণ্ড মণ্ডলাকার তুরীয়াখ্য ধাম স্বরূপ পর ব্রহ্ম ও অদৃষ্ট ॥

§ মায়ার রজ্জু পদে ত্রিগুণ, সেইগুণেবদ্ধব্যক্তির মুক্তিনাইপুনঃ২

একারণ অকারকে বিষ্ণুরূপে প্রণবাক্ষর কহেন। ষোড়শ কলাত্মক চন্দ্রমণ্ডল, তাহার অধিষ্ঠাতা শিব, তদধিষ্ঠিত অক্ষর (উকার) একারণ উকারকে শিবরূপে প্রণবাক্ষর কহেন॥ ইহার সংযোগ কারিণী বিদ্যা, সেই বিদ্যাকে নাদবিন্দুরূপে উমা কহে, একারণ দ্বিবিন্দু যুক্ত প্রণব হয়েন, সেই প্রণবই প্রাণায়াম মাত্র। সাক্ষাৎ ব্রহ্ম সগুণাবতার, তদবলম্বন ব্যতীত উপাসনা হয় না, চৈতন্য স্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মেরই রূপ, এতদ্ভিন্ন শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্মের ভাবনা নাই, সুতরাং তৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি প্রভৃতির যে উপাসনা সে সকল উপাসনাই পরব্রহ্মের হয়॥২২

ইতি ক্ষুরিকোপনিষৎ সমাপ্তা॥

অথ মানবশরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

এবং সখ্যাদি ভেদেন নাড়ীজ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ। স্বর্গেপি দুর্ল্লভা বিদ্যা গোপনীয়া প্রযত্নতঃ॥ ৪৪॥ যামলং।

যাতায়াত করিতে হয়। যথা (আশ্চর্য্যেয়ং হরের্মায়া ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী। তয়ামুক্তো নচলতি বদ্ধোধাবতিধাবতি।) এই ভগবন্ময়া ত্রিগুণা আশ্চর্য্য রজ্জুরূপা হয়েন, তাহাতে যাহারা বান্ধা পড়ে তাহারা পুনঃ২ ধাবমান হয়, আর যাহারা তাহাতে মুক্ত তাঁহারা নিশ্চল হইয়া থাকেন, সুতরাং সেই রজ্জুকে আশ্চর্য্য কহা যায়॥ অতএব মায়ার রজ্জুকে যোগদ্বারা ছেদন করিতে না পারিলে পরিমুক্তি নাই; মায়াদাসের পরিশ্রম ব্যতীত আর কি সুখলাভ হইতে পারে॥

এবম্প্রকার সংখ্যাদি ভেদে পণ্ডিত কর্ত্তৃক মৃত্যুনাড়ী জ্ঞেয়া হইয়াছে, হে পার্ব্বতি, এই নাড়ীচক্র বিদ্যা স্বর্গেতেও দুর্ল্লভা, অতএব যত্নপূর্ব্বক গোপনকরিবেক। ৪৪

ভার প্রবাহ মূর্চ্ছাভয় শোকপ্রমুখকরণান্নাড়ী সংমূর্চ্ছিতাপি গাঢং পুনরপি সজীবিতংধত্তে ॥ ৪৫ ॥ যামলং।

* ভারবহন, এবং (১) কুর্দ্দন, ও মূর্চ্ছা, ও ভয় ও শোকাদি কারণ হইতে নাড়ী সংমূর্চ্ছিতা অর্থাৎ স্থগিতের ন্যায় অতিশয় হয়, সেই নাড়ী পুনর্ব্বার জীবিত ধারণ করে, অর্থাৎ নাড়ীর স্বাভাবিকীগতি হয় ॥ ৪৫ ॥

পতিতঃ সন্ধিতো ভেদী নষ্টশুক্রশ্চ যো ভবেৎ। শাম্যতে বিস্ময়স্তস্য নকিঞ্চিন্মৃত্যু কারণং ॥ ৪৬ ॥ যামলং ॥

পতিত ব্যক্তি, এবং সন্ধিস্থানে ভেদ বিশিষ্ট ব্যক্তি, আর যেব্যক্তি নষ্ট শুক্রহয়। সেই ব্যক্তি চিকিৎসনীয় হইলে শমতা প্রাপ্ত হয় তাহার বিস্ময় নাই যেহেতু এসকল উপদ্রব কিঞ্চিৎ ও মৃত্যুর কারণ নহে ॥ ৪৬ ॥

---

* ভারবহন পদে নাড়ী বিকারাপন্না অর্থাৎ শ্লেষ্মা ভারবহে।

(১) কুর্দ্দন পদে উল্লম্ফ দ্বারাগতি। এবং মূর্চ্ছা ও ভয় ও অতিশয় শোকে নাড়ী স্তম্ভিতা অর্থাৎ মৃত্যু অবস্থার ন্যায় হয়; কিন্তু ইহাতেও পুনর্ব্বার বাঁচে অতএব সদ্বৈদ্যেরা বৈচক্ষণ্য দ্বারা লক্ষ করিবেন হটাৎ সেরোগীকে ত্যাগ করিবেন না। ভারবহনে অন্য দর্শ এইযে বিষ ভারে ও নাড়ী স্তম্ভিতা হয়; কুর্দ্দন পদে অতিশয় বায়ুতে ও স্তম্ভিতা থাকে ॥

তথাভূতাভিষঙ্গেহি ত্রিদোষ বদুপস্থি
তা। সমাঙ্গাবহতে নাড়ী তথানচ ক্রম
ঙ্গতা ॥ ৪৭ ॥ যামলং।

অনন্তর * ভূতাভিষঙ্গেতে যেমন নাড়ীত্রিদোষের ন্যায়
উপস্থিতা হয়, এবং । সমান অঙ্গবহে, ‡ তেমন ক্রম
প্রাপ্তানহে ॥ ৪৭॥

অপমৃত্যু র্নরোগাশ্চ নাড়ীতৎ সন্নি-
পাতবৎ ॥ ৪৮ ॥ যামলং ॥

যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত উপদ্রবে মৃত্যুর ঘটনাহয় তাহাকে
রোগকহেনা, কিন্তু তাহাতে সন্নিপাতের ন্যায় নাড়ীবহে
একারণ সেই মৃত্যুকে অপমৃত্যুবলে॥ ৪৮।

ইত্যর্থে জানাইয়াছেন, যে যতপ্রকার ॥ অপমৃত্যু
হউক কিন্তু তৎপূর্ব্বে সন্নিপাত জ্বরকে আনয়ন করে। ৪৮

---

* ভূতাভিষঙ্গ পদে প্রেতপিশাচাদির আশ্রয় বিশিষ্ট ব্যক্তির
নাড়ী ত্রিদোষ বিকারবৎ বহে অর্থাৎ কেহ বিকার ভিন্নলক্ষ করি
তে পারেনা।

। সমান অঙ্গবহে ইত্যর্থে বায়ু পিত্ত কফ তিন নাড়ীই বিগুণে
সমান বহে ।।

‡ তেমন ক্রমনহে এতদর্থে বিকারাপন্না নাড়ী যেরূপ উপদ্রব
বিশিষ্টা তদ্রূপ নহে ॥

॥ অপমৃত্যু পদে বিষ, শস্ত্র, উদ্বন্ধন, জলমগ্ন, সর্প দংশনঅতি.
পতন দংষ্ট্রী শৃঙ্গীকরণক আঘাত প্রভৃতি দ্বারা মৃত্যু॥

অন্যচ্চ।

স্বস্থান হীনা শোকেচ হিমাক্রান্তেচ নি-
গদাঃ॥ ভবন্তি নিশ্চলা নাড্যো নকি-
ঞ্চিত্তত্র দূষণং॥ ৪৯॥ যামলং॥

শোকে এবং হিমেতে আক্রান্ত হইলে নাড়ী স্বস্থানছাড়ি-
য়া যায়, বা স্তম্ভিত হয়, অর্থাৎ নিশ্চলাহয়, তাহাকে
ব্যাধিকহেন, সেই নাড়ী কিঞ্চিদাময়ের ও কারণ ভূতা
নহে॥ ৪৯॥

অন্যদপি।

স্তোকং বাতকফং দূষ্টং পিত্তংবহতি
দারুণং। পিত্তস্থানং বিজানীয়াৎ ভেষ
জ স্তস্যকারয়েৎ॥ ৫০। যামলং॥

মনুষ্যর স্বাভাবিক শরীরে নাড়ী পরীক্ষাকালে যদি
বায়ুকফ অল্পদূষ্ট পিত্ত অতি দারুণ বহে, তবে বৈদ্যের
উচিত পূর্ব্বোক্ত পিত্ত স্থানকে নিশ্চয় জানিয়া পিত্ত সা-
ম্য নিমিত্ত যথোক্ত ঔষধ প্রদান করিবেন॥ ৫০॥

পুনরপি।

স্বস্থানচ্যবনং যাবদ্ধমন্যা নোপজায়তে।
তৎস্থূচিহ্নস্য সত্বেপি নাসাধ্যত্ব মিতি-
স্থিতিঃ॥ ৫১॥ যামলং॥

নাড়ী স্বস্থান হইতে চ্যুতা যাবৎ না হয়, সেই স্পন্দের চিহ্নের সত্ত্বেও তাবৎ তাহার অসাধ্যত্ব কল্পনা। অর্থাৎ নাড়ী স্বস্থানে থাকিলে আরোগ্য হইতে পারে॥ ৫১॥

যদায়ং ধাতুমাপ্নোতি তদানাড়ী তথা-গতিঃ। তথাহি সুখসাধ্যত্বং নাড়ীজ্ঞা-নেন বুধ্যতে॥ ৫২॥ যামলং॥

যেকালে নাড়ী * যেধাতুপ্রাপ্তা হয়, সেইকালে নাড়ীর সেই প্রকার গতি. তাদৃশ † সুখ সাধ্যত্ব নাড়ীজ্ঞানের দ্বারা বোধকরিবেক॥ ৫২॥

নাড়ীযথা কালগতিস্ত্রয়াণাং প্রকোপ-শান্ত্যাদিভি রেবভূয়ঃ॥ ৫৩॥ যামলং।

॥ দোষত্রয়ের যকাল সেকালে নাড়ীগতি সেইরূপা হয়। পনর্ব্বার (।) দোষত্রয়ের প্রকোপশান্তিতে তদ্রূপ গতি। § অর্থাৎ দোষপ্রকোপে ব্যাধিযুক্তা যাদৃশী গতি, দোষ শান্তিতে তাদৃশ প্রকৃতি গতি হয়॥ ৫৩॥

---

* যেধাতুপ্রাপ্তা পদে বায়ু পিত্ত কফাদির মধ্যে যাহার বৈগুণ্য হয়, নাড়ী সেইরূপ বোধিকা হয়।

† সুখসাধ্যত্ব পদে তদনুরূপ প্রয়োগ করিবেক।

॥ দোষত্রয় পদে পিত্তশ্লেষ্মা বায়ু প্রকোপ কাল।

(।) দোষত্রয় শান্তিপদে প্রয়োগ দ্বারা ধাতু কোপের শান্তি হইলে নাড়ীর স্বাভাবিকী গতি হয়॥

§ উক্তার্থে কালত্রয় ব্যাখ্যায় নাড়ীগতি স্থির করিয়াছেন, যথা

অনন্তর আহার জনিত দ্রব্যানুসারে নাড়ীগতি জ্ঞান॥

পুষ্টিস্তৈলে গুড়াহারে মাষেচ লগুড়াকৃতিঃ। ক্ষীরেচ স্তিমিতা বেগা মধুরে ভেকবদ্গতিঃ ॥ ৫৪ ॥ যামলং।

তৈল এবং গুড় আহার করিলে নাড়ী পুষ্টি হয়, মাষকলাই আহারে লগুড়াকার অর্থাৎ লাঠির মত বক্র, দুগ্ধাহারে স্নিগ্ধাগতি অথবা মন্দাগতি হয়। মধুর দ্রব্য ভক্ষণে (!) ভেকের ন্যায় গতিতে বহে ।৫৪ ॥

অন্যদপি মধুরাহার গতিঃ।

মধুরে বর্হিগমনা তিক্তেস্যাৎ স্থূলতা গতিঃ। অম্লেকোষ্ণা প্লবগতিঃ কটুকে ভৃঙ্গসন্নিভা ॥ ৫৫ ॥ যামলং।

অন্যৎ মধুরাহারে ময়ূরের মত গতি ও কেহ২ কহেন। তিক্তাহারে স্থূলাগতি অম্ল ভক্ষণে ঈষৎ উষ্ণাগতি অর্থাৎ

প্রভাতে শ্লেষ্মাগতি মধ্যাহ্নে পিত্তগতি ! সায়াহ্নে বায়ুগতি ॥ প্রদোষে পিত্তগতি ! মধ্যে বাতশ্লেষ্মাগতি। উষাতে কফগতি ॥ অন্যদপি বসন্তে কফ, গ্রীষ্মে পিত্তশ্লেষ্মা ! বর্ষাতে বায়ু; শরতে পিত্ত, হেমন্তে বাতশ্লেষ্মা, শিশিরে ও বাতশ্লেষ্মা গতি জানিহ !

(!) ভেকের গতি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ॥

ভেকের ন্যায় গতি হয়। কটু অর্থাৎ ঝালদ্রব্য ভক্ষণে ভ্রমরের সদৃশ গতি জানিহ ॥ ৫৫ ॥

কষায়ে কঠিনা ম্লানা লবণে সরলাদ্রুতা। এবং দ্বিত্রিচতুর্যোগে নানাধর্ম্মবতীধরা ॥ ৫৬ ॥ যামলং ॥

কষায়রসে নাড়ীর কঠিনাগতি অথচ ম্লানে হয়, লবণাহারে সরলা এবং দ্রুতগতিতে বহে। এই প্রকার দুই তিন চারি দ্রব্য যোগে নানাগতিতে নাড়ীবহে। অর্থাৎ কখন তীব্র কখন স্থিরা কখন ম্লানা কখন উষ্ণ, কখন মন্দাবহে ॥ ৫৬ ॥

অন্যচ্চ।

দ্রবেতি কঠিনা নাড়ী কোমলা কঠিনাশনে। দ্রবদ্রবস্য কাঠিন্যে কোমলা কঠিনাপিচ ॥ ৫৭ ॥ যামলং।

দ্রবদ্রব্য আহারে নাড়ী কঠিনা হয় আর কঠিনদ্রব্য আহারে নাড়ী কোমলা গতিক্রমে বহে, অন্যৎ দ্রব ও কঠিনএতদ্দ্ব দ্রব্যভোজনকঠিন কোম [illegible] শস্তাহ ।৫৭

অম্লৈশ্চমধুরাম্লৈশ্চ নাড়ীশীতা বিশেষতঃ চিপিটৈ ভৃষ্টদ্রব্যৈশ্চ স্থিরা মন্দতরা ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥ যামলং।

অম্ল ভক্ষণে এবং মধুরাম্ল অর্থাৎ মিষ্টযুক্ত অম্ল ভক্ষণে,

নাড়ী শীতলা হয়, অর্থাৎ কফসংজ্ঞা হয়। আর (১) চিপি-টক ও ভৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণেতে নাড়ী স্থিরা ও মন্দ গতিতে বহে। ৫৮ ।

কুষ্মাণ্ডৈর্মূলকৈশ্চৈবমন্দমন্দাচনাড়িকা।
শাকৈশ্চ কদলৈশ্চৈব রক্তপূর্ণেব না-
ড়িকা ॥ ৫৯ ॥ যামলং ॥

কুষ্মাণ্ড এবং মূলা ভক্ষণে নাড়ীর মন্দমন্দ গতি হয়, শাক ভক্ষণে ও কদলীফল ভক্ষণেতে রক্তপূর্ণসদৃশা অর্থাৎ রক্তপিত্ত জনিত নাড়ী যেরূপ সেইরূপে বহে। ৫৯ ॥

মাংসাৎ স্থিরাবহানাড়ী দুগ্ধে শীতাবলী
য়সী। গুড়ৈঃক্ষীরৈশ্চ পিষ্টৈশ্চ স্থিরা
মন্দবহা ভবেৎ ॥ ৬০ ॥ যামলং

মাংসভক্ষণে নাড়ী স্থিরা অর্থাৎ সামান্যগতিতে বহে। আর * দুগ্ধ পানে শীতল অথচ বলবতী হয়। গুড় ও ¶ ক্ষীর এব ‡ পিষ্টকাদি ভক্ষণে নাড়ীস্থিরা এবং মন্দবহা অর্থাৎ মৃদুগতিতে বহে ॥ ৬০ ।

---

(১) চিপিটক পদে প্রাকৃত ভাষায় চিঁড়াবলে। ভৃষ্টদ্রব্যপদে ভাজাদ্রব্য অর্থাৎ তণ্ডুল কলাই প্রভৃতি ভাজা ॥

* দুগ্ধপান পদে বলকা দুগ্ধপান।

¶ ক্ষীর পদে শুষ্ক দুগ্ধ।

‡ পিষ্ট পদে এস্থলে রুটি কি লুচি নহে, তণ্ডুলাদি চূর্ণিত পুরকাদি সংযুক্ত পিঠে ॥

গুড়রম্ভা মাংসরুক্ষ শুষ্ক তীক্ষ্ণাদি ভোজনাৎ। বাতপিত্তাত্তিরূপেণ নাড়ীবহতি নিশ্চিতা ॥ ৬১ ॥ যামলং

* গুড় ও (।) রম্ভা ॥ মাংস ও রুক্ষ ও শুষ্ক, ও তীক্ষ্ণাদি দ্রব্যভোজন দ্বারা নাড়ী বাতপিত্ত পীড় রূপের সদৃশ। গতিতে বহে ॥ ৬১ ॥

প্রাতঃস্নিগ্ধময়ীনাড়ী মধ্যাহ্নে পুষ্ণতান্বিতা। সায়াহ্নে ধাবমানাচ রাত্রৌ বেগ বিবর্জ্জিতা ॥ ৬২ ॥ যামলং

প্রাতঃকালে নাড়ী স্নিগ্ধময়ী থাকেন। মধ্যাহ্নে উষ্ণতা যুক্তা হয়েন, সায়ংকালেধাবমানা অর্থাৎ বেগবতী রাত্রিকালে বেগবর্জ্জিতা হয়েন ॥ ৬২ ॥

গুড়পদে ইক্ষুসম্ভবগুড়েরকথা পূর্ব্বেকহিয়াএখানেজম্বুরাদিরসজনিত গুড়ের প্রসঙ্গ কহেন ॥

(।) রম্ভাপদে পূর্ব্বে যেরম্ভা কহিয়াছেন তদতিরিক্ত এখানে কাঁটালি ও কাঁচাকদলীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥

॥ মাংসপদে ছাগাতিরিক্ত। রুক্ষপদে চৈতিপিপ্পলী গোলমরিচাদির অতিরিক্ত (লঙ্কা মরিচ) কহিয়াছেন ॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল ও সন ১২৫৮ সাল ও সন ১২৫৯ সাল ও সন ১২৬০ সাল এতদ্বৎসর ষট্কের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৬ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মূল্য নিরূপণ প্রতি খণ্ডে ৬ ছয় মুদ্রা যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফর্মার বাটীতে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জন প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত তদর্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিসংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠা মূল্য চারি আনা মাত্র নির্দ্ধার্য্য করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিমতলা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বংমনোমে।

২`১ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৬ সন১২৬১সাল ১৫ আশ্বিন শনিবার

অথ সন্দেহ নিরসনং।

গতবারের শেষঃ।

পরমহংসোক্তিঃ।। অরেবৎস; সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করহ। এতৎসংসারে মাতাপিতার সদৃশ পুত্রের বন্ধু ও গুরু কেহই নহেন। ইহাঁরা সর্ব্বতঃপ্রকারে পুত্রেরদিগের হিতান্বেষণা করেন; পিতাপেক্ষা মাতার কার্য্যাতিরি-

ক্তের কারণ ধারণ পোষণ সুতরাং মাতাধরণী তলে গ-রীয়সী গুরু ইহা মাতৃ ষোড়শী শ্রাদ্ধে বিস্তারিত করিয়া কহিয়াছেন। যাবৎ পুত্র বালক থাকে তাবৎ মাতা অ-ল্পাহারবতী হয়েন; এবং পুত্রের ব্যাধি জন্মিলে অরো-গিণী হইয়াও মাতা উপবাস কষ্ট গ্রহণ করেন; পুত্রের বিষ্ঠা মুত্রে ঘৃণা শূন্যা; রাত্রিকালে যদ্যপি পুত্র শৌচ প্রস্রাবাদিকরে; তাহাতে মাতা বিরক্তা নাহইয়া ঐ বিষ্ঠা মুত্র যুক্ত বস্ত্র পরিধানেই সমস্ত রাত্রি যাপনা করেন; যদি কোন সময় মাতা আহার করিতেছেন; এমতকালে পুত্রক্রোড়ে থাকিয়া শৌচ প্রস্রাবাদি করে; এবং সেই প্রস্রাবাদি যদি ভোজনপাত্রে পতিত হয় তাহাতে জন নী ঘৃণা নাকরিয়া ঐ অন্নকে অম্লান মুখে আহার করেন; ও মাতার আহার কালে প্রসুপ্ত পুত্র রোদ্যমান হইলে মাতা তৎক্ষণাৎ মুখস্থিত গ্রাসকেপরিত্যাগ করতঃ সন্তা নের সান্ত্বনার্থে স্তন্যার্পণ করেন; যিনি পুত্রের দুঃখে দুঃখী; সুখে সুখী আর পুত্রের উৎকট রোগোপস্থিতে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিরত ক্রন্দনেই কাল যাপন করেন; এবং গর্ভাগম কালেঅত্যন্ত পীড়াভোগ করেন; ও অবিরত অলসান্বিতা ও আহারে অরুচিতা সর্ব্বদা ভূতলশায়িনীও বাম্যযুক্তা এবং রূপলাবন্যাদির পরিক্ষয় হইয়া বিরূপিণী হয়েন; সেই হিতৈষিণী জননীর দুঃখ দায়ক পুত্রকে অসৎপুত্র ব্যতীত আর কি কহিতে হয়; অনন্ত গুণ শালিনী গর্ভধারিণীর মহিমা বর্ণনে কে শক্তিমান আছে; সংক্ষেপতঃ স্থূলে কিঞ্চিৎ কহিলাম;

অবনিমণ্ডলে মাতা পিতা পুত্রার্থে যেরূপ কষ্ট পরিগ্রহ করেন; তাহা বর্ণন করিতে বাগ্বাদিনীজড়ী ভূতা হয়েন; এক্ষণে কাল প্রভাবে এরূপ দুষ্পুত্র সকল জন্মিতেছে; যে সর্ব্বদাই তাঁহারদিগের প্রতিকূলতাচরণে নিযুক্ত ক্ষণ মাত্রেও তৎকৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না বরং তদপেক্ষা তাঁহারদিগকে তিরস্কার করিয়া অনায়াসেই অসৎ সভায় অসদ্ব্যক্তির নিকট অসদুপদেশে ধর্ম্মাতিরিক্ত পরম ধর্ম্মের আলোক দর্শন করিতেছে; অন্যদপি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মতাবলম্বি দিগের কল্পিত সভায় সভ্য হইয়া পিতামাতারউদ্দেশে পিণ্ডদানাদির প্রতি হেত্ত্ববাদ করতঃ তাবৎ ক্রিয়াকে উৎসন্নপর্য্যঙ্কোপরিশয়ন করাইতেছে ইহা ক্ষণকালও ভাবে না যে আমার দিগের নিমিত্ত মাতাপিতায় যেরূপ কষ্ট পরিগ্রহ করিয়াছেন; তাহার কোটিং অংশের মধ্যেও তাহাঁরদিগের মৃত দিবসাবধি সপীণ্ডকরণ পর্য্যন্তানিয়ম গ্রহণকে একাংশরূপে গণনাকরাযায়না; অর্থাৎ কেহ দশদিবস কেহবা দ্বাদশ কেহবা পঞ্চদশ অপরে একমাস অশৌচ গ্রহণে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করেন; এবং তদুদ্দেশে শক্ত্যনুসারে যৎকিঞ্চিৎধন ব্যয়করা ইহাতাঁহার দিগের দ্বারা জন্মকালাদি যৎপরিমাণে পরিশ্রম দ্বারা পুত্র রক্ষার্থ ব্যয় হইয়াছে তাহার কোটি অংশেও গণ্যকরাযায়না; সুতরাং এরূপ মাতা পিতার কৃতজ্ঞতাঙ্গীকারে অনঙ্গীকৃত ব্যক্তিকে যদি জ্ঞানী ও সভ্যবলাযায় তবেঅবশ্যই তদ্ভক্তিমান ব্যক্তিরা অজ্ঞানিত্বপদে অভিষিক্তহইবেন। যাহা হউক পিতা

মাতার সময়ানুসারে যাহারা শ্রাদ্ধ তর্পণ দানাদি না করে তাহারা ধার্ম্মিক বা জ্ঞানি পদের বাচ্য কিহইবে বরং মনুষ্যপদের বাচ্য ও হইতে পারেন; যেহেতু মনুষ্যত্ব মনুষ্যেই বর্ত্তে; পশ্বাদিরাওঈশ্বর সৃষ্ট কিন্তু পিতা মাতা যে কি পদার্থ; তাহার পরিগ্রহ নাই;॥ যথা

অথ মাতৃষোড়শী।

গর্ব্ভাদবগমেচৈব বিষমে ভুমিবর্ত্মনি। তস্যনিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১ ॥ বায়বে।

গর্ব্ভে হইতে অবগমকালে মাতা ভূমিতে শয়ন করেন; সেই বিষমাবস্থায়মাতার যে ক্লেশ হইয়াছিল † তাহার নিষ্কৃতির নিমিত্তে আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করি ॥ ১ ॥

মাসিমাসি কৃতং কষ্টং বেদনা প্রসবে যচ। তস্যনিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ২ ॥ বায়বে।

প্রথম গর্ব্ভাবধি মাসেং যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন; এবং প্রসবকালে যেবেদনায় অভিভূতা হইয়াছিলেন; তাহারনিষ্কৃতির নিমিত্তে আমি মাতৃপিণ্ড প্রদানকরি। ২

---

† অর্থাৎ মাতার যে ক্লেশ সে শুদ্ধ আমার নিমিত্তই হইয়াছিল, ইহা পিণ্ডদানকালে স্মরণ করাইয়াছেন, সুতরাং কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক তদুদ্দেশে পিণ্ডদান করা পত্রদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য ॥

শৈথিল্যে প্রসবে চৈব মাতুরত্যন্ত দু
ষ্করং। তস্যনিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং
দদাম্যহং ॥ ৩ ॥ বায়বে।

দেহশৈথিল্য হইয়া প্রসবকালে যে মাতার, অত্যন্ত দু
ষ্কর ক্লেশপ্রাপ্তি হয়; এবং যন্নিমিত্ত মাতা মরণ কালের
ন্যায় যাতনা পাইয়াছিলেন; তাহার নিষ্কৃতির নিমিত্তে
আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করি ॥ ৩ ॥

পদ্ভ্যাং জনয়তে মাতুর্দুঃখঞ্চৈব সুদ-
স্তরং। তস্যনিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপি
ণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৪ ॥ বায়বে

যদিস্মাৎ অগ্রে পাদদ্বয় জন্মে অর্থাৎগর্ব্ভেহইতে অগ্রে
* পাদদ্বয় নিষ্ক্রান্ত হইলে মাতার অত্যন্ত সুদুস্তর দুঃখ
উপস্থিত হয়; সেই দুঃখের নিষ্কৃতির নিমিত্ত এবং মাতৃ
ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান
করি ॥ ৪ ।

অগ্নিনা শোষতে দেহং ত্রিরাত্রা নশনে
ষুচ। তস্যনিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং
দদাম্যহং ॥ ৫ ॥ বায়বে

---

* পাদদ্বয় অগ্রে জন্মে, এস্থানে বচনে (পদ্ভ্যাং) শব্দ আছে; কিন্তু কেহকেহ (দদ্ভ্যাং) পাঠ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ আতদন্ত পুত্র প্রসব পর হয় ॥

প্রসবানন্তর মাতা তিনরাত্রি অনশন থাকিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে অনবরত শরীরকে শোষণ করিয়াছিলেন এবং তন্নিমিত্ত যে তাহাঁর অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল; তাহার নিষ্কৃতির নিমিত্ত আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করি ॥ ৫।

পিবেচ্চ কটুদ্রব্যানি ক্লেশানিবিবিধানিচ। তস্যনিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৬ ॥ বায়বে ॥

পেয়াদি কটুদ্রব্য সকল ভোজনে মাতা যে বিবিধপ্রকার ক্লেশকে ভোগ করিয়াছেন; তাহার নিষ্কৃতি কার্য্যের নিমিত্ত আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করি ॥ ৬ ॥

দুর্ল্লভং ভক্ষদ্রব্যস্য ত্যাগেবিন্দতি যৎ ফলং। তস্যনিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৭ ॥ বায়বে।

দুর্ল্লভ ভক্ষদ্রব্য ত্যাগে যে ক্লেশহয়; মাতা সেই সকল দ্রব্য প্রাপ্তে ও স্নেহানুরোধে পরিত্যাগ করিয়া যে যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন; তন্নিষ্কৃতি কার্য্যের নিমিত্ত আমি মাতৃপিণ্ডপ্রদান করি ॥ ৭ ॥

রাত্রৌ মুত্র পুরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃকর্পটং। তস্যনিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৮ ॥ বায়বে।

যাত্রিকালে মূত্রবিষ্ঠাতে ভিন্নহয় মাতার পরিধেয় বস্ত্র তাহাতে মাতা কোন ক্লেশবোধ করেন না; এমন হিতৈষিণী মাতা পুত্ররক্ষার্থে সেক্লেশ সহ্যকরেন; তন্নিষ্কৃতি কার্য্যের নিমিত্ত আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করি; ॥ ৮ ॥

পুত্রং ব্যাধিসমাযুক্তং মাতৃদুঃখ মহর্নিশং। তস্যনিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৯ ॥ বায়বে

পুত্রব্যাধিযুক্ত হইলে মাতার অতন্ত্রিত দিবারাত্রি দুঃখভোগ হয়; অর্থাৎ উপবাসাদি এবং কটুতিক্তি কষায়ণাদি ঔষধভক্ষণে যন্ত্রণা ভোগকরেণ; তাহার নিষ্কৃতি কার্য্যের নিমিত্তে আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করি ॥ ৯ ॥

যদা পুত্রোনলভতে তদামাতুশ্চ শোচনং। তস্যনিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১০ ॥ বায়বে।

যাবৎ মাতাপুত্র লাভ নাকরেন তাবৎকাল মাতা অত্যন্ত শোকাতুরা থাকেন; অর্থাৎ পুত্রজন্যে ব্যাকুলা হয়েন; সেই যন্ত্রণার নিষ্কৃতির নিমিত্ত আমিমাতৃপিণ্ড প্রদান করি ॥ ১০ ॥

ক্ষুধয়া বিহ্বলেপুত্রে দদাতি নির্ভরং স্তনং। তস্যনিষ্কৃতিকার্য্যায মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১১ ॥ বায়বে।

পুত্র ক্ষুধাতে বিহ্বল হইলে মাতা সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ স্তনদানে নির্ভর করেন; অর্থাৎ আপনার আহারাদি ও পরিত্যাগকরেন তন্নিষ্কৃতি কার্য্যের নিমিত্তে আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করি ॥ ১১ ॥

দিবারাত্রৌ যদামাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃ২ ।
তস্যনিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১২ ॥ বায়বে।

দিবারাত্রি পুনঃ২ স্তনপান দ্বারা মাতার অঙ্গ শোষণ হয়; তথাপি তাহাতে মাতা ক্লেশজ্ঞান করেন না তন্নিষ্কৃতি কার্য্যের নিমিত্তে আমি মাতৃপিণ্ডপ্রদান করি ।১২

পূর্ণেতু দশমে মাসি মাতুরত্যন্ত দুষ্করং ।
তস্যনিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৩ ॥ বায়বে।

যখন গর্ভস্থবালকতখন মাতার অত্যন্তক্লেশ; বিশেষতঃ দশমাসপরিপূর্ণ সময়ে মাতার দুষ্কর যন্ত্রণা হয়; তন্নিষ্কৃতি কার্য্যের নিমিত্তে আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করি ॥ ১৩ ॥

গাত্র ভঙ্গো ভবেন্মাতু স্তৃপ্তিং নৈবপ্রযচ্ছতি। তস্যনিষ্কৃতিকার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৪ ॥ বায়বে।

গর্ব্ভ হবাসক মাতা সর্ব্বদাগাত্রভঙ্গহয়; বিশেষতঃ চরম মাসে অঙ্গগ্রন্থি সকল শৈথিল্য হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ এবং কোনমতে তৃপ্তি হয়না; তন্নিষ্কৃতি কার্য্যের নিমিত্তআমি মাতৃপিণ্ড প্রদানকরি ॥ ১৪ ॥

অল্পাহারবতী মাতা যাবৎ পুত্রোঽস্তি বালকঃ। তস্যনিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৫ ॥ বায়বে।

যাবৎ পুত্র বালক থাকে তাবৎ মাতা অল্পাহারবতী হয়েন; । অর্থাৎ পুত্র রক্ষার্থ নিয়মাহার করিয়া থাকেন; কোনমতে ইচ্ছানুসারে কিছুমাত্র ভোজনকরিতে পারেননা; অনভিলষিত আহার জন্য যেক্লেশ তন্নিষ্কৃতি কার্য্যের নিমিত্তে আমি মাতৃপিণ্ড প্রদানকরি ॥ ১৫ ॥

যমদ্বারে মহাঘোরে পথিমাতুশ্চ শোচনং। তস্যনিষ্কৃতিকার্য্যায়মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৬ ॥ বায়বে ॥

মহাঘোর রূপ যমদ্বারের যেপথ তাহাতে যে মাতার অভিশোচন হয়; তন্নিষ্কৃতি কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মাতার সুরলোক গমনের নিমিত্ত আমি মাতৃপিণ্ড প্রদান করি ॥ ১৬ ॥

অতএব; রেবৎস; এইকৃতজ্ঞতা স্মরণার্থ মাতাপিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে শাস্ত্রে আজ্ঞা করিয়াছেন; তদনুসারে সল্লোকেরা ও শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন; এতন্নি-

কিন্তু ইহাঁরা নির্ব্বোধ হইতে পারেননা; এবং তদকরণে ও সভ্যাভিমানী জ্ঞানবানেরা সুবোধ হইতে পারিবেন না; ইহাতে বক্তব্য এইযে সুবোধেরা নিশ্চয় করিয়াছেন; যে মৃতব্যক্তির আহার কি ও তৃপ্তিই বা কি;? । কর্ম্মিরা কহেন যে মরণানন্তর পিতৃগণেরা বায়ুভূত হইয়া পিণ্ডভোজন করতঃ তৃপ্তহয়েন; এইউভয়মতেরমধ্যে যাহাঁরা পিণ্ডদানাদি দ্বারা কৃতজ্ঞতা স্মরণকরেন; তাহাঁরাই উত্তমসভ্য; যেহেতু ইহাতে কোন ক্ষতিনাই যদ্যপি পিতৃলোকের আহার নাথাকে তাহাতে ও অপচয় কি? শুদ্ধ পিতামাতার উদ্দেশে দুইচারি মুষ্টি তণ্ডুলাপচয় মাত্র; যদ্যপি আহার থাকে তবে উত্তমফললাভ হইবার সম্ভাবনা; তদিতর যাহাঁরা আহার নাই বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন তাহাঁরা পিতামাতারউদ্দেশে মুষ্টি কয়েক তণ্ডুল ব্যয়েই ক্ষতি বোধকরেন; করুণ; যদ্যপি তাহাঁরদিগের আহারাদি নাথাকে তবে লৌকিকে যাহাহউক এক প্রকার পরকালে পরিত্রাণ পাইতেপারেন কিন্তু পিতৃলোকের আহার থাকিলে তাহাঁরদিগের কি সর্ব্বনাশের বিষয় বিবেচনা করুন; তন্নিমিত্ত ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই উৎসন্ন হইয়াগেল; অতএব পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি নাকরণ অপেক্ষা করাই সভ্যদিগের উত্তম কল্পাহয়; অদৃষ্ট বিষয়ের বিধিকে বল পূর্ব্বক লঙ্ঘন করায় পশুত্ব হয় । কেননা পশুপক্ষীগণে বিধিবোধিত কর্ম্মানুসারে চলেন; ইহারাও তদ্রূপ বিধি বোধিত কর্ম্মে নিরস্ত থাকিন; পিতামাতার মহিমা মনু

ষ্যেই জানিতে পারে॥ অপর আগামী পত্রে পিতা-মাতার স্তুতি প্রকাশ করা যাইবেক॥

অথ গর্ব্ভোপনিষৎ॥

ওঁ পঞ্চাত্মকং পঞ্চসুবর্ত্তমানং ষড়াশ্রয়ং ষড়্গুণ যোগযুক্তং তং সপ্তধাতুং ত্রিমলংদ্বিযোনিং চতুর্ব্বিধাহার ময়ং শরীরং ভবতি ইতি ॥ ১ ॥

প্রথমতঃ শ্রুতিসমারম্ভে শান্তিকাধ্যায় পরিসমাপ্তে প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক গর্ব্ভোপনিষৎ ব্যাখ্যা করিতেছেন। যথা। (ওঁ পঞ্চাত্মকমিতি)॥

এই শরীর * পঞ্চাত্মক † পঞ্চেতে পঞ্চবর্ত্তমান ছয় আশ্রয়; ষড়গুণ যোগেতে যুক্ত; এবং সপ্তধাতু বিশিষ্ট; ত্রিমল ও দ্বিযোনি; চতুর্ব্বিধ আহার ময় হয় ॥ ১॥

পঞ্চাত্মকমিতি কস্মাৎ ॥ ২ ॥

অনন্তর; শিষ্যগুরুকে প্রশ্ন করিতেছেন; অর্থাৎ পৃথিবী ভূত এবং তন্মাত্র; আশ্রয; গুণযোগ; ধাতু; মল; যোনী; আহারাদি কিরূপ হয়। যথা

---

* পঞ্চাত্মক পদে পৃথিবী, জল; অগ্নি, বায়ু, আকাশ।

† পঞ্চেতে পঞ্চবর্ত্তমান পদে; গন্ধ, রস, রূপ স্পর্শ, শব্দ। তদ্দনাৎ পৃথিবীর গন্ধাদি শব্দ পর্য্যন্ত পঞ্চমাত্রা। জলের রসাদি শব্দ পর্য্যন্ত চতুর্থমাত্রা। অগ্নির রূপাদি শব্দ পর্য্যন্ত তিনমাত্রা। বায়ুর স্পর্শাদি শব্দ পর্য্যন্ত দুইমাত্রা। আকাশের মাত্রা শুদ্ধ শব্দ; এইপঞ্চভূতে পঞ্চদশ মাত্রাজানিহ।

হেগুরো; পৃথিবী; জল; অগ্নি; বয়ু; আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ ভূত শরীরে যে আছে তাহা কোন অনুমানে বোধকরা যাইতে পারে ॥ ২ ॥ যথা

পৃথিব্যাপ স্তেজো বায়ুরাকাশ মিত্য-স্মিন্ পঞ্চাত্মক শরীরে কাপৃথিবী কা আপঃকিন্তেজঃ কোবায়ুঃ কিমাকাশ মিতি ॥ ৩ ॥

হেগুরো । এই পঞ্চাত্মক শরীরে অর্থাৎ পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ প্রভৃতি পঞ্চাত্মক শরীরে কেপৃথিবী কেজল; কেঅগ্নি; কেবায়ু; কেআকাশ; ইহাবিস্তারিত করিয়া কহেন ॥ ৩ ॥ উত্তর ॥

অস্মিন্ পঞ্চাত্মকে শরীরে যৎকঠিনং সা পৃথিবী । যদ্দ্রবং তদাপো যদুষ্ণং তত্তেজো যৎসঞ্চরতি সবায়ুর্যৎ শুষিরং তদাকাশ মিত্যুচ্যতে ॥ ৪ ॥

রেবৎস; এই পঞ্চাত্মক শরীরে যেকঠিন সেই পৃথিবী; যে দ্রবপদার্থ সেইজল; যাহাউষ্ণ সেইঅগ্নি; যেসঞ্চরিত হয়; সেইবায়ু যেছিদ্র; সেইআকাশ বেদেকহিয়াছেন ॥৪

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা ।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বংমনোমে।

সংখ্যা ২১২ শকাব্দাঃ ১৭৭৬ সন ১২৬১ সাল ৩০ আশ্বিন রবিবার

গতবারের শেষঃ।

গর্ব্ভোপনিষৎ।

তত্র পৃথিবী নামধারণে। আপঃপিণ্ডীক রণে। তেজোরূপ দর্শনে। বায়ুর্ব্যূহনে। আকাশ মবকাশ প্রদানে ॥ ৫ ॥

এই শরীরের ধারণ শক্তির নাম * পৃথিবী; † পিণ্ডী

---

* পৃথিব্যাদির তন্মাত্র স্থিতি অর্থাৎ অবস্থান, নাসিকা, জিহ্বা চক্ষু, চর্ম্ম; অথবা অঙ্গুল্যাগ্রভাগ, কর্ণাদিতে হয় ॥

† পিণ্ডীকরণপদে মিশ্রিতকারী জল।

করণার্থ জল; রূপ দর্শনার্থ অগ্নি; বহন ক্ষমতাবিশিষ্ট বায়ু; অবকাশ প্রদানার্থ আকাশ নাম হয়॥ ৫॥

পৃথক চক্ষুঃশ্রোত্রে চক্ষুষীরূপে জিহ্বো পস্থশ্চানন্দো পানে চোৎসর্গো বুদ্ধ্যা বুর্দ্ধতিমনসা সংকল্পয়তি বাচাবদতি॥ ৬

পৃথক চক্ষুশ্রোত্রেরআশ্রয় †রূপওশব্দ * জিহ্বায় রসাস্বাদন; ‡ উপস্থে আনন্দ; § অপানে উৎসর্গ; বুদ্ধিতে নিশ্চয়; মনেতে সংকল্প; বাগীন্দ্রিয়ে বাক্য॥ ৬॥

ষড়াশ্রয় কস্মান্মধুরাম্ললবণ তিক্তকটুক-ষায়রসান্ বিন্দতে॥ ৭॥

এতৎশরীরকে ষড়াশ্রয় কিহেতু কহাযায়; যেহেতু মধুর; অম্ল; লবণ; তিক্ত; কটু; কষায়াদি রসের পরিগ্রহ হইতেছে॥ ৭॥

ষড়জর্ষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত

---

† রূপ ও শব্দ চক্ষুকর্ণে অধিষ্ঠান করে।

* জিহ্বায় রসাস্বাদন পদে তিক্তাম্ল মধুর কষায় রুক্ষলবণাদির ভেদ গ্রহণ হয়॥

‡ উপস্থে আনন্দপদে ভগলিঙ্গাদিতে আনন্দের অধিষ্ঠান। যেহেতু উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার সত্তা ভিন্ন জগতের উৎপত্তি হয়না। ইহা প্রশ্নোপনিষদেও কহিয়াছেন, যথা (উপস্থে আনন্দায়িতব্যঞ্চেতি)॥

§ অপানে উৎসর্গ পদে মূলাধারস্থ অপান বায়ু, তদ্বারা মলমূত্রাদির পরিত্যাগ হয়॥

নিষাদাশ্চেতীষ্টা নিষ্ট শব্দসংজ্ঞা প্রতি বিধাঃ সপ্তবিধা ভবন্তীতি ॥ ৮ ॥

অপর এইশরীরহইতে; * ষড়জ; ঋষভ; গান্ধার; মধ্যম; পঞ্চম; ধৈবত; নিষাদপ্রভৃতিইষ্টানিষ্ট শব্দ সংজ্ঞায় প্রত্যেক সপ্তবিধ সুরের উৎপত্তি হয় ॥ ৮ ॥

ইহাকেই সঙ্গীতবলেঃ অর্থাৎ সপ্তসুর; তিনগ্রাম; এক বিংশতি মূর্চ্ছন; তাহাসাধনানুসারের আশ্রয়ভূত। এই দেহ সুতরাং দেহের সহিত দৃষ্টাদৃষ্ট সম্যক্ বিষয়েরই সম্বন্ধ আছে ॥ ৮ ॥

শুক্ল রক্তঃ কৃষ্ণো ধূম্রঃ পীতঃ কপিলঃ পাণ্ডুরঃ সপ্তধাতুমিতি ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বে ধাত্বাত্মক সপ্তসুর বর্ণনা করিয়া এই শ্রুতিতে ধাত্বাত্মক ষডবর্ণ কহিতেছেন; যথা (শুক্লেতি)॥

---

* ষড়জ পদে সুর.। ঋষভ শব্দে প্রাকৃত ভাষায় (রেখব) বলে গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবতপ্রসিদ্ধইআছে। নিষাদ কে (নিখাদ) বলিয়া প্রাকৃতলোকে উক্ত করিয়া থাকে ॥ এই সপ্তসুর সাধনের নিমিত্ত সপ্তপ্রকার জন্তুর ধ্বনিতে মিলাইয়া দিয়াছেন; যথা ময়ূর ধ্বনিসুর; বৃষভধ্বনিতে রেখব; ছাগধ্বনি গান্ধার; বকধ্বনি মধ্যম, কোকিলধ্বনি পঞ্চম, হস্তীবধ্বনি ধৈবত; অশ্বের হেসিতশব্দ (নিখাদ) কেহ২ গান্ধারকে গর্দ্দভধ্বনি মধ্যমকে ভেকধ্বনি ও কহেন, ফলেএইজন্তু চতুষ্টয় অর্থাৎ দুই২ জন্তুই একসুরে ডাকিয়া থাকে, তন্নিমিত্ত আপত্তি নাই ॥

শুক্লবর্ণ; রক্তবর্ণ; কৃষ্ণবর্ণ; ধম্রুবর্ণ; পীতবর্ণ; * কপিলবর্ণ; † পাণ্ডরবর্ণ এতৎ সপ্তধাতু হয় ॥ ৯ ॥

কস্মাদ্যথা দেবদত্তস্য দ্রব্যবিষয়া জায়ন্তে পরস্পর রসোগুণত্বাৎ ষড়্বিধরসঃ॥ ১০

জীবের আহার দ্বারা দ্রব্য বিষয়ক বিশেষ রসজন্মে; পরস্পর ¶ ষড়্বিধ রসের পরিপাকে যেরস জন্মে; তাহাতেই সপ্ত ধাতুর উৎপত্তি হয় ॥ ১০ ॥

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

প্রকৃতিস্থাতু সানাড়ী সদাজ্ঞেয়াভিষগ্বরৈঃ। অঙ্গগ্রহণ নাড়ীনাং ভবন্তি মন্থর প্রবাঃ ॥ ৫৮ ॥ যামলং।

প্রাতঃকালাবধি যেনাড়ী নিয়মানুসারিণী গতি বিশি

---

* কপিলবর্ণ পদে, পেয়ালাবর্ণ, অর্থাৎ রক্তের উপর ধূম্রবর্ণ মিশ্রিত প্রাকৃতভাষায় কাশ্মীরীবর্ণ, এবং প্রাকৃতলোকে, (কাশ্নী) বলে॥

† পাণ্ডরপদে শ্বেতবর্ণে ঈষৎ রক্তাভ ॥

¶ ষড়বিধরস পদে তিক্তাম্ল, মধুর; কষায়ক, রুক্ষ; লবণাদিশ্রুতিতে (রসোগুণত্বাবড়্বিধরস) কহিয়াছেন, অর্থাৎ ছয়রসই এক জলের বিকার, পরিনামে আধার বিশেষে একজল তৈজস ভাগ দ্বারা ছয়রূপ হয়েন; সেই ছয়রূপ রসকে দ্রব্যবিষয় কহেন, আহার করিলে তত্তদ্দ্রব্যের রস জঠরাগ্নিতে পাক হইয়া যেরস জন্মে ক্রমশ তদ্দ্বারাই শরীরের পুষ্টিহয়॥

ষ্ট হয়; সেই নাড়ীই প্রকৃতিস্থা জানিহ। অঙ্গগ্রহ দ্বারা নাড়ী সকলের স্থূলা অথচ অল্পাগতি এবং ভেকেরন্যায় গতিহয়॥ ৫৮॥

প্লব প্রবলতাং যাতি জ্বরদাহাভিভূত-
য়ে। সন্নিপাতিক রূপেণ ভবন্তি সর্ব্ব বে
দনাঃ॥ ৫৯॥ যামলং॥

জলপ্লাবি এবং প্রবলত্ব প্রাপ্তানাড়ী জ্বরদাহাভিভূত নিমিত্তহয়। সন্নিপাতিকরূপ দ্বারা সকল বেদনা বিশিষ্টা জানিহ॥ অর্থাৎ জলপ্লাবি নাড়ীপদে বিকারাপন্না কফময়া নাড়ী প্রবলবহে; যেহেতু জ্বরদাহে অভিভূত করিবার কারণ ভূতা সেই নাড়ীহয়। এবং সমস্ত বেদনাকে উপস্থিত করিয়া বিনাশ পথে গমন করায়॥ ৫৯।

জ্বর প্রকোপে ধমনী সোষ্মা বেগবতী
ভবেৎ॥ ৬০॥ যামলং॥

জ্বরের প্রকোপ হইলে নাড়ী উষ্মা এবং বেগবতী হয়॥ ৬০॥

অন্যচ্চ।

অর্থাৎ এতদ্ব্যতিরিক্ত আরওলক্ষণ আছে।

জ্বরেচ বক্রং ধাবন্তি তথাচ মরুতপ্লবে।

রমণান্তে নিশিপ্রাত স্তপ্তাদপি শিখো-
পমা ॥ ৬১ ॥ যামলং।

জ্বরকালে নাড়ী বক্রভাবে যেরূপ ধাবমানা হয়; সেই রূপ বায়ু প্রকোপে অর্থাৎ বাতজ্বরে এবং রমণের শেষ রাত্রির প্রাতঃকালে তপ্ত হইতেও শিখার তুল্য নাড়ী হয় ॥ ৬১ ॥

দ্রুতাচ সরলাদীর্ঘা শীঘ্রা পিত্তজ্বরে ভ-
বেৎ। শীঘ্রমাহননং নাড়ী কাঠিন্যাচ্চ-
লতে তথা ॥ ৬২ ॥ যামলং

পিত্তজ্বরে নাড়ীর দ্রুতগতি এবং সরলা ও দীর্ঘা ও অতি শীঘ্রগতি হয়; অর্থাৎ কোমলা যেনাড়ী সে কাঠিন্য দ্রব্য হইতে ও শীঘ্রগতিতে চলেন। সেকেমন; যদ্রূপ কোন ব্যক্তিকে হননকরিতে লোকে শীঘ্রগতিতে গমন করে ॥ ৬২ ॥

মলাজীর্ণেন নিতরাং স্পন্দনং পরিকী-
র্ত্তনং। নাড়ীতন্তু সমা মন্দা শীতলা
শ্লেষ্ম দোষজা ॥ ৬৩ ॥ যামলং।

মলের অজীর্ণেতে নিয়ত নাড়ী স্পন্দন বিশিষ্টা হয়; এবং তন্তুবৎ অর্থাৎ সুতার ন্যায় সূক্ষ্মা ও মন্দগতি ও শীতলা হয়; ইহাকেই শ্লেষ্মাদোষ কহে ॥ ৬৩ ॥

চঞ্চলা তরলা স্থূলা কঠিনা বাত পিত্ত
জা। ঈষচ্চদৃশ্যতে তূষ্মা মন্দাস্যাৎ শ্লেষ্ম
বাতজা॥ ৬৪॥ যামলং॥

বাতপিত্তজ্বরে নাড়ী চঞ্চলা ও তরলা ও স্থূল এবং ক
ঠিনা গতিতে বহে; এবং ঈষৎ উষ্মা অথচ মান্দ্যগতি
হয়॥ ৬৪॥

নিরন্তরং খরং রুক্ষং মন্দশ্লেষ্মাতি বা-
তলা। রুক্ষবাত ভবেত্তস্য নাড়ীস্যাৎ
পিণ্ড সন্নিভা॥ ৬৫॥ যামলং।

অল্পশ্লেষ্ম; প্রবলবায়ু; সেইনাড়ী নিয়ত খর বেগবতী
ও রুক্ষ বহে; আররুক্ষ বায়ুতে নাড়ী পিণ্ডাকারা
হয়॥ ৬৫॥

অন্যচ্চ।

সৌম্যা সূক্ষ্মা স্থিরা মন্দা নাড়ী সহজ বা
তজা। স্থূলাচ কঠিনা শীঘ্রা স্পন্দতে
তীব্র মারুতে॥ ৬৬॥ যামলং।

সহজ বায়ুতে নাড়ীর সৌম্যগতি হয়; এবং সূক্ষ্মা ও
স্থিরা ও মন্দগতি জানিহ; তীব্র বায়ুতে নাড়ীস্থূলা এবং
কঠিন ও হয়; আর শীঘ্রগতি দ্বারা বহে; ও স্পন্দন
যুক্তা হয়॥ ৬৬॥

অন্যচ্চ।

জ্বর প্রকোপেধমনী সোষ্মা বেগযুতা ভবেৎ। কামাৎ ক্রোধাৎ বেগ রোধাৎ ক্ষীণা চিন্তাভয়প্লুতাৎ॥ ৬৭। যামলং।

জ্বরপ্রকোপ হইলে নাড়ী উষ্ণা এবং বেগবতী হয়। আর কামেতে; ক্রোধেতে; বেগধারণেতে নাড়ী ক্ষীণা গতিতে বহে। এবং চিন্তাযুক্ত হইলেও নাড়ী বেগবতী হয় কিন্তু ভারযুক্তা হইয়া চলেন॥ ৬৭॥

মধ্যেকরে বহেন্নাড়ী যদিসন্তাপিতা ধ্রুবং। তদানূনং মনুষ্যানাং রুধিরা পূরিতামলাঃ॥ ৬৮॥ যামলং।

হস্তমধ্যেতে সন্তাপিতা নাড়ী যদি বহে। তবে নিশ্চিতই মনুষ্যদিগের রক্ত পরিপূর্ণ দোষ জানিবে॥ ৬৮।

ভূতজ্বরে সেকইবাতি বেগাধাবন্তিনদ্যো হিযথাব্ধিগামাঃ। ঐকাহিকেন কৃচন প্রদূরে ক্ষণান্তগামা বিষমজ্বরেণ॥ ৬৯॥

ভৌতিকজ্বরে জলসেকের ন্যায় অতিবেগে ধাবমানা হয়; যেমন নদীসকল বেগেতে সমুদ্র গামিনী হয়; তদ্রূপ ঐকাহিক বিষমজ্বরেতে কিয়দ্দূরে ক্ষণান্তগতি অর্থাৎ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া দূর হইতে যেমন গতি হয়॥৬৯

দ্বিতীয়কে বাথ তৃতীয়তুর্য্যয়ো র্গচ্ছন্তি তপ্তা ভ্রমিবৎ ক্রমেণ। ক্রোধজেসঙ্গ ল গ্নাঙ্গা সংসঙ্গা কামজে জ্বরে ॥ ৭০ ॥

দ্বিতীয়ক জ্বরে এবং তৃতীয়কে ও চতুর্থক জ্বরে নাড়ী তপ্তা হইয়া ভ্রমির ন্যায় ক্রমেতে গমন করেন; ক্রোধ সম্ভব জ্বরে পরস্পর সংলগ্নাঙ্গ গতি নাড়ী হয়; কামজ জ্বরে সম্যক্ সঙ্গগতি হয় ॥ ৭০।

জ্বরেচ রমণে নাড়ী ক্ষীণাঙ্গা মন্দগামি-নী। জ্বরে কামার্ত্ত রূপেণ ভবন্তিবিক-লাঃ শিরাঃ ॥ ৭১ যামলং

জ্বরেতে এবং রমণেতে নাড়ী ক্ষীণাঙ্গা হয়েন এবং মন্দ গামিনীকামপীড়াবিশিষ্ট জ্বরেশিরা বিকলা হয়েন। ৭১

অন্যচ্চ।

ব্যায়ামে ভ্রমণেচৈব চিন্তায়াং ধনশোক তঃ। নানা প্রকার গমনা শিরা গচ্ছতি বিজ্বরে ॥ ৭২ ॥

বিজ্বরীর ব্যায়ামে অর্থাৎ ডন করা; ভ্রমণে এবং চি ন্তাতে ও ধননাশ শোকেতে নানা প্রকার গতিহয় ॥ ৭২

অজীর্ণেতু ভবেন্নাড়ী কঠিনা পরিতো

জড়া। প্রসন্নাতু দ্রুতা শুদ্ধা ত্বরিতা চ প্রবর্ত্ততে॥ ৭৩॥ যামলং।

অজীর্ণদোষে নাড়ী কঠিনা এবং সর্ব্বতোভাবে জড়া হয়েন; প্রসন্না হইয়া ও দ্রুতগতি এবং অপরিষ্কারে ও শীঘ্রগামিনী হয়েন॥ ৭৩।

পক্বাজীর্ণে পুষ্টিহীনা মন্দং মন্দং বহেতু যা। অসৃক্পূর্ণা ভবেৎ কোষ্ণা গুর্ব্বী সাম গরীয়সী॥ ৭৪॥ যামলং।

পাকাজীর্ণে পুষ্টিহীনা এবং মন্দং বহেন; রক্তপূর্ণা নাড়ী ঈষদুষ্ণা হয় রসযুক্তা নাড়ী গুর্ব্বী হয়॥ ৭৪।

সুখিতস্য স্থিরা জ্ঞেয়া চপলা ক্ষুধিতস্য সা। মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণ ধাতোশ্চ নাড়ী মন্দ তরা ভবেৎ॥ ৭৫॥ যামলং

সুখি ব্যক্তির নাড়ী স্থিরা জানিহ; ক্ষুধিত ব্যক্তির চঞ্চল; মন্দাগ্নি বিশিষ্ট ব্যক্তির এবং ক্ষীণধাতু ব্যক্তির নাড়ী মন্দ গামিনী হয়॥ ৭৫।

অন্যচ্চ।

মন্দেগ্নৌ ক্ষীণতাং যাতি নাড়ী হংসা কৃতিস্তথা॥ ৭৬॥

অন্যে কহেন মন্দাগ্নিতে নাড়ী ক্ষীণত্ব প্রাপ্তা হয়েন; এবং হংসাকৃতি গতি হয়। ৭৬।

আমাশ্রয়ে পুষ্টি বিবর্দ্ধনেন ভবন্তি না ড্যো ভুজগৈক বৃত্তাঃ। আহার মান্দ্যা দুপবাসতোবা তথৈব নাড্যো ভুজগ প্রমাণাঃ ॥ ৭৭॥ যামলং।

আমাশ্রয়েতে পুষ্টি বর্দ্ধ করণকনাড়ীসর্পবৃত্তি ধারিণী হয়েনআহার অল্প হেতুক এবং-উপবাস হেতুকনাড়ী সর্পগতিপ্রমাণ হয়েন॥ ৭৭॥

লঘ্বী বহতি দীপ্তাগ্নে স্তথা বেগবতী স্মৃতা॥ ৭৮ ॥ যামলং।

দীপ্তাগ্নি বিশিষ্ট মনুষ্যের নাড়ী লঘু বহেন এবং বেগ বতী ও বহেন॥ ৭৮

অন্যচ্চ।

পাদে চ হংসগমনা করে মণ্ডূক সংপ্লবা। তস্যাগ্নে র্মন্দতা দেহে ত্বথবা গ্রহণী গদঃ॥ ৮৯ ॥

যার পাদেতে নাড়ীহংসেরমত গতিতেবহেন হস্তেতে ভেকের ন্যায় প্লবগতি তাহার অগ্নির মন্দতা অথবা গ্রহণী রোগ জানিবে॥ ৭৯॥

ভেদেন শান্তা গ্রহণী গদেন নির্ব্বীর্য্য রূপা ত্বতিসারভেদে। বিলম্বি কায়াং প্লব পা কদাচি দামাতিসারে পৃথুলা তথাচ।৮

মন্দ ভেদ দ্বারা শান্তগতি নাড়ীর হয়; গ্রহণীরোগদ্বারা নিস্তেজ রূপ গতি হয়; অতিসার রূপ ভেদেতেও এই রূপ বিলম্বিকারোগেতে প্লবগতি অর্থাৎ নিমগ্ন গতি আমাতিসারে লম্বমানাগতি ॥ ৮০॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জন প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূলশ্লোক শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত তদর্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় ক্রমসঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে; তাহার নিয়ম প্রতিসংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠা মুল্যচারি আনা মাত্র নির্দ্ধার্য্য করাগিয়াছে যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক

অদ্যাবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিমতলা যন্ত্রে মুদ্রিতা হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বংমনোমে।

২১৩ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৬ সন১২৬১সাল ১৫ কার্ত্তিক সোমবার

গতবারের শেষঃ।

অথ সন্দেহ নিরসনং।

ভাক্তজ্ঞানির প্রশ্নঃ। হে মহাত্মন্, ভবদীয় বিমল সরসিরুহ সদৃশ বদনারবিন্দ ক্ষরিত বচন মকরন্দ পানে পরিতৃপ্তি জন্মেনা, যেহেতু পুনঃ২ শ্রুতি মুখে পানকরিতেই ইচ্ছাহয়; মাতাপিতার মহিমা বর্ণন শ্রবণে অত্যন্ত হৃদয় তর্পিত হইল; কিআশ্চর্য্য একালে মনুষ্যেরা এমত পিতামাতার আজ্ঞায় বশবর্ত্তী নাহইয়া সামান্য

অঘনা জনের সহবাসে পিতামাতাকে হেয়ত্বে পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞানসোপানে আরোহণ করিতে ইচ্ছাকরে; যদি জ্ঞানী দলভুক্ত কোন২ব্যক্তিকে ওকদাচিৎপিতামাতার আজ্ঞাধীন দেখাযায় বটে কিন্তু তাহারকারণ পরমার্থনহে; শুদ্ধ স্বার্থসাধনপরতা প্রযুক্ত আনুগত্য মাত্র।

পরমহংসোক্তিঃ॥ অরেজ্ঞানাভিমানিন্; পিতামাতার প্রতি ভক্তিমান নাহইলে তাহার সমুদয়ই বিফল জানিবে; বিশ্ববিরচক জগদীশ্বর পিতামাতারূপে এইসৃষ্টি লীলা প্রকাশ করিতেছেন; ইহাঁর দিগের কৃতজ্ঞতা স্মরণকরা ও ভক্তি শ্রদ্ধাকরা পুত্রদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; নচেৎ স্বার্থ সাধননিমিত্ত যেজীবিতকালেই ভক্তি করিবে মৃতাবস্থায় ভক্তি শ্রদ্ধাকরিয়া তদুদ্দেশে শ্রাদ্ধ দানাদি করিবেকনা এমত তাৎপর্য্যনহে; পিতৃ মাতৃ ভক্তিহীন ব্যক্তির কোন জ্ঞানই জন্মেনা॥ যথা

বৃথাতীর্থং বৃথাদানং বৃথাজপ্তং
বৃথাহুতং। সজীবতি বৃথা ব্রহ্মণ্
যস্যমাতা সুদুঃখিতা॥ নারসিংহে।

যেব্যক্তি মাতাপিতাকে দুঃখদিয়া তীর্থপর্য্যটন; কি দান; কিজপ; কিযজ্ঞাদি যাহাকরুক সেসকলি ব্যর্থহয়ঃ এবং তাহারজীবনধারণ ও বৃথাজানিহ॥ যদিওশ্লোকে কেবল মাতা বলিয়াকহিয়াছেন বটে;কিন্তু ঐ মাতাবলাতেই পিতাকে বলাহইল; সুতরাং মাতাপিতার প্রতি

অবজ্ঞা করিয়া যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ সে কেবল অশ্বাণ্ডলাভ মাত্র জানিবে॥

যোরক্ষেৎ সততং ভক্ত্যা মাতরং মাতৃবৎসলঃ। তস্যৈবানুষ্ঠিতং সর্ব্বং ফলত্যামুত্রচেহচ ॥ নারসিংহে।

যেব্যক্তি সর্ব্বদা পিতামাতাতে ভক্তিরাখে সেই মাতৃ পিতৃ বৎসল; সেব্যক্তির † সকল অনুষ্ঠান করা সিদ্ধহয়; অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোক এই উভয় লোকই পরিষ্কৃত হয়॥

পিতা যস্যকৃচিদ্রুষ্টো নতস্য স্বত্র চিদ্গতিঃ। তপোদানং জপোহোমঃ স্নানং তীর্থক্রিয়াবিধিঃ। বৃহদ্ধর্ম্মে।

যাহার প্রতি পিতাকদাচিৎ রুষ্টহয়েন; তাহার কোন স্থা নেইগতি নাইঃ অর্থাৎ তাহার তপ; জপ; হোম; দান; তীর্থ স্নান; ক্রিয়া কলাপ সমদায়ই বিফল হয়॥

বৃথৈব তস্য সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যন্যানি কানিচিৎ। করোতিসর্ব্বদেবেশং পিতরং চানুতাপ্যযঃ। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং।

---

† সকল অনুষ্ঠান পদে, জপযজ্ঞ দানধ্যান তত্ত্বজ্ঞান তীর্থসেবাদি এবং সমস্ত ব্রতনিয়মাদি কেবল পিতৃমাতৃ উদ্দেশে ভক্তি দ্বারাই সুসিদ্ধ হয়।

যেব্যক্তি পিতামাতাকে অনুতাপ যুক্ত করিয়া যে কোন কর্ম্ম করুক্ তাহার সকলকর্ম্মই বিফল অর্থাৎ বৃথা হয়; পিতা কিম্ভূত; না; সর্ব্বদেবেশ;অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা হয়েন ।।

অনুতাপঃ পিতুস্তীব্রং বিষং দহতি
যং সুতং। জপাদি বিফলং তস্য
দগ্ধক্ষিত্যুপ্তবীজবৎ।বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং।

পিতামাতার যে অনুতাপ তাহা তীব্রবিষের ন্যায় হয়; সেই অনুতাপ স্বরূপ বিষাগ্নিতে দগ্ধ হয় যেপুত্র তাহার *জপাদি সকল বিফল ; যেমনদগ্ধা ক্ষিতিতে বীজবপন করিলে অঙ্কুর প্ররোহ হয়না ।।

ইহা পিতামাতার জীবিতাবস্থায় তদনন্তর মৃতপিতামাতার উদ্দেশে ভক্তিকরণ এবং কর্ম্মাদিকরা ও পুত্রাদির শুভজনক হয়; অর্থাৎ মৃতপিতামাতাকে জীবিত বৎ জ্ঞান করিয়া তাহাঁরদিগের উদ্দেশে কর্ম্ম করিবেন।

পিত্রর্থে পুণ্যকর্ম্মাণি কুর্য্যাৎ সর্ব্বা-
ণিতৎসুতঃ।তেনাননুমতোপ্যেবং
সর্ব্বমেবাবসীদতি। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং।

পিতামাতার প্রীত্যর্থে যে সকল পুণ্যকর্ম্ম পুত্রেরা ক-

---

*জপাদি শব্দের আদিপদে, জপতপ দান ধ্যান স্নান ক্রিয়া প্রভৃতি ।।

রেন; সেই সকল কর্ম্ম †অনন্তফলেরনিমিত্তহয়;এবং জীবিত পিতা ও জীবিতা মাতার অনুমতি লইয়া কর্ম্ম করিলে পুত্র কোন বিষয়েই অবসন্ন হয়না ॥

যত্নাত্তু পিতরং যস্তুকিয়ৎ পুণ্যঞ্চ কারয়েৎ। সতৎপুণ্যফলং কোটিগুণমাপ্নোত্যসংশয়ং ॥ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং।

যত্নপূর্ব্বক যেব্যক্তি পিতামাতার প্রীত্যর্থে যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যকর্ম্ম যদিও করে কিম্বা জীবিত পিতামাতাকে কর্ম্ম করায়; তাহার ফল পিতামাতার উদ্দেশজন্য কোটিগুণ হয় ইহাতে সংশয় নাই।

অথ পিতৃস্তোত্রং।

শৃণু বক্ষ্যে পিতুঃস্তোত্রং বিষ্ণবে ব্রহ্মণোদিতং। নাভিপদ্মোদ্ভবো যেনতুষ্টাব পিতরং সতং ॥ বৃহদ্ধর্ম্মে।

ভগবান্ বেদব্যাস গোস্বামী জাবালিকে কহিতেছেন; রেবৎস; ব্রহ্মা যেরূপ বিষ্ণুকে স্তব করিয়াছিলেন; সেই পিতার স্তব তোমাকে কহি শ্রবণ করহ। অর্থাৎ বিষ্ণুর নাভিপদ্মে উৎপন্ন বিধায় ব্রহ্মাকে তৎপুত্র বলাযায়; সুতরাং ব্রহ্মা পিতা বলিয়া বিষ্ণুকে স্তব করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মোবাচ।

ওঁ নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্ব দেব

---

† অনন্তফল পদে অনন্ত যে পরমাত্মা তৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত ভূত হয়।

ময়ায়চ । সুখদায় প্রসন্নায় সুপ্রী
তায় মহাত্মনে ॥ ১ ॥

প্রণব পূর্ব্বক সর্ব্বদেব ময়ঃ সর্ব্বসুখপ্রদ; সুপ্রসন্ন; সুপ্রীত
মহাত্মা জন্মদাতা পিতাকে নমস্কার করি ॥ ১ ।

সর্ব্বযজ্ঞ স্বরূপায় স্বর্গায় পরমেষ্ঠিনে
সর্ব্বতীর্থাব লোকায় করুণাসাগ
রায়চ ॥ ২ ॥ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং

সর্ব্বযজ্ঞ স্বরূপ স্বর্গস্বরূপঅর্থাৎ সুখস্বরূপ ইত্যর্থে আন
ন্দ ময়পরমাত্মার রূপ; † সর্ব্বতীর্থাবলোক; করুণাসা
গর পিতাকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায়তে
নমঃ । সদাপরাধক্ষমিনে শুভদায়
সুখায়চ ॥ ৩ ॥ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং ।

* সদাশুতোষ; † শিবরূপ; এবং ‡ সর্ব্বদা অপরাধ

---

† সর্ব্বতীর্থাবলোক পদে, যদ্দর্শনে সর্ব্বতীর্থ দর্শনের ফলহয় তা
হাঁর নাম সর্ব্বতীর্থাবলোকঅর্থাৎ পিতৃদর্শনেই সর্ব্বতীর্থাবলোকন
করা সিদ্ধহয় ॥

* পুত্রপ্রভৃতি সদাই শীঘ্র পরিতুষ্ট হয়েন ।

† শিবরূপ পদে জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ পরমাত্মারূপী ।

‡ সর্ব্বদা অপরাধক্ষমী পদে পুত্র যদ্যপি সহস্রাপরাধকারি কিন্তু
সমুদায়ই ক্ষমা করেন ।

ক্ষমী; § শুভদায়ক; ¶ সুখস্বরূপ পিতাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

দুর্ল্লভং মানুষমিদং যেনলব্ধং ময়া বপুঃ। সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রেনমোনমঃ ॥ ৪ ॥ বৃহদ্ধর্ম্মে।

দুর্ল্লভ এই মানুষ শরীর; যাহাতে * ধর্ম্মার্থ সম্ভাবনা; সেই মনুষ্যদেহ আমি যাঁহাহইতে লাভ করিয়াছি; এমত পিতাকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

তীর্থস্নান তপোহোমজপাদি যস্য দর্শনং। মহাগুরোশ্চ গুরবেতস্মৈ পিত্রেনমোনমঃ ॥ ৫ ॥ বৃহদ্ধর্ম্মে।

† তীর্থস্নান; ও তপজপহোমাদি সিদ্ধ যদ্দর্শনে হয়;

---

§ শুভদায়ক পদে পিতা পুত্রের শুভার্থে যত্নবান হইয়া তাবৎ শুভকর্ম্মেই পুত্রদিগকে যুক্ত করেন।

¶ সুখস্বরূপ পদে সাক্ষাৎ আনন্দময় মূর্ত্তী, সুতরাং পিতাই পর ব্রহ্মের রূপ হয়েন ॥

* ধর্ম্মার্থ পদে কেবল ধর্ম্ম অর্থনহে; ইহাতে কামমোক্ষ ও প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ ধর্ম্মেতেই মোক্ষহয় এবং অর্থ হইলেই কাম না পূর সুতরাংধর্ম্মইপ্রধান; সেইধর্ম্মানুষ্ঠানকরা মনুষ্যদেহ নাপাইলে সিদ্ধহয়না; ইহাতে বোধহয়, যে তির্য্যগাদির ধর্ম্মজ্ঞান নাই। মনুষ্যত্বেরঃ প্রতিধর্ম্মই এককারণ হইয়াছেন; ধর্ম্মের কারণ শরীর যথা (শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনমিতি)। ধর্ম্ম সাধনের শরীরই আদি! অতএব এমতশরীর সেই পিতামাতাহইতেপ্রাপ্ত হওয়া যায় ॥

† তীর্থস্নানাদির ফল পিতৃ দর্শনেই প্রাপ্ত হওয়া যায় সুতরাং

এমন † মহাগুরুর গুরুপিতা তাঁহাকে নমস্কার করি। ৫

যস্য প্রণামস্তবনাৎ কোটিশঃপিতৃ
তর্পণং। অশ্বমেধ শতৈস্তুল্যং ত
স্মৈপিত্রেনমোনমঃ। ৬। বৃহদ্ধর্ম্মে

যাহাঁর * স্তব প্রণাম অন্যৎকর্ম্ম হইতে কোটিগুণ হয়; এবং ভক্তি পূর্ব্বক পিতৃতর্পণকে শত অশ্বমেধের তুল্য করিয়া কহিয়াছেন;অতএব এমত সাক্ষাৎঈশ্বর যেপিতা তাঁহাকে পুনঃ২ নমস্কার করি॥ ৬॥

ইদং স্তোত্রংপিতুঃপুণ্যং যঃপঠেৎ
প্রযতোনরঃ।প্রত্যহংপ্রাতরুত্থায়
পিতৃশ্রাদ্ধদিনে পিচ। স্বজন্ম দিব
সে সাক্ষাৎপিতুরগ্রে স্থিতোপিবা।

যেব্যক্তি এসকল কর্ম্ম নাকরে কেবল পিতৃভক্তি পরায়ণ হইয়া তদ্বন্দনাদি করে, তাহার সেই পিতৃভক্তিতেই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয়; ইহাতে তপ জপাদি যে একালিন বিফল এমত নহে, অর্থাৎ পিতৃভক্তিকে দৃঢ়াকরিয়া সকল কর্ম্মকরা কর্ত্তব্য; নচেৎ তদ্ভক্তি হীন ব্যক্তির এতৎধর্ম্মকর্ম্মাদি করাতেও ফলহয়না; যেমন ভগব দ্ভক্তি হীন ব্যক্তির সকল কর্ম্মই ব্যর্থহয়॥

† মহাগুরুর গুরু পদে মহাগুরু মাতা তাঁহার গুরুপিতা॥

* প্রণামস্তবে অপাদান; তদর্থে অন্য দেবাদির স্তব হইতে পিতৃ প্রণাম কোটিগুণশ্রেষ্ঠ।

নতস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বাঞ্ছিতং॥ ৭॥ বৃহদ্ধর্ম্মে।

এই পিতৃস্তুতি যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করতঃ যত্নপূর্ব্বক পাঠ করেন; এবং পিতৃশ্রাদ্ধ দিবসে কিম্বা আপনার জন্মদিবসে; অথবা; জীবিত সাক্ষাৎ পিতার অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া পাঠ করেন; তাহার বাঞ্ছিত * সর্ব্বজ্ঞত্বাদি কিছুমাত্র দুর্ল্লভ নহে॥ ৭॥

নানাপকর্ম্ম কৃত্বাপি যঃ স্তৌতি পিতরং সুতঃ। সধ্রুবং প্রবিধায়ৈব প্রায়শ্চিত্তং সুখীভবেৎ॥ পিতুঃ প্রীতিকরো নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মাণ্যথার্হতি॥৮॥

যে পুত্র সহস্র২ অপকর্ম্ম করে; কিন্তু প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃস্তোত্র পাঠ করিয়া থাকে; সেই পুত্র নিশ্চিতরূপে সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত বিধানানুসারে নিষ্পাপ হইয়া সুখী হয়; যেহেতু এই পিতৃস্তোত্র পিতার অত্যন্ত প্রীতিকারক; এতৎপাঠে জগৎপিতার পরিতুষ্টি জন্মে; সুতরাং অসৎকর্ম্ম করিয়াও ভক্তিমান পুত্র সর্ব্বকর্ম্মে অধিকারী হয়॥ ইতি পিতৃস্তোত্রং॥

অতঃপর আগামী পত্রে মাতার স্তুতি প্রকটন দ্বারা সর্ব্ব সাধারণের পরিতুষ্টি জন্মাইব॥

---

* সর্ব্বজ্ঞত্বাদি পদে ঈশ্বরসিদ্ধি অর্থাৎ অনিমা, লঘিমা, ঈশিত্ব, বশীত্ব, প্রাকাম্য মহিমা, অগ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ, পরকায় প্রবেশন, খেচরত্ব, অতীতানাগতবর্ত্তমানজ্ঞতা বাক্‌সিদ্ধি প্রভৃতি॥

গতবারেরশেষঃ।

অথ গর্ভোপনিষৎ।

রসাচ্ছোণিতং শোণিতান্মাংসং মাং
সান্মেদো মেদসোঽস্থীনি অস্থিভ্যো
মজ্জা মজ্জায়াঃ শুক্রং। শুক্র শো
ণিত সংযোগাদাবর্ত্ততে গর্ভশ্চ
হৃদি ব্যবস্থাম্নয়তি॥ ১১॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে রসবিভাগবর্ণনা করিয়া এইশ্রুতিতে রসজ
সপ্তধাতুর উৎপত্তি কহিতেছেন; যথা। রসাদিতি॥
† রসে হইতে শোণিত উৎপত্তি হয়; শোণিত হইতে
মাংস; মাংস হইতে মেদ; মেদহইতে অস্থি; অস্থিহইতে
মজ্জ; মজ্জাহইতেশুক্রজন্মে। এবং যোষিদার্ত্তবেঅর্থাৎ

---

† রসে হইতে শোণিতোৎপত্তি হয়. তাহার কারণ। রসশ্বেতবর্ণ
যেহেতু পারদতুল্যহয়, ফলিতাথ পারদকেই রসবলে। সেইরস
যখন ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া জাঠরাগ্নির উপরে গান্ধকী
নাড়ীতে স্থিতিকরে, তখন দ্বাদশ প্রহর কাল ব্যবধান হয়, সেই
কাল মধ্যে গাঢরূপ জাঠরাগ্নিরশিখা তাহাতে পতিত হয়, সেই
শিখা পাতে পাক হইয়া ঐরস রক্তবর্ণ হয়; একারণ তাহাকে
শোণিতবলে, (প্রমাণ) বাহ্যবস্তু পারদকে গন্ধক মিশ্রিত করি
য়া গাঢ়াগ্নিতে দগ্ধ করিলে; দ্বাদশ প্রহর মধ্যেই হিঙ্গুল জন্মে;

ঋতুতেপরুষশুক্রে * গর্ভআবর্ত্তিত হয়; অনন্তর ‡ হৃদয়েতে ব্যবস্থিত হইয়া পুত্র কন্যাদির উৎপত্তিহয়॥ ১১।

হৃদয়েভ্যোঽন্তরাগ্নিরগ্নিস্থানে পিত্তং পিত্তস্থানে বায়ুর্বায়ুস্থানে হৃদয়ং প্রাজাপত্যোৎক্রমাদৃত্তকালে প্রয়োগঃ॥ ১২॥

গর্ভোৎপত্তি কালের নিয়ম; স্বাভাবিক নিয়ম হইতে কিঞ্চিৎ অন্তর হয়; যেহেতু প্রজোৎপাদন প্রতি ঈশ্বরেচ্ছাকে বলবতী করিতে হয়; তদর্থে উক্ত হইয়াছে॥ যথা॥ (হৃদয়ইতি)॥

† হৃদয়াভ্যন্তরে অন্তরাগ্নি; অগ্নিস্থানে পিত্ত; পিত্তস্থানে বায়ুস্থিতি; বায়ুস্থানে হৃদয়; অর্থাৎ মন; প্রাজাপত্য ঋতুর উৎক্রম কালেতে এইরূপ প্রয়োগহয়॥ ১২॥

---

* গর্ভ আবর্ত্তিত পদে, গর্ভস্থ শোণিত শুক্র একত্রে মিশ্রিত হইয়া যায়, অর্থাৎ যেন আবর্ত্তনের ন্যায় হয়।

‡ হৃদয়ে ব্যবস্থিত পদে; হৃৎপুণ্ডরীক মধ্যে বিজ্ঞান ঘন পরমাত্মার আনন্দরূপের সত্তাতে অবস্থিত হয় অর্থাৎ চৈতন্য জ্যোতি ঐ গর্ভে আপতিত হইয়া জীবের উৎপত্তি হয়॥

† স্বভাবতঃ নাভিস্থলে অগ্নিস্থান, বটে, কিন্তু প্রজোৎপত্তির পূর্ব্বে ঋতুকালে ঐ অগ্নি হৃদয়ে স্থান পাইয়া বায়ুর সহযোগে চিদংশে শুক্রকে গলিত করিয়া অনঙ্গ বায়ুর সহকারে গর্ভের সহিত যোগ করেন, যাহাতে রতিকালে প্রকৃতি পুরুষের আত্যন্তিক আনন্দের উৎপত্তি হয়; ইহা মাতৃকাভেদ তন্ত্রেও কহিয়াছেন; যথা (প্রফুল্লেত্ত্রিপত্রাত্রে বাহ্যে রুধির দর্শনং। শৃণু দেবি

এক রাত্রোষিতং কললং ভবতি। সপ্তরাত্রোষিতং বুদ্বুদং ভবতি। অর্দ্ধমাসাভ্যন্তরেণ পিণ্ডোভবতি। মাসাভ্যন্তরেণ কঠিনো ভবতি। মাস দ্বয়েন শিরঃসংকুতে। মাসত্রয়েণ পাদপ্রদেশোভবতি। অথচতুর্থেমাসেঽঙ্গুল্য জঠর কটিপ্রদেশোভবতি। পঞ্চমে মাসে পৃষ্ঠবংশো ভবতি। ষষ্ঠেমাসে নাসাক্ষিণী শ্রোত্রাণি ভবন্তি। সপ্তমে মাসে জীবেন সহ সংযুক্তোভবতি। অষ্টমে মাসে সর্ব্ব সম্পূর্ণোভবতি॥ ১৩॥

পূর্ব্বোক্ত শোণিতশুক্রে যে প্রকারেজীবেরউৎপত্তিহয়; তদর্থ শ্রুতি সংবাদ করিয়াছেন; যথা (একরাত্রেতি॥)

মহাভাগে তন্মুখে লিঙ্গতাড়নাৎ। যৎসুখং জায়তে দেবি তন্ম ত্রিভুবনত্রয়ে॥) হেদেবি শ্রবণকরহ। ত্রিপত্র পদ্ম যোনিদ্বারে আছে যখন সেইপদ্ম প্রস্ফোটিত হয়, তখন বাহিরে শোণিত দেখা যায়! সেই প্রফুল্ল পদ্মমুখে লিঙ্গতাড়ন করাতে যেসুখ লাভহয় তাহ ত্রিলোক মধ্যে কোনস্থানেই নাই। অতএব আনন্দ হইতেই জীবের উৎপত্তি, কিন্তু আনন্দ মূর্ত্তি কামই তাহারকারণ।

একরাত্রি গর্ব্ভে থাকিয়া শোণিত শুক্র †কলল অর্থাৎ মিশ্রিত হয়। সপ্তরাত্রিতে * বুদ্বুদ অর্থাৎ ফেণিলহয়। এক পক্ষের মধ্যে পিণ্ডাকার অর্থাৎ ডেলাবান্ধা হয়। শাস্ত্রান্তরে কহেন জলের মতহয়; । একমাসের মধ্যে ঐ পিণ্ড কঠিনহয়। দুইমাসের মধ্যে মস্তকের গঠন হয়। মাসত্রয়েতে হস্তপাদ প্রদেশ জন্মে। চতুর্থ মাসেতে অঙ্গুলি উদর এবং কটিপ্রদেশ হয়। পঞ্চম মাসে পৃষ্ঠ বংশ অর্থাৎ মেরুদণ্ডের উৎপত্তি হয়। ষষ্ঠমাসে নাসিকাদ্বয় ও চক্ষুদ্বয় এবং কর্ণদ্বয় জন্মে। অর্থাৎ গন্ধছিদ্র; চক্ষুছিদ্রঃ নাসাচ্ছিদ্র; কর্ণছিদ্র; এবং ‡ গুহ্যোপস্থপ্রভৃতি সবন্ধহয়। অনন্তর সপ্তম মাসে জীবের সহিত সংযোগ হয়; অষ্টম মাসে সর্ব্বাঙ্গ সংপূর্ণ রূপে জন্মে॥ ১৩।

---

† শোণিতশুক্র কললপদে উদরমধ্যে আকাশেরগুণে শব্দবান্হয়। অর্থাৎ সামান্যতঃ কল্ললবলে।

* বুদ্বুদ পদে ফেনা; অর্থাৎ বায়ু ক্ষমতাতে মিশ্রিতহয়। পিণ্ডাকার পদে জলের ক্ষমতাতে সংযম করে,। কঠিন পদে মৃত্তিকার ক্ষমতাতে ঐ পিণ্ডকে কঠিন করে। অগ্নির ক্ষমতাতে ভাজক অর্থাৎ দীপ্তিমান এবং উষ্ণতা যুক্তকরে।; এই পঞ্চভূতেরকার্য্য দর্শন করাইয়াছেন।

‡ গুহ্যোপস্থ প্রভৃতি পদে শশ্রু লোম কেশাদি জন্মে।

অদ্যানাসরীয়া সমাপ্তা।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
—গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বংমনোমে।

২১৪ সংখ্যা শকাব্দ: ১৭৭৬ সন ১২৬১ সাল ৩০ কার্ত্তিক মঙ্গলবার

গতবারের শেষঃ।

গর্ব্ভোপনিষৎ।

পিতৃরেতোতিরিক্তাৎ পুরুষোভব
তি। মাতৃরেতোতিরিক্তাৎ স্ত্রিয়ো
ভবন্তি। উভয়োবীর্য্যস্তুল্যাত্বান্নপুং
সকোভবতি॥ ১৪

* পিতৃরেতের আধিক্য হইলে পুরুষজন্মে; † মাতৃরেতাতিরিক্তে কন্যা হয়। মাতাপিতার সমানরেতে নপুংসক প্রজাজন্মে॥ ১৪॥

ব্যাঙ্গলিত মনসোহন্ধাঃ খঞ্জাঃ স্বজা বামনা ভবন্তি॥ ১৫।

ঋতুরক্ষাকালে ব্যাঙ্গলিত মন হইলে প্রজাব্যঙ্গ অর্থাৎ স্বংশিত পুত্রাদি জন্মে; তদর্থে উক্ত হইয়াছে; যে অন্ধ; স্বজ; খঞ্জ; খর্ব্বাঙ্গ; বধিরাদি সন্তানের উৎপত্তি হয়॥১৫

অন্যোন্য বায়ু পরিপীড়িতানাং শুক্রদ্বৈধে স্ত্রিয়োযোন্যা যুগ্মাঃ প্রজাজায়ন্তে॥ ১৬।

স্ত্রীপুরুষের সঙ্গমকালে যদি পরস্পর আনন্দোৎসবে কামবায়ু পরস্পর পরিপীড়িত অর্থাৎবিভিন্ন হয়; তবে রতিসমাধকালে শুক্র দ্বৈধ হইয়াযায়; তন্নিমিত্তস্ত্রীযোনিতে যমক সন্তানেরউৎপত্তি হইয়াথাকে॥ ১৬॥

পঞ্চাত্মক সমর্থঃ পঞ্চাত্মকেন চেতসাধি গন্ধনসশ্চ॥ ১৭।

---

* পিতৃ রেতপদে শুক্র।

† মাতৃরেতপদে শোণিত। ইহা তন্ত্রাদি শাস্ত্রেও প্রমাণ আছে, যথা (রক্তাধিকে ভবেন্নারী ভবেৎশুক্রাধিকেপুমান্ নপুংসক স্তোজাতঃ সমেচ রক্তবীর্য্যয়োঃ।) রক্তাধিকেকন্যা শুক্রাধিকে পুরুষজন্মেরক্তবীর্য্যের সমত্বেনপুংসক হয়। সুতরাং এতদ্বিষয় পুরাণেতিহাস, শ্রুতি; বৈদ্যক প্রভৃতিসকল শাস্ত্রেই ঐক্য বর্ণনা করিয়াছেন॥

পঞ্চাত্মক শরীরের সমর্থে পঞ্চাত্মভূতশরীরের উৎপত্তি হয়; শুদ্ধচৈতন্য গন্ধ অর্থাৎ স্পর্শদ্বারা চৈতন্যভাসের প্রতীতিমাত্র; নচেৎ জড়রূপপঞ্চ ভূতেরসামর্থ্যে চৈতন্য বিশিষ্ট হইতে পারেননা। যেমন ভূমির গন্ধ ভূমিতেবটে কিন্তু তদ্বোধিকা নাসিকাহয়॥

অপর আগামীপত্রে প্রকাশিত হইবে।

গতবারের শেষঃ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

নিরোধে মূত্র শকৃতোর্বিড়্ গ্রহেতি ত্বরাশ্রিতাঃ। বিশূচিকাভিভূতেচ ভবন্তি ভেকবৎক্রমাঃ॥ ৮১॥ যামলং।

বিষ্ঠামূত্রের নিগ্রহে অর্থাৎ বেগধারণেনাড়ীর অতিত্বরা গতি হয়। এবং কেবল বিষ্ঠা কি কেবল মূত্র বেগধারণেও এইগতিজানিবে। কিন্তু বিশূচিকা অর্থাৎ ওলাউঠা রোগে যদিও মলমূত্রাদি নিঃসৃত নাহউক তাহাতে এরূপগতি হয়না; অর্থাৎ * ভেকের ন্যায় গতিতে নাড়ীবহে॥ ৮১॥

আনাহে মূত্রকৃচ্ছ্রেচ ভবেন্নাড়ীগরিষ্ঠতা॥ ৮২॥ যামলং।

---

* ভেকের ন্যায় গতিশব্দে উল্লম্ফন প্রোল্লম্ফন দ্বারা গতি অথবা অতিমন্দগতি॥

আনাহরোগে ও মূত্র কৃচ্ছ্রু রোগে নাড়ী অত্যন্ত ভারি হইয়া বহে; আনাহরোগ পদে অশ্মরি প্রভৃতি রোগ তাহাতে এইরূপগতি ॥ ৮২ ॥

বাতেন শূলেন মরুৎপ্লবেন সদোপ
বক্রাহি শিরা বহন্তি ॥ ৮৩ ॥ যামলং।

বাতরোগে কি শূলরোগে অথবা বায়ু শূলেরদ্বারা এবং বায়ু প্রাপ্ত রোগদ্বারা অর্থাৎ উন্মাদ; ও অপস্মর; দণ্ডাব তানক; প্রভৃতি বায়ু প্রধান পীড়ায় নাড়ী সর্ব্বদাই বক্রা সর্পের ন্যায় গতিতে বহে ॥ ৮৩ ॥

জ্বালাময়ী পিত্তবিচেষ্টিতেন সামে
ন শূলেনচ পুষ্টিরূপা ॥ ৮৪ ॥ যামলং।

† পিত্তগতি দ্বারা নাড়ীজ্বালা বিশিষ্টা হয়; * আম শূলের দ্বারা নাড়ী পুষ্টিরূপা বহে; অর্থাৎ বিনাহারেও নাড়ী পুষ্ট থাকে ॥ ৮৪ ॥

প্রমেহে গ্রন্থিরূপাচ প্রসুপ্তা চাম-
দূষণে ॥ ৮৫ ॥   যামলং।

প্রমেহরোগে নাড়ী গ্রন্থিরূপা অর্থাৎ গাঁটিপড়া হয়;

---

† পিত্তগতি দ্বারা নাড়ীজ্বালা বিশিষ্টা হয়; ইহার্থে পিত্তবৃদ্ধি হইলে হস্তপদ চক্ষু এবং গাত্রাদি জ্বালাহয়। অথবা অগ্নি শিখার ন্যায় নাড়ী উষ্ণাবহে।

* আমশূলে অর্থাৎ আমাশ্রিত উদর বেদনায় নাড়ী পুষ্টি থাকে ॥

আর † শুষ্ক আমদোষে নাড়ীর ‡ সুপ্তাগতি অর্থাৎশয়ন কালের ন্যায় নাড়ী গতিহয় ॥ ৮৫ ॥

উৎপিচ্ছরূপা বিষরিষ্টিকায়াং বিষ্টম্ভগুল্মেনচ বক্ররূপা। অত্যর্থবাতেন অধঃস্ফুরন্তি উত্তান ভেদিন্য সমাপ্তিকালে ॥ ৮৬ ॥ যামলং।

* বিষদোষেতে নাড়ী ঊর্দ্ধগামিনী হয়; বিষ্টম্ভেতেও এইরূপ গতি অর্থাৎ আহার স্তম্ভতা দ্বারা নাড়ী ঊর্দ্ধগতাহয়। এবং † গুল্মরোগে বক্রাগতিঅপরযদ্যপি বায়ুর অতিশয় কোপহয় তাহাতেনাড়ী অধোগামিনীহয়। অর্থাৎ প্রথমনাড়ী অনামিকাতে বোধহয়পরে ঐ পৈত্তিক সমাপ্তিকালে উত্তান ভেদিনীহইয়া তর্জ্জনীতেবহে। যেমন কোন কণ্টকাদি নীচে হইতে ভেদকরিয়া উর্দ্ধে গমন করে সেইরূপহয় ॥ ৮৬ ॥

গুল্মেন কম্পেন পরাক্রমেণ পারাবতস্যেব গতিং করোতি ।৮৭। যামলং

---

† শুষ্ক আমদোষ পদে শলাদি রহিত কেবল আম।

‡ সুপ্তাগতি পদে শয়ন কালের গতি অর্থাৎ নিদ্রিত ব্যক্তির নাড়ী যদ্রূপ তদ্রূপ গতিতে বহে ॥

* বিষদোষপদে বিষপানাদি অথবা নাড়ী সঙ্করতা প্রাপ্তকে বিষ দোষ বলে, ॥

পূর্ব্বে গুল্মের কথা কহিয়াছেন এখানেও কহিতেছেন তাহার কারণ এই অনেক প্রকার এখানে রক্তগুল্মাধিকার বিশেষ জানিবে।

†গুল্মরোগে ও কম্পনদ্বারা এবং পরাক্রম প্রকাশ দ্বারা নাড়ী পারাবত ন্যায় গতিকরে॥ ৮৭॥

ব্রণার্থং কঠিনে দেহে প্রয়াতি পৈত্তিকং ক্রমং। ভগন্দরানুরূপেণ নাড়ী ব্রণ নিবেদনে॥ ৮৮॥ যামলং

ব্রণনিমিত্ত কাঠিন শরীরে অর্থাৎ ক্ষতপীড়ায় শরীরের কাঠিন্য হয়; এতন্নিমিত্ত নাড়ী পৈত্তিক ক্রমপ্রাপ্তা হয়; অর্থাৎ পিত্তবৃদ্ধি হইলে যেরূপ সেইরূপ নাড়ীবহে। ভগন্দররোগের অনুরূপ বেদনাতে নাড়ী যেরূপ সেই রূপ ব্রণপীড়ার বেদনাতেও হয়॥ ৮৮॥

বান্তস্য শল্যাভি হতস্যজন্তো র্বেগাবরোধা স্থলিতস্যভূয়ঃ। গতির্বিধত্তে ধমনী গজেন্দ্র মরালমানেব কফোল্বনেন॥ ৮৯॥ যামলং।

বান্তব্যক্তি অর্থাৎ বমন করিয়াছে যেব্যক্তি এবং অস্ত্রা হতব্যক্তি; অপর বেগাবরোধে আস্থলিত চিত্তব্যক্তি দিগের নাড়ী হস্তী এবং হংসের ন্যায় গমনকরে। এই রূপ কফোল্বনেতেও ধীরগামিনী হয়॥ ৮৯॥

নাড়ীজ্ঞানং বিনাকশ্চিৎ সৎসু নশ্লাঘ্যতাং ব্রজেৎ তস্মাদ্বিদ্বান্ প্রযত্নেন তজ্জ্ঞানং সমুপাচরেৎ॥ ৯০।

---

† গুল্মরোগের পদে আমগুল্ম॥

নাড়ীজ্ঞান ব্যতীত কেহই সাধুসভায় অর্থাৎ কোন বৈদ্যই সতের সমাজে প্রশংসিত হইতে পারেন না। অতএব বিদ্বান বৈদ্যেরা সর্ব্বতোভাবে নাড়ীজ্ঞানের নিমিত্ত সম্যক্ যত্নের সমাচরণ করিবেন॥ ৯০॥

কৃচিদ্গ্রন্থানুসন্ধানাৎ কালদেশ বিভাগতঃ। কৃচিৎ প্রকরণাচ্চাপি নাড়ীজ্ঞানং ভবেদিহ॥ ৯১। যামলং

কদাপি গ্রন্থানুসন্ধানে অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে; কোথাও সময়ানুসারে; কোথাও কালানুরূপ; এতদ্বিভাগ হইতে কোনস্থানে প্রকরণ হইতে নাড়ীজ্ঞান লাভহয়॥ ৯১॥ এই সকল প্রকরণ বলার তাৎপর্য্য এইযে কেবল শাস্ত্র দেখিলেই নাড়ীজ্ঞান হয়না; অর্থাৎ শাস্ত্র; কাল; দেশ; প্রকরণ অর্থাৎ ব্যক্তির স্বভাবদৃষ্টে বোধ করিতে হইবে; নচেৎ নাড়ীর গতি নানাপ্রকার জীবের গতিতে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়াই বোধকরা যায়না॥ ৯১॥

সদ্গুরোরুপদেশাচ্চ দেবতানাং প্রসাদতঃ। নাড়ী পরিচয়ো লোকে প্রায়ঃ পুণ্যে নজায়তে॥ ৯২। যামলং

সদ্গুরুর উপদেশ হইতে এবং দেবতার প্রসন্নতাতে পুণ্যরূপে লোকে প্রায় নাড়ী পরিচয় পায়; নচেৎ কোটি কল্প ও শাস্ত্র পড়িলে নাড়ীজ্ঞান জন্মেনা॥ ৯২॥

এই সকল শাস্ত্রদ্বারা যে নাড়ীজ্ঞানের কথার উল্লেখ করাগেল; এরূপ নাড়ীজ্ঞাতা পুরুষ এইক্ষণে দুর্ল্লভ হইয়াছে; কারণ অধ্যাত্ম তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত সাধনার প্রয়োজন হয়; ইদানীং লোকেরা সাধনার কথা শুনিলেই উপহাস করে; সুতরাং সাধনার অনুষ্ঠান লোলুপ্ত হইয়া গেল; শুদ্ধ ম্লেচ্ছবৎ ব্যবহারী হইয়া ম্লেচ্ছোপদেশে আপনং মনোমত প্রয়োগ করিয়াই প্রগাঢ় চিকিৎসক হয়; ফলেনাড়ীজ্ঞান থাকুক বা না থাকুক তাহার অনুসন্ধান কেহই করেননা; যেহেতু বর্ত্তমান রাজ প্রসাদে শ্রেষ্ঠত্বরূপে গণ্য হইয়াছেন; রোগীর রোগশান্তি হউক; বা না হউক; কিন্তু তাঁহারদিগের ফলের ব্যাঘাত নাই; এমন নির্ম্মর্য্যাদক কদর্য্যকালে এরূপ চিকিৎসার নিয়ম কিরূপে হইতে পারে; সকলেই লাভাংশের ইচ্ছুক; যদি একবার রোগীরভবনেযাইতেপারেন; তবে রোগী বাঁচুক; মরুক; বৈদ্যের লাভের মৃত্যুনাই; এবং তন্নিমিত্ত রাজার নিকট অভিযোগ ও উপস্থিত হয়। আমারদিগের শাস্ত্রে দেব বিপ্র ভক্তি বিশিষ্ট অমত্তব্যক্তিই চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে; যেহেতু নাস্তিক পাষণ্ড; পানরত; বৈদ্যকে দূরে পরিত্যাগ করিবেক (বৈদ্যং পানরতমিতি।) এক্ষণকার কালে মদ্যাদি পানে যত মত্ত হইবে ততই বৈদ্যেরউত্তমতা হইবেক; বিশেষতঃ যেব্যক্তি নাস্তিকতায় পারদর্শী; সেব্যক্তির তুল্য চিকিৎসক নাই এই ঘোষণাহয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়; সুরাদিপানে বিহ্বল ব্যক্তি যে আপন

ধাত্ত পরিচয় করিতে পারেননা; এবং এতদ্দেশ যে ব্যা-
হাকে ঘানে হইতে ধরিয়া নামাইতে হয়; তিনিই পরে
র শরীর পরীক্ষা করিয়া একালে প্রধান চিকিৎসক হই-
লেন (কালোতি দুরতিক্রম; ॥) কালই বলবান্॥
অতঃপর সন্তানোৎপত্তির প্রকরণ পত্রান্তরে ব্যক্তকরা
যাইবেক ॥

ইতি নাড়ীজ্ঞানং সমাপ্তঃ॥

বর্ত্তমান কালে কি ইংলণ্ডীয় বিদ্বান মিশনরি; কি; তদ
নুশিক্ষিত কালেজীয় ছাত্র; কি; তদনুরূপ ধর্ম্মী ভাক্ত
তত্ত্বজ্ঞানী; ইহাঁরা সকলেই বৈদিক জাতীয় দিগকে নি
ন্দাকরিতে রসনাকে এমত বশ করিয়াছেন; যে কদাপি
ভ্রমবশেও হিন্দুদিগের কিঞ্চিৎ গুণের ও প্রশংসাকরেন
না; এককালিন অভ্রান্তরূপে আমুক্তকণ্ঠে কহিয়াথাকেন
যে হিন্দুরা অতিনির্ব্বোধ; যেহেতু তাহারদিগের গুণমাত্র
ও দর্শন হয়না; ইহারা নির্গুণ; দাম্ভিক; প্রতারক; এবং
মূর্খতা দোষে আপন্ন অর্থাৎ অসভ্য; বুদ্ধিহীন; ভীত;
পরপ্রেষ্য; কর্কশ; কটুভাষী শক্তিহীন ইত্যাদি এবং
মিথ্যাকাল্পনিক কুযুক্তিযুক্ত দোষান্বিত ব্যক্তিদিগের
কৃত পুস্তককে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া মান্যকরে এবং তদুদিত
বাক্যকেই ধর্ম্মবলিয়া অনুষ্ঠান করে; ইহারদিগের ধর্ম্ম
কর্ম্ম; উপাসনা; রীতি; নীতি; আহার ব্যবহার; আচার
বিচার; সকলি দোষযুক্ত হয়; ইত্যাদি বক্তৃতাকারীগণে
রা একালে সাধুসভ্য পদেই অভিষিক্ত হয়; হউক; তাহা
তে আমরা মনস্বী হইনা; কারণ; অসজ্জনের নিকট

সজ্জনের গুণের স্থানে দোষব্যাখ্যা হইয়া থাকে; ইহা অতি পূর্ব্ব অনুমান (২০০০) সহস্র বৎসরগত মহারাজা ভর্ত্তৃহরি নীতিশতক গ্রন্থে অসন্দুণ ব্যাখ্যা করিয়া কহিয়াছেন; তাহার মর্ম্ম এইযেদুর্জ্জনেরা কদাপি সজ্জনের গুণগান করেনা; বরং তাহাঁর দিগের গুণকে দোষ বলিয়া ধৃত করিয়া থাকে। যথা।

জাড্যং হ্রীমতিগণ্যতে ব্রতরুচৌ দম্ভঃশুচৌকৈতবং। শূরেনির্ঘৃণতা ঋজৌবিমতিতা দৈন্যং প্রিয়ালাপিনি। তেজস্বি ন্যবলিপ্ততা মুখরতা বক্তর্যশক্তিঃস্থিরে।তৎকোনাম গুণোভবেৎ সুগুণিনাং যোদুর্জ্জনৈর্নাঙ্কিতঃ॥ ২১॥ নীতিশতকং।

অসৎ নিন্দক ব্যক্তির নিকট যদি হ্রীমান্ অর্থাৎ লজ্জাযুক্ত ব্যক্তির কেহ প্রশংসাকরে; তবে ঐ অসৎব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহাকে জড়বলে। আর ব্রতাদি পরায়ণ ব্যক্তিকে লোকদম্ভকরলে,অর্থাৎ লোকের নিকটআপনার সাধুতারনিমিত্ত এইব্যক্তিরব্রতকরা; শৌচাচারবিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রতারক বলে; অর্থাৎ এনি লোকভুলাইতে এই ছল করিয়াছেন; যদ্যপি কাহার শূরতা দেখে তৎক্ষণাৎ তাহাকে নির্ঘৃণ অর্থাৎ নির্দ্দয় (গোয়ার) বলে সরল ব্যক্তিকে অনায়াসেই নির্বুদ্ধিবলে; অর্থাৎ এনি অতি ভালমানুষ; বুদ্ধিহীনতা প্রযুক্ত হইয়াছেন; আর

বিনয়বাদি নির্ব্বিরোধি ব্যক্তিকে দীন অর্থাৎ দুর্ব্বলবলে যদিকেহ তেজস্বীহয় তাহাকে অম্লান মুখেই মূর্খবলে; সদ্বক্তা ব্যক্তিকে মুখর অর্থাৎ অপ্রিয় ভাষীবলে; স্থির সুধীর ব্যক্তিকে শক্তিহীন বলিয়া ব্যঙ্গকরে অর্থাৎ ইহাঁর শক্তি থাকিলে নিশ্চিন্তথাকিতেননা; অতএব কে এমন গুণবান আছে যে দুর্জ্জনকর্ত্তৃক দোষাঙ্কিত নাহয়; অর্থাৎ দুর্জ্জনের নিকট সজ্জনের কোন বিষয়েই নিস্তার নাই;।।

এক্ষণ সেইকাল উপস্থিতহওয়াতে বৈদিক জাতির দোষ ব্যতীত গুণ প্রশংসা কেনহইবে; সুতরাং অসৎ ব্যবহার নাহইলে একালে সৎ সভায় সভ্য হওয়া যায়না।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি; যে সন ১২৫৪ সাল ওসন ১২৫৫ সাল ও সন১২৫৬ সাল ও সন১২৫৭ সাল ও সন১২৫৮সাল ও সন১২৫৯ সাল ও সন১২৬০ সাল এতদ্বৎসর ষট্কের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৬ খণ্ড পুস্তকপ্রস্তুত আছে; মূল্য নিরূপণ প্রতিখণ্ডে ৬ষষ্ঠ মুদ্রা যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণকারফরমার বাটিতে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসেবারদ্বয়মুদ্রিতাহইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিমতলা যন্ত্রে মুদ্রিতা হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বংমনোমে।

২১৫ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৬ সন১২৬১সাল ১৫ অগ্রহায়ণ বুধবার

গতবারের শেষঃ।

অথ সন্দেহ নিরসনং।

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানির প্রশ্নঃ।। হে ব্রহ্মণ্, ভবদীয় বদনাব্জ বিনির্গত পিতৃ স্তোত্র এবং তম্মহিমা শ্রবণে অত্যন্ত চিত্তাহ্লাদ জন্মিল, এবংবিশ্বাস ও জন্মিল যেপিতামাতারতুল্যপৃথিবীতলে পূজনীয় কেহই নহেন; বিশেষতঃ যুক্তিসিদ্ধও বটে, অধুনা মাতৃগরিমা শ্রবণে অত্যন্ত বাসনা হয়; কৃপাদ্রবিণ বিতরণে মাতৃস্তোত্রাদি বর্ণন করিতে আজ্ঞাহয়।।

পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তরং। অরেবৎস শ্রবণ করহ; এতদ্ধরণীতলে পিতামাতার সদৃশ আরাধনীয় নাই; ইঁহাদিগের প্রতিভক্তি ও শ্রদ্ধাকরায় সুদুর্ল্লভ পরমার্থ তত্ত্বকে অনায়াসে লাভকরিতে পারাযায়; বিশেষতঃ মাতার সদৃশ কেহই নহেন, যেমাতা নিরন্তর পুত্রজন্য গাঢ়স্নেহভরে ভারাক্রান্তাহইয়া পয়োধর যুগলে অমৃত রসের বহন করিতেছেন; সুতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠামাতাই পরম গুরু॥ যথা।

পিতুরপ্যধিকামাতা গর্ব্ভধারণ পোষণাৎ। অতোহি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমোগুরুঃ॥ ॥ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং।

গর্ব্ভধারণ এবং পোষণেতে পিতাহইতে মাতা অধিকা হয়েন; একারণ শাস্ত্রকৃৎ পুরুষেরা নিশ্চয় করিয়াছেন যে ত্রিলোক মধ্যে মাতার সমান গুরু নাই॥

নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি বিষ্ণু সমঃপ্রভুঃ। নাস্তি শম্ভু সমঃপূজ্যো নাস্তি মাতৃসমোগুরুঃ॥ বৃহদ্ধর্ম্মং।

গঙ্গার সমান ত্রিলোকে তীর্থনাই। বিষ্ণুর সমান প্রভু অর্থাৎ উপাস্যনাই। শম্ভু অর্থাৎ শিবের সমানপূজ্য নাই; সেইরূপ মাতার সমান গুরুনাই॥

নাস্তি চৈকাদশীতুল্যং ব্রতংত্রৈলোক্য বিশ্রুতং। তপোহনা নশনাত্তুল্যং নাস্তি মাতৃসমোগুরুঃ॥ বৃহদ্ধর্ম্মং।

যদ্রূপ ত্রিলোক বিশ্রুত একাদশী ব্রতের তুল্যনাই। অনোশন তপের তুল্যনাই। তদ্রূপ মাতার সমান গুরু নাই॥

নাস্তিভার্য্যাসমং মিত্রং নাস্তিপুত্র
সমঃপ্রিয়ঃ। নাস্তি ভগ্নী সমামান্যা
নাস্তিমাতৃ সমোগুরুঃ॥ বৃহদ্ধর্ম্মং।

এতল্লোকত্রয়ে যদ্রূপ ভার্য্যার সমান মিত্রনাই। পুত্রের সমান প্রিয়নাই। ভগ্নীর সমান মান্যা নাই সেই রূপ মাতার সমান গুরুনাই॥

নজামাতৃ সমংপাত্রং নদানং কন্য
য়া সমং। ন ভ্রাতৃসদৃশো বন্ধুর্নচ
মাতৃ সমোগুরুঃ॥ বৃহদ্ধর্ম্মং॥

যদ্রূপ ত্রিলোক মধ্যে জামাতার সদৃশ পাত্রনাই। কন্যাদানের সদৃশ দান নাই। সহোদরের সদৃশ বন্ধু নাই। তদ্রূপ মাতার সদৃশ গুরু নাই॥

দেশো গঙ্গান্তিকঃ শ্রেষ্ঠো দলেষু
তুলসীদলং। বর্ণেষু ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠো
গুরুমাতাগুরুষ্বপি॥ বৃহদ্ধর্ম্মং।

যদ্রূপ সকলদেশ হইতে গঙ্গাসন্নিহিত দেশ শ্রেষ্ঠ; আর সমস্ত পত্র হইতে তুলসী পত্রশ্রেষ্ঠ; সকল বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; তদ্রূপ সকল গুরু হইতে মাতা গুরু শ্রেষ্ঠহয়েন॥

পুরুষঃ পুত্ররূপেণ ভার্য্যামাশ্রিত্য জায়তে। পূর্ব্বভাবাশ্রয়ো মাতা তেনসৈব গুরুঃপরা॥ বৃহদ্ধর্ম্মং।

ভার্য্যাকেআশ্রয়করিয়া * পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা পুত্র রূপে জন্মান; এবং † পূর্ব্বভাবাশ্রয় তাঁহার মাতাহয়েন একারণ সেইমাতা পরাৎপর গুরুহয়েন॥

মাতরং পিতরং চোভৌদৃষ্ট্বা পুত্র স্তুধর্ম্মবিৎ। প্রণম্যমাতরং পশ্চাৎ প্রণমেৎ পিতরং গুরুং॥ বৃহদ্ধর্ম্মং।

এক স্থানস্থ মাতাপিতা উভয়কে দেখিয়া ধর্ম্মবিৎ পুত্র অগ্রে মাতাকে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ পিতাকে প্রণাম করিবেন। অনন্তর দীক্ষা শিক্ষা গুরুগণের বন্দনা করি-তে পারেন॥

অথ মাতৃ স্তোত্রং॥

মাতা ধরিত্রীজননী দয়ার্দ্র হৃদয়া

---

* পুরুষপদে আত্মা এবং নরমাত্রকে বলে, অথবা জীবমাত্র কেই বলেন; সুতরাং অংশরূপে ভার্য্যাগর্ব্ভকে আশ্রয় করিয়া পিতাই পুত্ররূপে জন্মেন একারণ স্ত্রীর নাম (জায়া) হয়; অত এব রূপান্তরে পতি পুত্রত্ব প্রাপ্তে বন্দনা করেন।

† পূর্ব্বভাবাশ্রয় পদে পূর্ব্বরূপ পিতা উত্তররূপ মাতা প্রজা সন্ধি প্রজনন সন্ধান, ইহাতৈত্তিরীয়া শ্রুতিতে কহিয়াছেন, সুত রাং উত্তরভাবা হইয়া মাতা পূর্ব্বভাব পিতার আশ্রয় হয়েন, একারণ তাহাতেই গুরু শ্রেষ্ঠ কহিয়াছেন॥

শিবা। দেবীভূরবনিঃশ্রেষ্ঠা নির্দ্দো

ষাসর্ব্বদুঃখহা॥ ১॥

মাতা; ধরিত্রী অর্থাৎ ধারণকর্ত্রী; জননী; অর্থাৎ জন্ম দাত্রী; দয়ার্দ্রহৃদয়া অর্থাৎ সর্ব্বদাদয়াযুক্তা এবং দয়াতে আর্দ্রহৃদয়; ও শিবা অর্থাৎ সর্ব্বমঙ্গল স্বরূপা; ও দেবী; অর্থাৎ দীপ্তিময়ী; ভূঃঅর্থাৎ ধরণীরূপা, অবনিঃ অর্থাৎ সর্ব্বদা রক্ষাকর্ত্রী, শ্রেষ্ঠা, অর্থাৎ সর্ব্বোপরিস্থা; নির্দ্দোষা; অর্থাৎ সর্ব্বদোষবর্জ্জিতা; এবং সমস্ত দুঃখ হন্ত্রীহয়েন॥ ১॥

আরাধনীয়া পরমা দয়া শান্তিঃক্ষমা

ধৃতিঃ। স্বাহাস্বধাচ গৌরীচ পদ্মাচ

বিজয়া জয়া॥২॥

পরমারাধ্যা মাতা দয়াস্বরূপা; শান্তিঃস্বরূপা; ক্ষমাস্বরূপা ধৃতিঃস্বরূপা;। স্বাহা স্বরূপা; স্বধা স্বরূপা; গৌরী; পদ্মা; বিজয়া; জয় ; স্বরূপা হয়েন॥ ২॥

দুঃখহন্ত্রীতি নামানি মাতুরেবৈক

বিংশতি। শৃণুয়াৎ শ্রাবয়েন্মর্ত্যঃ

সর্ব্বদুঃখাদ্বিমুচ্যতে॥ ৩॥

দুঃখহন্ত্রী প্রভৃতি মাতার একবিংশতি নাম; যেব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ করে; বা; অন্যকে শ্রবণ করায় সেই ব্যক্তি তৎফলে সর্ব্বদুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়॥ ৩॥

দুঃখৈর্মহদ্ভির্দুর্নোপি দৃষ্ট্বা মাতর

মীশ্বরীং। যমানন্দং লভেন্মর্ত্ত্যঃ
সকিং বাচোপপদদ্যতে॥ ৪ ॥

মহৎ দুঃখ সমূহে আপন্ন হইয়া দগ্ধ, হইতেছে এমত সময়ে পরমাঙ্গীশ্বরী মাতাকে দেখিয়া জীব যে আনন্দকে লাভকরে; তাহা কি বাক্যে করিয়া পর্য্যাপ্তি করা যায়॥ ৪ ॥

ইতিতে কথিতং বিপ্র মাতৃস্তোত্রং
মহাগুণং। পরাশর মুখাৎ পূর্ব্ব ম
শ্রৌষং মাতৃ সংস্তুতৌ॥ ৫ ॥

বেদব্যাস জাবালিকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছেন; হে বিপ্র; এই মহাগুণ যুক্ত মাতৃস্তোত্র; যাহা আমি পরাশর মুখে মাতৃস্তুতিতে পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম; তাহা তোমাকে কহিলাম॥ ৫ ॥

সেবিত্বা পিতরৌ কশ্চিদ্ব্যাধঃ পরম
ধর্ম্মবিৎ। লেভেসর্ব্বজ্ঞতাং যাতু সা
ধ্যতে ন তপস্বিভিঃ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বে কোন এক ব্যাধপরম ধার্ম্মিকছিল; সেইব্যাধ মাতাপিতার সেবা করিয়া তৎফলে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লাভ করিয়াছিল; যাহা বিবিধতপস্যাদ্বারা তপস্বীগণেরাও সাধ্য করিতে পারেননা॥ ৬ ॥

তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন ভক্তি কার্য্যাতু

মাতরি। পিতর্য্যপীতি চোক্তংবৈ
পিত্রাশক্তিসুতেনমে॥

এইহেতু সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নদ্বারা মাতাপিতাতে ভক্তি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ইহা আমার পিতা শক্তিপুত্র পরাশর দ্বারা উক্ত হইয়াছে॥ ৭॥

ইতি মাতৃস্তোত্রং সমাপ্তং॥

অরে জ্ঞানাভিমানিন্; যদ্যপি পরমারাধনীয় পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইচ্ছাথাকে; তবে পরমাত্মা স্বরূপ পিতা ও তৎপট্টমহিষী মাতাতে ভক্তিকর; ও তাহাঁর দিগের আজ্ঞার বশবর্ত্তী হও; এবং তাঁহারদিগের সেবা পরিচর্য্যাদিতে নিযুক্ত থাকহ;যদ্যপিপিতামাতা বিদ্যমানাবস্থায় নাথাকেন; তবে তাহাঁরদিগের উদ্দেশে ভক্তিপূর্ব্বক স্তুতি বন্দনা ও তিরোধান দিবসে শ্রাদ্ধোপলক্ষে দানাদি দ্বারা কৃতজ্ঞতার অঙ্গীকার করহ; তবে সেই সুদুর্ল্লভ পরমাত্মতত্ত্বকে লাভকরিয়া কৃতার্থ হইবে; এইজ্ঞান; এই ধ্যান; ইহাভিন্ন মুক্তির অন্যপথ নাই; এমত মনে ক্ষণকালের নিমিত্ত করিহ না; যে পিতামাতাকে দুঃখদিয়া পরমতত্ত্বজ্ঞান লাভকরিতেপারা যায়; তুমি যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করঃ কিন্তু পিতামাতাই সকল ধর্ম্মেরমূল; তাহাঁরা কোপিত হইলে কোন ধর্ম্মেই কিছু হইতে পারেনা; যাহাঁরা পিতামাতাকে পরিত্যাগ; বা তাঁহারদিগের পিণ্ডলোপ করিতে উপদেশ দেয়ঃ তাহারা মহাপাষণ্ড পাপাত্মা; তদুপদেশে জ্ঞ না

লোকের সম্বন্ধকি চিরকাল অন্ধতামিশ্রে পতিত থা-
কিতে হয়; পিতামাতারতুল্য কি আর কিছু আরাধনীয়
আছে; পিতামাতার আজ্ঞা; আর বেদাজ্ঞাকে তুলায়
তুলন করিলে বেদাজ্ঞা হইতে পিতামাতার আজ্ঞাই
গুরু ভারবতী হয়েন, যদ্যপি কদাচিৎ পিতামাতার
আজ্ঞার অনৈক্য বিধায় দুইমত হয়; সেস্থলে বেদা-
জ্ঞার সহিত ঐক্য করিয়া বিচার্য্য হইবে অর্থাৎ যে আ-
জ্ঞার সহিত বেদাজ্ঞার মিলন হইবে সেই আজ্ঞাকেই
বলবতী করিয়া লইবেক; । তাহাতে অপরাধী হইবে
না; এতদ্বিবেচনায় সর্ব্বশাস্ত্রেই পিতা পিতামহাদির
প্রচলিত পথে গমন করিতে কহিয়াছেন ইতি ॥

গতবারেরশেষঃ।

অথ গর্ব্ভোপনিষৎ ।

জ্ঞানাদ্ধ্যানা দক্ষর মোঙ্কারঞ্চিন্ত য়তি॥১৮॥

অনন্তর; গর্ব্ভস্থজীব সপ্তমমাসে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া
জন্মজন্মান্তরীয় কর্ম্মকে স্মরণকরতঃ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক পর
তত্ত্বচিন্তায় মগ্নহয়; তদর্থে শ্রুতিসংবাদ করিয়াছেন;
যথা (জ্ঞানাদিতি) ॥

গর্ব্ভস্থ বালক * জ্ঞান ধ্যান নিষ্ঠ হইয়া † প্রতিজ্ঞা পূ

---

* জ্ঞানপ্রাপ্ত পদে স্মৃতিহয় অর্থাৎ পর্ব্ব২ জন্মে যেযেকর্ম্মকরি
য়াছে সেই২ কর্ম্মের ফলে যেযেজন্ম হইয়া যেযে দুঃখহইয়াছিল
যথা (অকস্মাৎ স্মৃতিমায়েত কর্ম্ম জন্ম শতার্জ্জিতং) ।

† প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক প্রণবাভিধ্যঃ পদে আর যাহাতে এই জ-নী

ধক প্রণব স্বরূপ অক্ষর পরমাত্মাকে চিন্তাকরিতে থাকে। ১৮।

তদেতদেকাক্ষরং জ্ঞাত্বাষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃশরীরেতস্যৈব দেহিনাং। ১৯।

এতৎ ‡ অষ্টপ্রকৃতিক † ষোড়শ বিকার বিশিষ্ট শরীরে যেজীব সেইএক অক্ষর পরমাত্মা জানিয়াধ্যানপরায়ণ হয়েন অর্থাৎ তৎকালে তদ্ভিন্ন আর কোন চিন্তা করেন না॥ ১৯॥

অথ নবমেমাসি সর্ব্বলক্ষণ সংপূর্ণোভববতি। পূর্ব্বজাতীঃ স্মরতি কৃতাকৃত কর্ম্মঞ্চ ভবতি। শুভাশুভঞ্চকর্ম্মবিন্দতি।২০

অনন্তর নবম মাসে সর্ব্বলক্ষণ সংপূর্ণ হয়। আর পূর্ব্ব

অন্তরে শয়ন করিতে নাহয় এমত কর্ম্ম করিব যথা (অভ্যস্য মিশিরং যোগং সংসারার্ণবতারণং) ! অর্থাৎ পরম মঙ্গল প্রদ যোগাভ্যাস করিব যাহাতে সংসার সাগর পার হওয়া যায়। অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইলে ভগবদারাধনা ব্যতীত আর কোন কর্ম্ম করিব না॥

‡ অষ্টপ্রকৃতি পদে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দ্বেষ.।

† ষোড়শ বিকার পদে; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই দশ আর রিপুছয়.।

জাতি অর্থাৎ যেযে যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার স্মরণ করেন। এবং কৃতা কৃত কর্ম্মকে স্মরণ করিয়া খিদ্যমান হইয়া শুভাশুভ কর্ম্ম ফলের লাভ করেন॥ ২০॥

নানাযোনি সহস্রাণি দৃষ্টাচৈব ততো ময়া। আহারা বিবিধা ভক্তাঃ পীতাশ্চ বিবিধাস্তনাঃ। ২১।

উক্ত নবমমাসে শুভাশুভ কর্ম্ম ফলের অনুভব করিয়া চিন্তিত হইয়া আপনাতেই আপনি কহেন যে আমি কত সহস্র যোনি দর্শন করিয়াছি; এবং বিবিধ প্রকার দ্রব্যাহার করিয়াছি; আরকত জাতীয় স্তনপানও করিয়াছি॥ ২১॥

জাতস্যৈব মৃতস্যৈব জন্মচৈব পুনঃ পুনঃ। অহোদুঃখোদধৌ মগ্নো নপশ্যামি প্রতি ক্রিয়াং। ২২।

জন্মিলেই মৃত্যুহয়, মৃত্যু হইলেই জন্মহয়; কিখেদের বিষয়; এরূপ পুনঃপুনঃ জনন মরণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছি এইদুঃখ সাগরেই নিরন্তর মগ্ন হইয়াছি ইহাতে কিরূপে পারহইব তাহার কিছুই উপায় দেখিতে পাইনা;॥ ২২॥

যদিযোন্যাং প্রমুঞ্চামিসাংখ্যাং যোগং সমাশ্রয়ে। অশুভ ক্ষয়কর্ত্তারং ফল মুক্তি প্রদায়িনং। ২৩।

অনন্তর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া যাহা কহেন তাহা এইশ্রুতি তে উক্তকরিয়াছেন;। যথা (যদীতি)

* যদি যোনিহইতে আমি পরিমুক্ত হই; তবে সাংখ্য এবং যোগের সমাশ্রয় করিব; সাংখ্য যোগ, কিন্তুত;না; অশুভক্ষয় কারক ও মুক্তিফল প্রদায়ক ॥ ২৩ ॥

যদিযোন্যাং প্রমুঞ্চামি তংপ্রপদ্যে ম হেশ্বরং। অশুভ ক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তি প্রদায়িনং। ।২৪।

যদি যোনি হইতে পরিমুক্তহই তবে সেই মহেশ্বর পরমাত্মাতে প্রপন্ন হইব অর্থাৎ তৎশরণাশ্রয় করিব; যিনি অশুভ ক্ষয়কারক এবং মুক্তিফল প্রদায়ক ॥ ২৪ ॥

যদিযোন্যাং প্রমুঞ্চামি তংপ্রপদ্যে ভ গবন্তং নারায়ণং দেবং। অশুভ ক্ষয় কর্ত্তারং ফলমুক্তি প্রদায়িনং ।২৫।

যদি যোনিহইতে পরিমুক্ত হই তবে অশুভক্ষয়কর্ত্তা মুক্তিফলপ্রদাতা ভগবান নারায়ণ দেবকে একাগ্রচিত্তে ভজনা করিব ॥২৫ ॥

যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতংকর্ম্ম শুভা শুভং। একাকী তেনদহ্যামি গতাস্তে ফলভোগিনঃ। ২৬।

---

* যদি যোনিহইতে পরিমুক্ত হই পদে, আশঙ্কা এইযে গ র্ভেই বিপত্তি নাহয়।

পরিজন ভরণ পোষণার্থে আমি যেসকল কর্ম্ম করিয়াছি; সেই সকল কর্ম্ম ফলে আমিই একাকী দগ্ধ হইতেছিঃ কিন্তু তাহারা সুফল ভোগ করিয়া গমন করিয়াছে ॥ ২৬

জন্তুঃ স্ত্রীযোনিশতং যোনিদ্বারি সংপ্রাপ্তে যন্ত্রেণা পীড্যমানো মহতাদুঃখেন জাতমাত্রস্তু বৈষ্ণবেন বায়ুনা সংস্পৃশ্যতমান স্মরতে জন্মমরণং নচকর্ম্ম শুভাশুভং শরীরমিতি। ২৭।

জীব যাবৎ গর্ব্ভস্থ তাবৎ শত২ যোনি যন্ত্রণানুভব করে, সূতিমারুত কর্ত্তৃক আঘূর্ণিত হইয়া সংকীর্ণ যোনি দ্বারাভিমুখে যখন পীড্যমান হয়; তখন মহাদুঃখে সংস্থিত হইয়া জন্ম মরণ যন্ত্রণা ও শুভাশুভ কোন কর্ম্মই স্মরণ করিতে পারেনা; ॥ ২৭ ॥

কস্মাৎ জ্ঞানাগ্নি দর্শনাগ্নি কোষ্ঠাগ্নিরিতি। ২৮।

কিহেতু, পূর্ব্বস্মৃত বিষয়ের বিস্মৃতি হয়; তাহার কারণ; মায়াপ্রপঞ্চ এককোষ্ঠাগ্নির প্রভাবে জ্ঞানাগ্নি ও দর্শনাগ্নিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া দক্ষিণাগ্নি ও গার্হপত্যাগ্নিকে উদ্দীপন করে ॥ ২৮ ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অম্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তু
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্ময় ত্বংমনোমে।

---

২১৬ সংখ্যা। শকাব্দ। ১৭৭৬ সন ১২৬১ সাল ৩০ অগ্রহায়ন বৃহস্পতিবার

গতবারের শেষঃ।

গর্ভোপ নিষৎ

তত্র কোষ্ঠাগ্নির্মাসাশিত পীত লেহ্য চোষ্যং পচতীতি। ২৯।

মনষ্যাদির শরীরস্থ কোষ্ঠাগ্নিনাম যে অগ্নি তাহার

কর্ম্ম চতুর্ব্বিধ আহার অর্থাৎ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়া-
দিকে জঠরের মধ্যে পরিপাক করেন ॥ ২৯ ॥

যদ্দ্বারা ভুক্তপীতরসাদিতে শরীরের পুষ্টি হয়; সুতরাং
কোষ্ঠাগ্নি প্রভাবে অন্য অগ্নিদ্বয় স্বীয় স্বীয় অধিকারের
কর্ম্ম সম্পাদন করেনঃ ॥ ২৯ ॥

রূপাদীনাং দর্শনং করোতি। তত্রত্রীণি
স্থানানি ভবন্তি। ৩০।

দর্শনাগ্নিদ্বারা রূপাদির দর্শন হয়। সেই অগ্নির অর্থাৎ
অগ্নিত্রয়ের স্থানত্রয় নিরূপণ করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

হৃদয়ে দক্ষিণাগ্নি রুদরে গার্হপত্য মু
খাদাহবনীয়ং। ৩১।

হৃৎপ্রদেশে দক্ষিণাগ্নিঃ উদরে গার্হপত্যাগ্নিঃ মুখেতে
আহবনীয়াগ্নিঃ ॥ ৩১ ॥

অর্থাৎ। যজ্ঞোপকরণ সম্ভার এই শরীরেই সম্প্রাপ্ত হয়
এ কারণ অনুশাসন করিয়াছেন; যে যাঁহারা জ্ঞানাগ্নি
দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিবেন; তাঁহারা বা-
হ্যোপকরণের চিন্তা ব্যতীত স্বশরীরস্থ উপকরণ দ্বারা
যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিবেন, । অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব
বিৎ ব্যক্তির সদেহ চিন্তাতেই সকল কর্ম্ম সম্প্রাপ্ত
হয় ॥ ৩১ ॥

যজমানায় বুদ্ধিঃ পত্নীং নিধায় দীক্ষা

সন্তোষং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি যজ্ঞপাত্রাণি শিরঃ কপাল কেশাদর্ভাঃ। ৩২।

ক্ষেত্রজ্ঞ যজমান; বুদ্ধিপত্নী; সন্তোষদীক্ষা শিরঃকপাল পাত্র; কেশদর্ভ॥ ৩২॥

মুখমন্তর্ব্বেদিঃ ষোড়শ পার্শ্ব দন্তপটলান্যষ্টোত্তরং মর্ম্মশতমশীতি সন্ধিশতং নবস্নায়ুশত মষ্টসহস্রং। ৩৩।

যজ্ঞের অন্তর্ব্বেদি মুখ। ষোড়শপার্শ্ব অর্থাৎ উভয় পার্শ্ব ষোড়শসংখ্যায় দ্বাত্রিংশৎদন্ত। যজ্ঞ গৃহোপকরণ একশত অষ্ট † মর্ম্ম, একশত অশীতি * সন্ধি অষ্টসহস্র নবশত (1) স্নায়ু॥ ৩৩॥

রোম কোট্যোহৃদয় পলান্যষ্টৌ দ্বাদশ পলাজিহ্বা পিত্তপ্রস্থং কফস্যাঢকং শুক্র কুড়বং মেদঃ প্রস্থৌদ্বারং নিয়ত মূত্র পুরীষয়োঃ।৩৪।

---

† মর্ম্ম পদে নাড়ী অস্থির সন্ধিস্থিত স্থান।

* সন্ধি পদে নাড়ী অস্থি প্রভৃতির সংমেলন স্থান।

(1) স্নায়ু পদে তেজঃস্বরূপা সূক্ষ্মানাড়ী।

সার্দ্ধত্রিকোটী নাড়ী। † হৃদয়অষ্টপল। * জিহ্বাদ্বাদশ পল ‡ পিত্ত এক প্রস্থ। (।) কফ এক আঢ়ক। ¶ শুক্র কুড়ব। ॥ মেদঃ প্রস্থদ্বয়। মূত্রপুরীষদ্বার দুই দুই প্রস্থ হয়।৩৪।

অহরহঃ পান পরিমাণং পৈপ্পলাদং মোক্ষশাস্ত্রং পরিসমাপ্তং পৈপ্পলাদং মোক্ষশাস্ত্রং পরিসমাপ্তং। ৩৫।

প্রত্যহ এই শরীরের পানাদির পরিমাণ ইহার ন্যূনা-তিরেকে রোগ মান্য করিতে হয়। সাম্যাবস্থ ব্যক্তিকে যোগি বলিতে হইবে অর্থাৎ যোগাভ্যাস ব্যতীত এরূপ অবস্থায় স্থির থাকেনা। সুতরাং আত্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তির শরীর রক্ষার্থ যোগসাধন অবশ্য করণীয়। পৈপ্পলাদকে মোক্ষশাস্ত্র কহিয়া পরিসমাপ্তি করিলেন। গ্রন্থ সমাপ্ত্যর্থে দ্বিরুচ্চারণ করিয়াছেন।৩৫॥

ইতি গর্ব্ভোপনিষৎ সমাপ্ত॥

---

† হৃদয় অষ্টপল পদে হৃদিস্থিত তেজঃপরিমাণেঅষ্ট পল অর্থাৎ চতুঃষষ্টি তোলক প্রমাণ সেরের অষ্টভাগকে পলবলে তাহার অষ্টপল অর্থাৎ (১) একসের।

* দ্বাদশপলা জিহ্বা পদে জিহ্বারস পরিমাণে উক্ত পরিমাণে (১৷৷) সার্দ্ধ একসের।

‡ পিত্ত একপ্রস্থ পদে অঞ্জলির অর্দ্ধ অর্থাৎ। (।) একপোয়া

(।) কফ আঢ়ক পদে প্রস্থাষ্ট পরিমিত হয়।

¶ শুক্র কুড়ব পদে (৭৷৷) সার্দ্ধেক তোলক প্রমাণ;

॥ মেদঃপ্রস্থদ্বয় পদে (১) একাঞ্জলি অর্থাৎ (৷৷) অর্দ্ধ সের।

গতবারের শেষঃ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তুসকলের সম্বন্ধ বিচার।

গত পত্রে মনুষ্যদিগের হিতের নিমিত্ত নাড়ীজ্ঞান কথিত হইয়াছে; অর্থাৎ যদ্দৃষ্টে জীবিত ও মৃত্যু বস্থা পন্ন ব্যক্তির শারীরক ভাবের উপলব্ধি করিতে পারা যায়, জগত পিতা পরমেশ্বর জীবের হিতার্থে কি না উপায় করিয়াছেন, তাহাঁর মত দয়ালু কেআছে; কিন্তু আমরা এমনি নির্ঘৃণ যে ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা দিবার মধ্যে ভ্রমেও একবার স্মরণ করিনা; বরং হেতুবাদ কুশলতা প্রযুক্ত তদুপাসনার ব্যাঘাত করিতে নিয়তই প্রস্তুত হই। হে করুণা নিধান্ আমরা অতিহীন তোমার অ-পার মহিমার অনুবর্ণন করিতে কিরূপে শক্ত হইতে পারি। তবে যে কখন২ অবাঙ্মনের গোচর পরমা-ত্মার প্রভাব বাগ্‌বিষয়ে আনয়ন করিতে বাঞ্ছাহয় সে কেবল আকাংক্ষা মাত্র; কেবল তাহাও নহে শাস্ত্রের ভরসা আছে। অর্থাৎ বাক্যমনের অতীত তোমার মহিমা; যাহাকহিতে শ্রুতি সকল সচকিত হয়; যেহেতু ব্রহ্মাদিরও বাক্য যখন তবমহিমা কহিতে অবসন্ন হই য়াছে; তখন আমার দিগের আর বিস্ময় কি?।

অতএব হে জগদ্‌গুরো; তুমি কৃপা বিস্তার করতঃ আ অজগণের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তব গুণানুগানে ও না-মামৃতপানে শ্রোত্ররসনাকে নিযুক্ত করহ।

হে ভক্ত জনৈক ত্রাণ কারণ; ভক্ত রক্ষার্থ আত্মকার্য্য

বং কতকত অসদৃশ কার্য্যের অঙ্গীকার করিয়াছেন; অর্থাৎ অজনের জন্ম; অকর্ত্তার কর্ম্ম কোনমতে লৌকিক যুক্তিতে যুক্তকরা যায় না। সুতরাং তদ্বিষয়ে যুক্তিকরিয়া প্রাকৃত জনে যে তোমার নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হয় সে বালিশতা মাত্র শুদ্ধ তাহাতে তোমার উপাসনায় বঞ্চিত হইয়া নাস্তিকতাকে উপস্থিত করে।

এই জগৎ তোমাহইতে উৎপত্তি; তোমাতে স্থিতি করিয়া পরিণামে তোমাতেই লয় হয়; অর্থাৎ তোমা ভিন্ন আর অন্যগতি নাই। একারণ যেরূপে জীবের উৎপত্তি হয় এবং উৎপন্ন জীবের রক্ষা হইতেছে তাহা বিশেষ করিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন; যথা।

অথ গর্ভিণী কৃত্যাকৃত্যানি।

গর্ভিণী প্রথমাদহ্নঃ প্রহৃষ্টা ভূষিতা শুচিঃ। ভবেচ্ছুক্লাম্বরা দেব গুরু বিপ্রার্চ্চনেরতা। ৫৮।

গর্ভিণী স্ত্রীপ্রথম দিবসাবধি হৃষ্টা এবং অলঙ্কার ভূষিতা শুচি এবং শুক্লবস্ত্র পরিধানা হইয়া দেবতা গুরু ব্রাহ্মণ পূজনে রতা হইবেন ॥ ৫৮।

ভোজ্যন্তু মধুরপ্রায়ং স্নিগ্ধং হৃদ্যং দ্রবং লঘু। সংস্কৃতং দীপনীয়ন্তু নিত্য মেবোপ যোজয়েৎ। ৫৯।

মধুর এবং স্নিগ্ধ হৃদ্যদ্রব ও লঘু অগ্নিদীপনীয় দ্রব্য ও পরিপাক কৃত দ্রব্য গর্ভবতী স্ত্রীকে নিত্য এইরূপ ভোজ্যদ্রব্য দিবেক। ৫৯।

গুর্ব্বিণী নতু কুর্ব্বীত ব্যায়াম মপতর্প-ণং। ব্যবায়ঞ্চ নসেবেত ন কুর্য্যাদতি তর্পণং॥ ৬০।

গর্ভিণী এই সকল করিবেন না ব্যায়াম লঙ্ঘন এবং মৈথুনসেবা অতিশয় স্নিগ্ধাদি সেবাও করিবেন না। ৬০

রাত্রৌ জাগরণং শোকং যানস্যারোহণং তথা। রক্তমোক্ষং বেগরোধং ন কুর্য্যা দুৎকটাশনং॥ ৬১।

রাত্রি জাগরণ ও শোক ও যানাদির আরোহণ তথা রক্তমোক্ষণ বায়ু মূত্র বিষ্ঠার বেগ ধারণ কঠিনাহার এই সকল গর্ভবতী নারী করিবেন না। ৬১।

দোষাভিঘাতো গর্ভিণ্যা যোযোভাগঃ প্রপীড্যতে। সসভাগঃ শিশোস্তস্য গ-র্ভস্থস্য প্রপীড্যতে॥ ৬২।

গর্ভিণীর দোষাভিঘাত যে যে ভাগ হইয়া প্রকৃষ্ট রূপ পীড্য হয়। সেই২ ভাগ গর্ভস্থ শিশুর ওপীড্য হয়। ৬২।

মলিনাং বিকৃতাকারাং হীনাঙ্গীং ন স্পৃশেৎ স্ত্রিয়ং। নজিঘ্রেদপি দুর্গন্ধং ন পশ্যেন্নয়নাপ্রিয়ং॥ ৬৩।

মলিনা বিকৃতাকারা অঙ্গহীনা এতাদৃশী স্ত্রীকে স্পর্শ করিবেন না দুর্গন্ধ ঘ্রাণ লইবেন না নয়নের অপ্রিয় ব্যক্তি কিম্বা দ্রব্য মাত্রেরই দর্শন করিবেন না॥ ৬৩।

বচাংসি নাপি শৃণুয়াৎ কর্ণয়োরপ্রিয়াণি চ। নান্নং পর্য্যুসিতং শুষ্কং ভুঞ্জীতকৃথিতঞ্চ যৎ। ৬৪।

কর্ণের অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিবেন না। পর্য্যুসিত অন্ন এবং যেশুষ্ক অন্নএবং দুর্গন্ধ অন্নতাহা ভোজন করিবেন না॥ ৬৪॥

চৈত্যশ্মশান বৃদ্ধাংশ্চভাবাংশ্চাপ্যযশস্করান্। বহির্নিষ্ক্রামণং ক্রোধং শূন্যাগারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥ ৬৫॥

চিতাকর্ম্ম ও শ্মশান এবং বৃদ্ধ এইরূপ ভাবনা করিবেন না এবং অযশস্করকর্ম্ম ত্যাগ করিবেন। এবং বহির্গমন ওশূন্যগৃহও ত্যাগকরিবেন॥ ৬৫॥

নোচ্চৈর্ব্রুয়াৎ নতৎ কুর্য্যাৎ যেন গর্ভো বিনশ্যতি। তৈলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনেচনাত্যর্থং কারয়েদপি॥ ৬৬।

উচ্চকথা কহিবেন না যাহাতে গর্ভ বিনাশ হয় এতাদৃশ কর্ম্ম করিবেন না। তৈলাভ্যঙ্গ তৈল মর্দন অতিশয় করিবেন না॥ ৬৬।

ন মৃদ্বাস্তরণং কুর্য্যান্নাত্যুচ্চং শয়নাসনং। এতাংস্তু নিয়মান্ হর্ষান্ যত্নাৎ কুর্ব্বীত গুর্ব্বিণী। ৬৭।

অতি মৃদু অর্থাৎ অতি কোমল পাতলা শয্যা করিবেন না; অতি উচ্চ শয্যাও করিবেন না; এই সকল নিয়ম এবং হর্ষ জনক সাকল্যকর্ম্ম যত্নেতে গর্ব্বিণী করিবেন॥ ৬৭॥ নবমে দশমে মাসীত্যাদি। ৬৮।

অনন্তর প্রসব মাস কথিতাবশ্যক এতদ্বচন পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে;।

অথ সূতিকাগৃহাকৃতিঃ।

অষ্টহস্তায়তং চারু চতুর্হস্তবিশালকং। প্রাচীদ্বারমুদগ্দ্বারং বিদধ্যাৎ সূতিকা গৃহং। ৬৯।

অনন্তর সূতিকা গৃহাকার। অষ্ট হস্ত আয়ত চতুর্হস্ত প্রসর মনোহর স্থান হইবেক পূর্ব্ব দ্বার অথবা উত্তর দ্বার সূতিকা গৃহ বিধান করিবেক॥ ৬৯।

অথাসন্ন প্রসবায়া লক্ষণং।

জাতে হি শিথিলে কুক্ষৌ মুক্তে হৃদয় বন্ধনে। সশূলে জঘনে নারী বিজ্ঞেয়া প্রসবোৎসুকা। ৭০।

অনন্তর আসন্ন প্রসবার লক্ষণ। কুক্ষি স্থান শিথিল হইলে হৃদয় বন্ধন মুক্ত হইলে জঘন স্থান বেদনাযুক্ত হইলে প্রসবোৎসুকা নারী হয় জানিহ॥ ৭০।

আসন্ন প্রসবায়াস্তু কটি পৃষ্ঠন্তু সব্যথং।
ভবেন্মুহুঃ প্রবৃত্তিশ্চ মূত্রস্যচ মলস্য চ।৭১

উপস্থিত প্রসবা স্ত্রীর কটি পৃষ্ঠদেশ ব্যথাযুক্ত হয় বারম্বার মূত্র প্রবৃত্তি এবং মল প্রবৃত্তি হয়। ৭১।

অথাসন্ন প্রসবায়া উপচারঃ।

তৈলেনাভ্যঙ্গ গাত্রাস্তাং সংস্নাতামুষ্ণ-বারিণা। যবাগুং পায়য়েৎ কোষ্ণাং মা-ত্রয়া ধৃত সংযুতাং ॥ ৭২।

অনন্তর নিকটীভূত প্রসবকাল প্রাপ্ত স্ত্রীর কর্ত্তব্য। তৈলাভ্যঙ্গগাত্রা উষ্ণজল দ্বারা কৃতস্নানা তাহাকে ঈষদুষ্ণ যবাগু অর্থাৎ যবের যাউমাত্রাতে দিবেক ॥ ৭২।

কৃতোপধানে মৃদুনি বিস্তীর্ণে শয়নে শনৈঃ। আভুগ্ন সক্থিচোত্তানা নারী তিষ্ঠেদ্ব্যথান্বিতা ॥ ৭৩।

মৃদু কৃতোপধানে অর্থাৎ কোমল বালিশেতে বিস্তীর্ণ শয়নে অল্পে অল্পে সংকোচিত উরু হইয়া উত্তানা হইয়া অর্থাৎ উচ্চ হইয়া ব্যথাযুক্তা নারী স্থিতি করিবেন ॥ ৭৩।

অথ জনয়িত্রীরাহ।

চতস্রোঽশঙ্কনীয়াশ্চ সাধনে কুশলা

হিতাঃ। বৃদ্ধাঃ পরিচরেয়ুস্তাং সম্যক্‌ছিন্ন নখাঃ স্ত্রিয়ঃ। ৭৪।

অথ জনয়িত্রী কথিতা হইতেছে। চতুর্থ জনয়িত্রী অশ ক্কর্নীয়া ও সব সাধনে সুশলা এবং হিতা বৃদ্ধা প্রসবিনী র পরিচারকতা করিবেক সেই স্ত্রী সকল বিশিষ্ট ছিন্ন নখা হইবেক॥ ৭৪।

অথ জনয়িত্রী কৃতং।

অপত্য মার্গং তৈলেন সমভাজ্য সমন্ততঃ। একাত তাসু সুভগে প্রবাহস্বেতি তাং বদেৎ। ৭৫।

অনন্তর জনয়িত্রী অর্থাৎ ধাত্রী কর্ম্ম। সন্তানের পথকে সকলদিকে তৈল দ্বারা আর্দ্র করিয়া সেই জনয়িত্রীর মধ্যে একব্যক্তি প্রসূতীকে এই কহিবেন হে সুভগে বেগ দেহ॥ ৭৫।

অব্যথা মা প্রবাহিষ্ঠাঃ প্রবাহেথা ব্যথা যদি। প্রবাহেথাঃ শনৈঃ পূর্ব্বং প্রগাঢ়ঞ্চ ততঃ পরং। ৭৬।

নির্ব্ব্যথাযুক্তা সেই প্রসবিনীকে প্রবাহ করাইবেক প্রবাহ অর্থাৎ বেগ প্রবাহে যদি ব্যথা হয় প্রথম অল্পে অল্পে বেগ দেওয়াইবেক তৎপরে গাঢ় বেগ দেওয়াইবেক॥ ৭৬॥

ততো গাঢ়তরং গর্ব্ভে যোনিদ্বার মুপাগ

তে। অপরা সহিতো গর্ব্ভো যাবৎ পতি
ত ভূতলে। ৭৭।

তৎপরে যোনি দ্বার উপগত গর্ভ হইলে গাঢ়তর বেগ দিবেক যাবৎ পর্য্যন্ত পৃথিবী তলে পুষ্প সহিত গর্ভ পতিত হয়॥ ৭৭।

ব্যথা রহিতয়াঃ প্রবাহণাদ্বৈগুণ্য মাহ
মূকং বা বধিরং কুব্জং শ্বাস কাস ক্ষয়া-
ন্বিতং। সুতে স্রস্ত তনুং বাল মকালেতু
প্রবাহণাৎ। ৭৮।

বেদনারহিতা স্ত্রীর প্রবাহণ হইতে বৈগুণ্য কহি। অকালে প্রবাহণ হইতে এতদ্রূপ বালক প্রসব হয়েন মূক অর্থাৎ বোবা; বধির ও কুব্জ; শ্বাসকাস, ক্ষয়যুক্ত বিচ্ছিন্ন শরীর॥ ৭৮।

ইতি গর্ব্ভিণীর গর্ভ চিন্তা সমাপ্ত।।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক

অদ্যাবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসেবারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাট শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্ময় ত্বংমনোমে।

২১৭ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৬ সন ১২৬১ সাল ১৫ পৌষ শুক্রবার

গতবারের শেষঃ।

সন্দেহ নিরসন।

ভাক্তত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ! হেব্রহ্মণ, পিতা মাতার স্তুতি শ্রবণে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইলাম, যেহেতু, পিতা মাতার প্রতি ভক্তি করিতে সকলেই উপদেশ করেন, অর্থাৎ কি হিন্দু কি যবন কি ম্লেচ্ছ সকল জাতীয় শাস্ত্রেই সমান অনুশাসন আছে এবং আমার দিগের কলিকাতা নগরস্থ ব্রহ্মসভাতেও উপদেশ করিয়া

থাকেন। বিশেষতঃ তৎসভাধ্যক্ষেরা কোন মতেই অধার্ম্মিক নহেন; যেহেতু তাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রে ও সত্যধর্ম্মের প্রশংসা লিখিয়া থাকেন, এবং তৎসভার বক্তৃতাতেও ধর্ম্মের প্রশংসা সর্ব্বদাই করেন, সুতরাং তাইঁরদিগকে অবশ্যই ধার্ম্মিক বলিতে হইবে; তবে তাঁহারা সত্যবাক্য দয়া দান অহিংসা ব্যতীত ব্রতোপবাস আচার নিয়মকে ধর্ম্ম বলেননা, এক্ষণে আপনার নিকট আমার এই জিজ্ঞাসা যে সত্যাদি ধর্ম্ম চতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহারদিগকে অধার্ম্মিক কি ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন করুন্॥

পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। অরে জ্ঞানাভিমানিন্। ভাক্তজ্ঞানীরা যে পথাবলম্বন করিয়াছেন সে পথে সত্যধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই; ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সংপর্করূপে অসত্য, ঈর্ষা, অসূয়া, অক্ষমা, হিংসা, পৈশুন্য, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দ্বেষ, অহঙ্কার, কার্পণ্য; প্রবঞ্চনার সহিত কল্পিত ব্রহ্মসভায় অধর্ম্ম মূর্ত্তিমান রহিয়াছেন; তবে যে কখনং সত্য ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াথাকেন সে কেবল লোক বঞ্চনা মাত্র। অর্থাৎ তাঁহারা যে নাস্তিকতার ফাঁদ পাতিয়াছেন; তাহাতে ধর্ম্ম বাক্যের লোভ না দেখাইলে কেহ সে ফাঁদে পতিত হয়না, সুতরাং আমরা ধার্ম্মিক; আমরা জ্ঞানী; আমরা বেদান্ত বিচারে নিপুণ; আমরা ব্রহ্মসভার সম্পাদক; আমরা সর্ব্ব বেদ বেদ্য পরব্রহ্মের নিরন্তর উপাসনা করিয়া থাকি; এই বক্তৃতা করেন; এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রেও প্রতিমাসে তদনুসারে লিপি প্রকাশ করিয়া থাকেন,।

রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে তহাঁরা সত্যধর্ম্মী কি হইবেন; সত্যধর্ম্মের পথ কোনদিগে তাহা স্বপ্নেও দর্শন করেন নাই; ভাক্ত জ্ঞানীদিগের সহিত কোন বেদ কি উপনিষৎ কি পুরাণেতিহাস; কি মন্বাদি সংহিতার কোন সম্প্রর্ক নাই; অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম এই উভয়ই বঞ্চিত; কেবল (মুরারের তৃতীয় পন্থা) প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাঁর দিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম রীতি নীতি বেদাদি শাস্ত্রমতে নহে কেবল (এসিয়াটিক্ রিসার্চ্চেজ্) প্রভৃতি কয়েক খানি ইংরাজী পুস্তক দৃষ্টে তাহাঁরা জ্ঞানী ও সভ্য হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনার সূক্ষ্ম পথ বাহির করিয়াছেন, এক্ষণ পর্য্যন্তও যেধর্ম্মালোকদর্শনার্থে (যর্দ্দন) নদীর পবিত্র নীরে অবগাহন করেন নাই ইহাতেই ধন্যবাদ করিলাম।

বাপুরে; সত্যাদি ধর্ম্মের অঙ্গ যথাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া কহিতেছি; শ্রবণ করিলেই উপলব্ধি করিতে পারিবে যে আধুনিক জ্ঞানীরা ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিক অর্থাৎ কেবল সত্যকথা কহিলেই সত্যধর্ম্ম রক্ষাহয় না; সত্য দ্বাদশাঙ্গ তাহার সম্যক্ রক্ষাকরিলে সত্য ধর্ম্ম যাজন করাহয় যথা।

সত্য

অমিথ্যা বচনং সত্যং স্বীকার প্রতিপালনং। প্রিয়বাক্যং গুরোঃ সেবা দৃঢ়

তৈঞ্চব ব্রতং কৃতং ॥ আস্তিক্যং সাধু স-
ঙ্গশ্চ পিতু র্মাতুঃ প্রিয়ঙ্করঃ। শুচিত্বং
ত্রিবিধঞ্চৈব হ্রীরসঞ্চয় এবচ। এবং দ্বা
দশধা সত্যং দয়াংমে বদতঃ শৃণু॥
ইতি। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং।

সত্যদ্বাদশ প্রকারহয়; তাহার প্রথমমিথ্যাবাক্যেরউপ রতি; ।২। † অঙ্গীকারের প্রতিপালন; ।৩। প্রিয়বাক্য কথন ।৪। গুরুসেবা করণ; ।৫। প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা; ।৬। * ব্রতানুষ্ঠানকরণ; ।৭। ‡ আস্তিকত্ব, ।৮। সৎসঙ্গ; ।৯। মাতা পিতার প্রিয়কর্ম্ম সাধন; ।১০। ¶ শুচিত্ব অর্থাৎ ত্রিবিধ প্রকারশৌচাচারকরণ; ॥ ১১ ॥ (।) লজ্জাবুদ্ধি যুক্ত; ।১২। অসঞ্চয়তা অর্থাৎ কৃপণতা শূন্য; । অতঃপর দয়ার অঙ্গ কহিতেছি ॥১।

---

† অঙ্গীকারের প্রতিপালন পদে শরণাগত রক্ষণ।

* ব্রতানুষ্ঠান করণ পদেচান্দ্রায়ণাদি, আদিপদেএকাদশী প্রভৃতির যথানিয়মানুষ্ঠান।

‡ আস্তিকত্ব, পদে শাস্ত্রবাক্যেউহ শূন্য হইয়া ভগবদ্রূপেবিশ্বাস।

¶ শুচিত্ব ত্রিবিধ প্রকার পদে, কায়, মন, বাক্য শুদ্ধি অর্থাৎ শৌচাচার পরায়ণ।

। লজ্জা বুদ্ধিযুক্ত পদে, লোক বিদ্বিষ্ট কর্ম্মের অসমাচরণ; অর্থাৎ কুলোচিত কর্ম্মের ব্যাঘাত নাকরণ।

দয়া

পরোপকার দানঞ্চ সর্ব্বদাস্মিতভাষণং।
বিনয়ো ন্যূনতাভাবঃ স্বীকার সমতা
মতিঃ। ষড়বিধেয়ং দয়া প্রোক্তা শৃণু
শান্তি রথোমুনে। ইতি। বৃহদ্ধর্ম্মং

দয়া ছয় প্রকার হয়; প্রথম পরোপকার করণ; দ্বিতীয় সাধ্যানুসারে দান; তৃতীয় হাস যুক্ত বাক্য কথন; চতুর্থ বিনয়; পঞ্চম নম্রতাভাব, ষষ্ঠ স্বীকারের সমাধা করণ। অতঃপর শান্তির অঙ্গ ব্যাখ্যা করিতেছি।

শান্তি।

অনসূয়াঞ্চ সন্তোষ ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ।
অসঙ্গমো মৌন মেব দেবপূজা বিধৌ
মতিঃ। অঙ্গতশ্চিদ্ভয়ত্বঞ্চ গাম্ভীর্য্যং স্থির
চিত্ততা। অরুক্ষভাবঃ সর্ব্বত্র নিস্পৃহত্বং
দৃঢ়ামতিঃ। বিবর্জ্জনং হ্যকার্য্যাণাং সমঃ
পূজাপমানয়োঃ। শ্লাঘাপরগুণেহস্তেয়ং
বৃহ্মচর্য্যং ধৃতিঃক্ষমা। আতিথ্যঞ্চ জপো
হোম স্তীর্থ সেবার্য্য সেবনং। অমৎস
রো বন্ধমোক্ষ জ্ঞানং সন্ন্যাস ভাবনা।

সহিষ্ণুতাচ দুঃখেষু অকার্পণ্য মমূর্খতা।
এবমাদিগুণা বিপ্রা শান্তিত্বেন প্রকী-
র্ত্তিতাঃ ইতি ॥ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং ॥

শান্তির অঙ্গ ক্রমে কহি তাহি শ্রবণ করহ। প্রথম অসূয়া শূন্য অর্থাৎ পরগুণে দোষারোপ না করণ; দ্বিতীয় অল্প সন্তোষ অর্থাৎ অল্প লাভেই চিত্তের সন্তুষ্টি, তৃতীয়, ইন্দ্রিয় দমন; চতুর্থ, অসৎ সঙ্গত্যাগ; পঞ্চম মৌন অর্থাৎ অনর্থ জল্পনা নাকরণ, ষষ্ঠ; দেব পূজা বিধিতে ভক্তিকরণ; সপ্তম ভয়শূন্য অর্থাৎ এমত কর্ম্ম করিবে যে যাহাতে কাহার নিকটে ভয় পাইতে নাহয় অষ্টম; গম্ভীরতা; নবম। স্থিরচিত্ততা; অর্থাৎ ধৈর্য্যাবলম্বন; দশম। সর্ব্বত্র অরুক্ষভাব অর্থাৎ উগ্রতা শূন্য।একাদশ। নিস্পৃহত্ব অর্থাৎ লোভশূন্য। দ্বাদশ। দৃঢ়ামতি অর্থাৎ ঈশ্বরৈকনিষ্ঠতা, ত্রয়োদশ। অসৎ কর্ম্ম বর্জ্জন অর্থাৎ লোক শাস্ত্র বিদ্বিষ্ট অকার্য্যের অসমাচরণ। চতুর্দ্দশ। মানাপমানে সমতা পঞ্চদশ। পরগুণ শ্লাঘিষ্টঃ। ষোড়শঃ। † অস্তেয় অর্থাৎ চৌর্য্যাদি

† অস্তেয় পদে চৌর্য্যাদি বৃত্তিশূন্য অর্থাৎ স্তেয় শব্দে অন্যায় পূর্ব্ব পরধন গ্রহণ নিপুণ, যথা (প্রত্যক্ষম্বা পরোক্ষংবা নিশায়াং যদিবা দিবা যৎ পরদ্রব্য গ্রহণং তৎ স্তেয়মিতি কথ্যতে!) সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে রাত্রে কি দিবাতে অন্যায় পূর্ব্বক পরের ধন যেকিঞ্চিৎ গ্রহণ করে, তাহাকেই স্তেয় বলে।

নাকরণ। সপ্তদশ, ব্রহ্মচর্য্যকরণ অর্থাৎ স্বদারে ঋতু কালাভিগমন। অষ্টাদশ;। ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্যাবলম্বন অথবা বেদার্থাবধারণ। উনবিংশতি। ক্ষমা; অর্থাৎ অপকারির প্রতি অপকার নাকরণ। বিংশতি। আতিথ্য অর্থাৎ অতিথি সেবাকরণ। একবিংশতি। জপ হোম পরায়ণতা। দ্বাবিংশতি। তীর্থপর্য্যটন শীলতা। ত্রয়োবিংশতি। আর্য্য সেবন। অর্থাৎ গুরু বর্গানুসেবী হইবে। চতুর্ব্বিংশতি অমৎসর অর্থাৎ মাৎসর্য্য শূন্য। পঞ্চবিংশতি;বন্ধ মোক্ষজ্ঞান অর্থাৎ ইহাতে জীবের বন্ধন হয় ইহাতে জীব মুক্ত হইতে পারে ইত্যাকার জ্ঞান। ষড়বিংশতি। সন্ন্যাসভাবনা; অর্থাৎ ফলাভি সন্ধান ব্যতীত কর্ম্মাদিকরণ। সপ্তবিংশতি। দুঃখের সহিষ্ণুতা অর্থাৎ বাতবর্ষা গ্রীষ্মাদি জনিত দুঃখ সহ্যকরণ। অষ্টাবিংশতি। অকার্পণ্য অর্থাৎ কৃপণতা শূন্য। উনত্রিংশৎ। অমূর্খতা; অর্থাৎ ঘৃণা লজ্জামানাপমান প্রভৃতি মূর্খলক্ষণ বর্জ্জিত। উনত্রিংশৎ শান্তি ধর্ম্মের লক্ষণ হয়॥

অহিংসা।

অহিংসাত্বাসনজয়ঃ পরপীড়া বিবর্জনং।
শ্রদ্ধাচাতিথি সেবাচ শান্তরূপ প্রদর্শনং।
আত্মীয়তাচ সর্ব্বত্র স্বাত্মবুদ্ধিঃ পরাত্মসু।
ইতি নানা বিধাঃ প্রোক্তা অহিংসেতি মহামুনে॥ইতি। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং।

অহিংসাপদে হিংসারহিত; প্রাণবিয়োগ বিষয় হিংসা এখানে অষ্ট প্রকার অহিংসাকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,। ১।কোন জীবের জীবনের ব্যাঘাতকরিবেকনা।২ স্থিতাসন হইবেঅর্থাৎ আপনার,আসনপরিত্যাগকরিবেনা; অর্থাৎ ধারা বাহিক ধর্ম্মের ব্যাঘাত নাকরিলেই অহিংসা ধর্ম্মরক্ষাহয়।৩ পরপীড়াদায়কহইবেনা।৪। শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরু শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখিবে।৫। অতিথি সেবা পরায়ণ হইবে।৬ । শান্তরূপ প্রদর্শন করাইবে; অর্থাৎ জীবের ভয়প্রদ হইবেনা।৭। সকলের সহিত আত্মীয়তা করিবে।৮। আপনি যেমন পরকেও সেইরূপ দেখিবে।। এই অষ্টপ্রকার অহিংসা হয়।।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে ভগবন্ ধর্ম্ম সংস্কার মধ্যে যে আর্য্য সেবা করিতে কহিয়াছেন, সেই আর্য্য শব্দে কাহাকে বুঝায় তাহা বিস্তার করিয়া কহিতে আজ্ঞাহয়।

পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। অরে জ্ঞানাভিমানিন্ সত্যাদি ধর্ম্ম চতুষ্টয়ের মধ্যে শান্তি ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আর্য্য সেবার উপদেশ করেন, সেই আর্য্যপদে গুরুজন। যথা।

মাতাপিতা গুরুঃ শ্রেয়ান্ জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতামহঃ। শ্বশুরো মাতুলশ্চৈব তথা মাতা মহস্মৃতঃ।। পিতুর্জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠশ্চ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠানিজ স্বসা। পিতুঃস্বসা জ

নন্যশ্চ এতে গুরুজনাঃস্মৃতাঃ ।। পত্ন্যঃ পিতামহাদীনাং তথৈব গুরবঃ স্মৃতাঃ। এতেষুহি পিতাশ্রেয়ান গুরুরেব মহাগুরুঃ। ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং ।।

গুরুজন ব্যাখ্যায় আদৌ পিতা ও মাতা গুরু শ্রেষ্ঠ মহাগুরু হয়েন। এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতামহ; ও শ্বশুর; ও মাতুল; মাতামহ; পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও আপনার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও পিতুঃ স্বসাওমাতুঃস্বসা আর পিতামহাদির পত্নীগণ; ইত্যর্থে আদিপদে পিতামহী প্রপিতামহী প্রভৃতি আর মাতামহীত্যাদি এবং মাতুলানী সকলেই গুরুজন; ইঁহারদিগের সেবা করায় শাস্তি ধর্ম্ম রক্ষা হয়।

অতএব দেখ তোমারদিগের দলে এতাদৃক ধর্ম্মশীল কে আছে শুদ্ধ আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়াই উন্মত্ত হইয়া সমস্ত শুভকর্ম্মের ব্যাঘাত করিতেছেন। বিশেষতঃ তোমারও বুদ্ধি নাআছে; বিবেচনা করিলে বুঝিতে না পার এমত নহে।

উপরিউক্ত ধর্ম্ম চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করা ব্যতীত আর ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠান অধিক কি আছে। এবং ধর্ম্ম ব্যতীত জীবের পরিমুক্ত হইবার কোন সাধন নাই, ধর্ম্মাচরণই পরব্রহ্মের উপাসনা হয়। যথা।

ধর্ম্মাৎ সংজায়তে হ্যর্থো ধর্ম্মাৎ কামা-

ভি জায়তে। ধর্ম্মমেবাপবর্গোয়ং তস্মা দ্ধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ। ইতি ভবিষ্যপুরাণং।

চতুর্ব্বর্গ সাধনের মূল একধর্ম্ম; । অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতে অর্থ হয়; ও ধর্ম্ম হইতে সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয় । ধর্ম্মই অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ ইহা জানিয়া জীবের ধর্ম্ম সমাশ্রয় করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য ॥

ধর্ম্মঞ্চার্থঞ্চ কামঞ্চ ত্রিবর্গ স্ত্রিগুণোমতঃ। সত্বং রজস্তমশ্চেতি তস্মাদ্ধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণং ॥

ধর্ম্মার্থ কাম এই ত্রিবর্গকে ত্রিগুণ বলিয়া কহিয়াছেন; অর্থাৎ ধর্ম্মেতেই সত্বরজ তমগুণের উৎপত্তি হয়; সুতরাং ধর্ম্মই পরমাত্মা । সেই ধর্ম্মের সমাশ্রয় করাই কর্ত্তব্য ॥

অর্থাৎ ত্রিবর্গকে যে ত্রিগুণ কহিয়াছেন তাহার সিদ্ধান্ত । ত্রিবর্গের প্রথম ধর্ম্ম; তিনি সত্বমূর্ত্তি। দ্বিতীয় অর্থ; রজোমূর্ত্তি। তৃতীয়; কাম তমোমূর্ত্তি । ইত্যর্থে এক ধর্ম্মই উপাসনীয়; । তদাশ্রয়ে জীবের পরিমুক্তিহয়।

সত্বরূপী ধর্ম্মের সমাশ্রয়ে জীবের আশু বৈরাগ্য জন্মে; এবং চিত্তনির্ম্মল হয় । অর্থাখ্য রজোগুণাশ্রয়ে সংসার রাগের বৃদ্ধি অর্থাৎ অপমানে ক্রুদ্ধ মানপ্রাপ্তে প্রসন্ন চিত্তহয়, অলাভে অসন্তোষ লাভ সন্তুষ্টিজন্মে। কামাখ্য তমোগুণাশ্রয়ে জীব তমোহভিভূত হইয়

ঘিতাহিত কিছুমাত্র বোধ করিতে পারেনা সুতরাং নানা বিধ কদর্য্য কর্ম্মের সমাচরণ করিয়া নিরন্তর ধর্ম্ম বিদ্বেষে নিরয় গর্ত্তে পতিতহয়। অতএব ধর্ম্মের স্থান ঊর্দ্ধ্বে; অর্থের স্থান মধ্যে; কামের স্থান অধোভাগেহয়। যথা

ঊর্দ্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যেতিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণং।

ধর্ম্মাখ্য সত্ত্বস্থ ব্যক্তির ঊর্দ্ধে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গতি; অর্থাখ্য রজোগুণস্থিত ব্যক্তির মধ্যে অর্থাৎ ইন্দ্রাদি লোকে স্থিতি হয়; কামাখ্য তমোগুণস্থিত ব্যক্তির অধোগতি হয়। সুতরাং ধর্ম্মসমাশ্রয় করা জীবের পরম কল্যাণের কারণ॥

যস্মিন্‌ধর্ম্মঃ সমাযুক্তো হ্যর্থকামৌ ব্যবস্থিতৌ। ইহলোকে সুখীভূত্বা প্রেত্যানন্দায় কল্পতে। ইতি ভবিষ্যপুরাণং।

ধর্ম্ম সমাযুক্ত ব্যক্তিতে অর্থ ও কামের ও অবস্থিতি হয়। সুতরাং ধর্ম্ম সমাশ্রয় প্রযুক্ত সেই ব্যক্তি ইহলোকে পরমসুখে কাল যাপনা করতঃ পরলোকে পরমানন্দ ধামে নিত্য অখণ্ড আনন্দের অনুভব করেন অর্থাৎ ব্রহ্মভূতহয়েন॥

তস্মাদর্থঞ্চ কামঞ্চ যুক্তোধর্ম্মং সমাশ্র-

য়েৎ। ধর্ম্মাৎ সংজায়তেকামো ধর্ম্মাদর্থো ভিজায়তে। এবংধর্ম্মং সুসাধ্যত্বং চত্তুর্ব্বর্গোপ দর্শিতঃ। ইতি ভবিষ্যপুরাণং।

এইহেতু অর্থ ও কামে মুক্তহইয়া ধর্ম্মকে সমাশ্রয় করিবে। অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতে অর্থহয় ও ধর্ম্ম হইতে সর্ব্বা ভিলাষের পূর্ত্তিহয়। সুতরাং এরূপ ধর্ম্মই সুসাধ্য ইহা তে চত্তুর্বর্গের ফলকে দর্শন করাইয়াছেন॥

এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নাকরিয়া যে মোক্ষ পদকে লাভ করিতে ইচ্ছাকরে সে পদে২ বঞ্চিত হয়॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসেবারদ্বয়মুদ্রিতাহইয়া পাতুরিয়াঘাটা শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্ময় ত্বংমনোমে।

২১৮সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৬ সন১২৬১ সাল ৩০ পৌষ শুক্রবার

গতবারের শেষঃ।

অথ মানবশরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তুসকলের সম্বন্ধ বিচার।

গতমাসের পত্রে গর্ভবতী স্ত্রীর অবস্থা বর্ণন করা গিয়াছে; বর্ত্তমান পত্রে গর্ভস্থ বালকের উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি যেপ্রকারে হয় তাহা কহিতেছি; উত্তরোত্তর সতিকাগৃহাদির লক্ষণা লক্ষণ কথিত হইবে। যথা।

গর্ভে মাসি মাসি যদ্ভবতি তদাহ। গর্ভা
শয়ে নিপতিতং যাদৃক শুক্রং তথার্ত্ত
বং। তাদৃগেব দ্রবীভূতং প্রথমে মাসি
তিষ্ঠতি ॥ ১॥

গর্ব্ভেতে মাসে মাসে যেটি হয় তৎ কথিত হইতেছে। গর্ব্ভস্থানে পতিত শুক্র যাদৃশ তাদৃক শোণিত পতিত হয়। তাদৃশ ভাব প্রথম মাসেতে একত্র দ্রবীভূত থাকেন। ১

মরুৎ পিত্ত কফৈ স্তৎস্থৈঃ পচ্যমানে দ্বি
তীয়কে। কললস্থো মহাভূত সমুদায়ো
মনো ভবেৎ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় মাসে তৎস্থিত বায়ু পিত্ত কফ কর্ত্তৃক পচ্যমান হইলে কললস্থ অর্থাৎ শুক্র শোণিত আবর্ত্তিত হয় এবং ঘন হয় তৎস্থ মহাভূত সকল হয়॥ ২॥

অত্র মরুৎ পিত্তকফানামপি পাক হেতু
ত্বং তেষা মপ্যুষ্মণাধিকরণত্বাৎ ॥ ৩ ॥

বায়ু পিত্ত কফের পাক হেতু তাহার দিগের উষ্মাকরণক অথবা তাহাতে বায়ু পিত্ত কফের স্থিতিহেতুক। ৩

যত্তু উক্তং চরকে। ভৌমাপ্যাগ্নেয় বায়
ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসা ইতি ॥ ৪ ॥

যেহেতু উক্ত আছে চরকে। ভৌম আপ্য আগ্নেয় বায়ব্য নাভস এই পঞ্চোষ্মা। পাঞ্চভৌতিকত্ব তাবদ্দ্রব্য মাত্রেই ভূত আধিক্য দ্রব্য বিশেষে এবং ভৌতিকাগ্নি পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেক উষ্মা রূপ অগ্নি আছে অতএব শুক্র শোণিতাধারে পঞ্চ মহাভূত আছে সেই ভৌতিকাগ্নি দ্বারা শুক্র শোণিত পচ্যমান হইয়া কলল হয় যেমত গুড় দুগ্ধ আবর্ত্তন অগ্নিতে হয় এবং বায়ু পিত্ত কফ ও পাঞ্চভৌতিক অতঃ কারণ তাহার দিগের উষ্মা বরণক এবং তদধি করণ হইতে পাক হেতু ভাব ॥ ৪ ।

তৃতীয়ে মাসি শিরসা হস্তয়োঃ পাদয়োস্তথা। পিণ্ডাকারঞ্চ সিধ্যন্তি সূক্ষ্মা অবয়ব স্তনৌ ॥ ৫ ॥

তৃতীয় মাসে মস্তকের সহিত হস্ত পাদের পিণ্ডাকার হয় শরীরেতে সূক্ষ্ম অবয়ব হয় ॥ ৫ ॥

ততস্তু সর্ব্বাণ্যঙ্গানি চতুর্থেস্যুঃ স্ফুটানি হি। হৃদয় ব্যক্তি ভাবেন ব্যজ্যতে চেতনাপিচ ॥ ৬ ॥

অনন্তর সকল অঙ্গ চতুর্থ মাসে ব্যক্ত হয় হৃদয় প্রকাশ ভাবেতে চেতনা প্রাপ্ত হয় ॥ ৬ ॥

তস্মাচ্চতুর্থে গর্ভস্তু নানা বস্তুনি বাঞ্ছতি। তত্র দ্বিহৃদয়া যাস্যান্নারী দ্বৌহৃদিনী মতা ॥ ৭ ॥

সেই হেতুক চতুর্থ মাসে গর্ভ নানা বস্তু বাঞ্ছা করে। তাহাতে দ্বিহৃদয়া নারী যে হয় সেই স্ত্রী দৌহৃদিনী মতা হইল ॥ ৭ ॥

দৌহৃদাবজ্ঞয়া কুব্জং কুণিং খঞ্জং জড়ং বামনং।
বিকৃতাক্ষমনক্ষং বা পুত্রং নারী প্রসূয়তে ॥ ৮ ॥

দৌহৃদা নারী অবজ্ঞা করণক বাঞ্ছনীয় বস্তু গ্রহণ না করেন তাহাতে সংকোচিতাঙ্গ কুণি অর্থাৎ কুনুই ভঙ্গ খঞ্জ অর্থাৎ নপুংসক বামন বিকৃতচক্ষু অথবা চক্ষু হীন পুত্রকে নারী প্রসব হয়েন ॥ ৮ ॥

যতঃ স্ত্রী দৌহৃদঃ প্রাপ্য বীর্য্যবন্তং চিরায়ুষং। পুত্রং প্রসূয়তে তস্মাৎ তস্যৈ বাঞ্ছিত মর্পয়েৎ ॥ ৯ ॥

যেহেতুক নারী দৌহৃদ পাইয়া বীর্য্যবান চিরায়ু পুত্রকে প্রসব হয়েন সেই হেতুক সেই নারীকে বাঞ্ছিত দ্রব্য সমর্পণ করিবেক ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থা নসাবন্যান্ ভোক্তুমিচ্ছতি গর্ভিণী। গর্ভবাধা ভয়ার্ত্তাং স্তান্ভিষ গাহৃতাদাপয়েৎ ॥ ১০ ॥

সেই গর্ভিণী ইন্দ্রিয়ার্থ সকল এবং অন্য সকল ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন গর্ভবাধা ভয়েতে সেই সেই বাঞ্ছ

নীয় দ্রব্য আহরণ করিয়া বৈদ্য প্রদান করিবেন ভোজ ন নিমিত্তে বাঞ্ছা এবং উপভোগার্থ বাঞ্ছা যাহা হয় তৎ প্রদান করিবেন ॥ ১০ ॥

সা প্রাপ্তদ্বৌহৃদা পুত্রং জনয়েতগুণান্বিতং। অলব্ধ দ্বৌহৃদা গর্ভেলভত্বাত্মনিবা ভয়ং ॥ ১১ ॥

বাঞ্ছনীয় দ্রব্য ভোক্ত্রী নারী গুণান্বিত পুত্রকে জন্মান অপ্রাপ্ত বাঞ্ছনীয় দ্রব্য নারীর গর্ভে এবং আত্মাতে ভয় হয় ॥ ১১ ॥

যেষয়েষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু দ্বৌহৃদেসাবমানিতা। প্রসূয়তে সতং সার্ত্তিতস্মিং স্তস্মিন্ তদিন্দ্রিয়ে ॥ ১২ ॥

যে যে ইন্দ্রিয় প্রয়োজনে বাঞ্ছনীয় অবজ্ঞা করেন। সেই সেই ইন্দ্রিয়ের ব্যথান্বিত সন্তান প্রসব হয়েন ॥ ১২

দ্বৌহৃদবিশেষমাহ। রাজ সন্দর্শনে যস্যা দ্বৌহৃদং জায়তে স্ত্রিয়ঃ। অর্থবন্তং মহা ভাগং কুমারং সা প্রসূয়তে ॥ ১৩ ॥

দ্বৌহৃদ বিশেষ কহিতেছি। যে স্ত্রীর রাজ সন্দর্শনে ইচ্ছা হয় তিনি অর্থযুক্ত মহাভাগ্যবান কুমার প্রসব হয়েন ॥ ১৩ ॥

দুকূল পট্টকৌসেয় ভূষণাদিষু দ্বৌহৃদং।
অলঙ্কারৈষিণং পুত্রং ললিতং সা প্রসূয়তে। ১৪।

পট্টবস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি ইচ্ছা হয় যার তিনি অলঙ্কারেচ্ছুক সুললতি সন্তান প্রসব হয়েন॥ ১৪॥

আশ্রমে সংযতাত্মানং ধর্ম্মশীলং প্রসূয়তে। দেবতা প্রতিমায়াস্তু প্রসূতে পার্ষদোপমং। ১৫।

আশ্রমেতে তপস্বীর আশ্রমে সংযত আত্মা যে স্ত্রীর হয় সেই স্ত্রী ধর্ম্ম শীল পুত্র প্রসব হয়েন। দেবতা প্রতিমাতে যাহার ইচ্ছা হয় তিনি ঈশ্বরের তুল্য পুত্র প্রসবেন॥ ১৫॥

দর্শনে ব্যাল জাতীনাং হিংসাশীলং প্রসূয়তে। রক্তাক্ষং লোমশং শূরং মহিষামিষ দ্বৌহৃদাৎ। ১৬।

সর্পাদি জাতির দর্শনেচ্ছাতে হিংসাশীল প্রসবেন। রক্তলোচন লোমযুক্ত শূর প্রসবেন মহিষ মাংস ইচ্ছাতে॥ ১৬॥

বরাহমাংসে স্ব প্রাপ্তুং শূরঞ্চ জনয়েৎ সুতং। মৃগমাংসেতু জংঘালং বিক্রান্তং বনচারিণং। ১৭।

শূকর বিশেষ মাংসে ইচ্ছাতে শূর পুত্র প্রসবেন। মৃগমাংসে ইচ্ছাতে প্রশস্ত জংঘা বিশিষ্ট বিক্রান্ত অর্থাৎ বিক্রম যুক্ত এবং বনচারি পুত্র প্রসবেন॥ ১৭॥

অতোঽনুক্তেষু যা নারী দৌহৃদং বিদধাতিহি। শরীরাচারশীলৈঃ সা সমানং জনয়িষ্যতি। ১৮।

ইহা হইতে অনুক্তেতে যে স্ত্রী ইচ্ছা বিধান করেন। তত্তচ্ছরীর এবং আচার ও শীলের তুল্য পুত্র প্রসব হয়েন॥ ১৮॥

পঞ্চমে মানসং ষষ্ঠে বুদ্ধিশ্চাতি প্রবুধ্যতে। সর্ব্বাণ্যঙ্গান্যুপাঙ্গানি ভৃশং ব্যক্তানি সপ্তমে। ১৯।

পঞ্চম মাসে মানস হয় ষষ্ঠেতে বুদ্ধি অতিবোধগম্য হয় এবং সকল অঙ্গের উপাঙ্গ অতিশয় ব্যক্ত সপ্তম মাসেতে হয়॥ ১৯॥

ওজোঽষ্টমে সঞ্চরতি মাতা পুত্রৌ মুহুঃ

ক্রমাৎ। তৌগ্লানি মোহিতৌ তেনস্যা-
তাং জাতৌ ন জীবতি। ২০।

অষ্টম মাসে ওজ ধাতু সঞ্চার হয় তাহাতে করে
মাতা আর পুত্র বারম্বার গ্লানি ও মোহ প্রাপ্ত হয়েন
তৎকালে গর্ভনিঃসৃত হইলে উভয়ের মৃত্যু হয়॥ ২০।

ন জীবত্যষ্টমে জাত স্তত্রোজো নস্থিরং
যতঃ। তথানৈঋতি ভাগত্বা দাপয়েৎ
তদ্বলিং ততঃ। ২১।

অষ্টম মাসে জন্ম হইলে জীব নষ্ট হয়েন যে হেতুক
ওজ ধাতু স্থির হয়েন না। এবং রাক্ষস ভাগ হেতুক নৈ
ঋত বলি প্রদান করিবেক॥ ২১॥

যত উক্তং কুমার তন্ত্রে। অষ্টমেমাসি
নৈর্ঋত্যাং মাসৌদনবলিং দাপয়ে
দিতি। ২২।

যেহেতুক কুমার তন্ত্রে উক্ত আছে অষ্টম মাসে মা-
সান্ন বলি প্রদান করিবে॥ ২২।

নবমে দশমে মাসি নারী বালং প্রসয়-
তে। একাদশে দ্বাদশে বা ততোন্যত্র
বিকারতঃ। ২৩।

নবম মাসে এবং দশম মাসে নারী বা ক প্রসব হয়ে ন একাদশ মাসে অথবা দ্বাদশ মাসে ও প্রসব হয়েন ইহার অন কালে বিকার নিমিত্ত হয় ॥ ২৩ ॥

গর্ভে যদঙ্গং প্রথমং ভবতি তদাহ। শিরো ভবতি চাঙ্গস্য পূর্ব্বমিত্যাহ সৌনকঃ। শিরস্যেবোপ জায়ন্তে প্রধানানিন্দ্রিয়াণি যৎ। ২৪।

গর্ভে যে অঙ্গ প্রথম হয় তৎ কথিত হইতেছে। প্রথম অঙ্গের মস্তক হয় এই কহেন সৌনক নামা মুনি। যেহেতুক প্রধান ইন্দ্রিয় সকল মস্তকে জন্মে ॥ ২৪।

হৃদয়ং জায়তে পূর্ব্বং কৃতবীর্য্যো বদন্মুনিঃ। বুদ্ধেশ্চ মনসশ্চাপি যতস্তৎ স্থানমীরিতং। ২৫।

কৃতবীর্য্য মুনি বলেন প্রথম হৃদয় জন্মে যেহেতুক বুদ্ধির এবং মনের সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ২৫।

পারাশর্য্য ইতি প্রাহ পূর্ব্বং নাভিসমুদ্ভবঃ। প্রাণো যত্রস্থিতো দেহে বর্দ্ধয়ত্যুষ্ম সংযুতঃ। ২৬।

পরাশরের সন্তান ব্যাস কহেন প্রথম নাভি উদ্ভব হয়

যে নাভিতে প্রাণ স্থিতি করেন উষ্মা সংযুক্ত হইয়া দেহ বর্দ্ধন করেন॥ ২৬॥

পাণি পাদং ভবেৎ পূর্ব্বং মার্কণ্ডেয় মুনের্মতং। দেহিনঃ সকলাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পাণি পাদাশ্রয়া যতঃ। ২৭।

মার্কণ্ডেয় মুনির মত হস্ত পাদ প্রথম হয় যেহেতুক দেহি সকল শ্রেষ্ঠ পাণি পাদের আশ্রয়॥ ২৭।

প্রথমং জায়তে কোষ্ঠং ততঃসর্ব্বাঙ্গ সম্ভবঃ। এতত্তু কথয়ামাস গৌতমো মুনি পুঙ্গবঃ। ২৮।

প্রথম কোষ্ঠ স্থান জন্মে তাহা হইতে সকল অঙ্গ হয় এই গৌতম মুনি কহেন॥ ২৮॥

সর্ব্বাণ্যঙ্গান্যুপাঙ্গানি যুগপৎসম্ভবন্তিহি। সূক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যন্তে মতং ধন্বন্তরেরিদং। ২৯।

সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক কালেই সম্ভব হয় ধন্বন্তরির এই মত সূক্ষ্ম প্রযুক্ত উপলব্ধি হয় না। ২৯।

আম্রস্যানুভবন্তি যুগপম্মাংসাস্থি মজ্জাদয়ো লক্ষ্যন্তে নপৃথক পৃথক্ তনুতয়া

দৃষ্টাস্তএব স্ফুটাঃ। এবং গর্ভসমুদ্ভবে ত্বঙ্নয়বাঃসর্ব্বে ভবন্ত্যেকদা লক্ষ্যঃসূক্ষ্মতয়া নতে প্রকটতামাযান্তি বৃদ্ধিংগতাঃ।৩০।

আম্রকালের একদা মাংস অস্থি মজ্জাদি হয় সূক্ষ্মত্ব-যুক্ত পৃথক্ পৃথক্ লক্ষ্য হয় না সেই সকল দৃষ্ট হই মা বাক্ত হয়। এবম্প্রকার গর্ভসমুৎপত্তিতে সকল অবয়ব একদাই হয় সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত লক্ষ্য হয় না যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তখন প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন। ৩০।

অথ শরীরে মাতৃ পিতৃজ রসজসাত্মজা ভাগা উচ্যন্তে। তত্র কেশাঃ শ্মশ্রুচ লোমানি নখা দন্তাঃ শিরাস্তথা। ধমন্যঃ স্নায়বঃ শুক্র মেতানি পিতৃজানিহি। ৩১

অনন্তর শরীরেতে মাতৃ পিতৃ জনিত এবং রস জনিত আত্মজনিত ভাগ কথ্য হইতেছে। তাহাতে কেশ শ্মশ্রু লোম সকল নখ দন্ত শিরা ধমনী স্নায়ু শুক্র এই সকল পিতৃজনিত। ৩১।

মাংসাসৃঙ্মজ্জ মেদাংসি যকৃৎ প্লীহান্ত্র নাভয়ঃ। হৃদয়ঞ্চ গুদঞ্চাপি ভবন্ত্যেতানি মাতৃতঃ। ৩২।

মাতৃ হইতে এই সকল হয় মাংস শোণিত মজ্জা মেদ যকৃৎ প্লীহা অন্ত্র নাভি হৃদয় গুহ্যদ্বার। ৩২।

শরীরো পচয়ো বর্ণো বলং দেহ স্থিতি স্তথা। রসাদে তানিজায়ন্তে ভিষজো মুনয়ো জগুঃ। ৩৩।

শরীর স্থৌলবর্ণ বল শরীর স্থিতি এই সকল রস হইতে হয় বৈদ্য সকল মুনি সকল কহেন। ৩৩।

দুঃখাদিক মিত্যাদি শব্দে নানা যোনি জন্মাদিক মুচ্যতে। আত্মান আত্ম সান্নি কর্ষাৎ নত্বাত্মনো জায়ন্তে আত্মনো নির্ব্বিকারাৎ প্রকৃতি ভাবানুপপত্তেঃ। ৩৪।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ মোক্ষ বিষয় জ্ঞান শিল্পশাস্ত্রাদি জ্ঞান এবং আয়ু সুখ দুঃখাদি আদি শব্দেতে নানা যোনি জন্ম দুঃখাদি এবং সকল ইন্দ্রিয় এই সকল আত্মা হইতে হয়। আত্মার নহে আত্মা নিকট হইতেই হয়। আত্মার বিকার অভাব হেতুক প্রকৃতি ভাবের অনুপপত্তি হেতুক। ৩৪।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিত হইয়া পাতুরিয়াঘাটা শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে অর্পণ হয়।

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার ভূষাং নৃণাংজ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বংমনোমে।

২১৯সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৬ সন১২৬১ সাল ১৫ মাঘ শনিবার

গতবারের শেষঃ।

সন্দেহ নিরসন।

ধর্ম্ম প্রশংসা শ্রবণ করতঃ তত্ত্বজ্ঞানাভিমানী পরমহংসকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ভাল ধর্ম্মই যদি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম রূপী হয়েন, তবে ব্রহ্মোপাসনার বিধি বেদাদি শাস্ত্রে পৃথক্ রূপে বর্ণন কেনকরেন, ইহার মীমাংসা করিয়া কহেন।

পরম হংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। ধর্ম্ম আর ব্রহ্ম শব্দেরভেদ বস্তু ভেদ নহে; ধর্ম্ম ভিন্ন ব্রহ্মোপাসনার পৃথক্ বিধি বেদে করেন নাই; চতুর্বর্গ প্রাপ্তি ধর্ম্মেই হয়; ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষেচ্ছু মানব যদি ধর্ম্ম মাহাত্ম্যে অবস্থানকরে তবে তাহার অনির্ব্বচনীয় পরম কৈবল্য পদ অনায়াসে লাভ হয়। সুতরাং মীমাংসিত হইল যে ব্রহ্মনিষ্ঠ পরম হংসেরদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান শুদ্ধ বেদান্ত প্রতিপাদ্য পর ব্রহ্মের (শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন) দ্বারা সম্পন্ন হয়। যে হেতু; তাঁহারদিগের তদ্ভিন্ন শুভাশুভ আর কোন কর্ম্মের পরিগ্রহ নাই।

যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলিয়া জানান্ অথচ গৃহস্থো চিত কোন কর্ম্ম করেন না, তাঁহারদিগকে জ্ঞান কর্ম্ম উভয় হইতেই ভ্রষ্টহইতে হয়। যথা যোগবাশিষ্ঠে।

সংসার বিষয়াসক্তো ব্রহ্মজ্ঞোহস্মীতি বাদিনঃ। কর্ম্মব্রহ্মো ভয়ভ্রষ্টস্তং ত্যজে দন্ত্যজং যথা।

সংসার বিষয়ে আসক্ত থাকিয়া যেব্যক্তি আমি ব্রহ্ম জ্ঞানী বলে। সেব্যক্তির কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্টহয়। তাহাকে অন্ত্যজের ন্যায় জ্ঞানীরা ত্যাগকরেন।

অতএব গৃহস্থিত ব্যক্তিকে স্বাশ্রমোক্ত কর্ম্ম করিতে হয়; সেইকর্ম্ম তাহার মুক্তির নিমিত্ত জানিহ। তদ্ভিন্ন তোমারদিগের কলিকাতার তত্ত্ববোধিনী সভাধ্যক্ষে

রা যেরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন; সেরূপ গৃহস্থের ধর্ম্ম বেদে সুদুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে; তাঁহারদিগের ব্যবহার রীতি নীতি শ্রবণে পরম পবিত্র পরম নির্ম্মল; ব্রহ্মজ্ঞানে অরুচি জন্মে। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে এমত কলঙ্ক করিয়াছেন; যে বর্ত্তমানকালে ব্রহ্মজ্ঞানীর নাম শুনিলেই ভ্রষ্টাচারী নাস্তিক বলিতে হয়।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। ভাল, আপনি গৃহস্থ পক্ষে ধর্ম্মজ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ করিয়া কহিলেন, কিন্তু গৃহস্থ ব্যক্তিরা কিরূপ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পরিমুক্ত হইতে পারেন তাহা কহিলেনা।

পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। অরেবৎস; শ্রবণ করহ; গৃহীর পক্ষে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই পরব্রহ্মের প্রাপ্তিকারণ। যেব্যক্তি কপটতা শূন্য হইয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করে সেই জ্ঞানী তাহার প্রতি পরমেশ্বরের কৃপা হয়।। যথা।

তস্মাদর্থঞ্চ কামঞ্চ যুক্তোধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ। ধর্ম্মাৎ সংজায়তে সর্ব্ব মিত্যাহুর্ব্রহ্ম বাদিনঃ ধর্ম্মেণ ধার্য্যতেসর্ব্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমং। ইতি ভবিষ্যপুরাণং

একারণ অর্থ ও কাম যুক্ত ব্যক্তি ধর্ম্মকে সমাশ্রয় করিবেক। ধর্ম্মেতেই সকল হয়, ইহা ব্রহ্মবাদীরা কহেন। অর্থাৎ অর্থ কাম মোক্ষ একধর্ম্ম হইতে হয়। ধর্ম্মকর্ত্তৃক সমস্ত জগৎ ও স্থাবর জঙ্গম ধার্য্য হইয়াছে।।

অতএব গৃহস্থের ধর্ম্ম সমাশ্রয় করা সর্ব্বতোভাবে ক-র্ত্তব্য কর্ম্ম। অর্থাৎ সেই ধর্ম্ম কর্ম্মেতেই মোক্ষ লাভ হয়। যথা

কর্ম্মণা প্রাপ্যতেধর্ম্মো জ্ঞানেনচ নসংশয়ঃ। তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং কর্ম্মযোগং সমাশ্রয়েৎ। ইতি ভবিষ্যপুরাণং।

জ্ঞানের দ্বারা ও কর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মলাভ হয়; একারণ গৃহস্থদিগের জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম যোগকে সমাশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান এতদুভয়েরই ক্ষমতা আছে যে ধর্ম্মকে প্রাপ্তকরায়; সুতরাং এতদুভয় অনুষ্ঠানই গৃহ-স্থের করণীয় হইয়াছে। যখন জ্ঞান কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্মের প্রাপ্তি হয়; তখন ধর্ম্ম শব্দেই পরব্রহ্মজ্ঞান হইল; সুত রাং কেবল জ্ঞান কি কেবল কর্ম্মে পরিমুক্ত হইতে পারেনা জ্ঞান কর্ম্ম উভয় যোগেই পরিমুক্ত হয়। যথা

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথাখেপক্ষিণাং গতিঃ। তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং সিদ্ধি র্ভবতি নান্যথা। ইতি যোগবাশিষ্ঠ।

যেমন উভয় পক্ষের সহযোগে পক্ষীদিগের আকা-শে গতিহয়। সেইরূপ জ্ঞান কর্ম্ম উভয় যোগে ব্রহ্মপ্রা-প্তি হয়। অন্যথা হইতে পারেনা।

অর্থাৎ যদ্রূপ একপক্ষে পক্ষী উড়িতে পারেনা; তদ্রূপ কেবল জ্ঞান কি কেবল কর্ম্মে জীবের মুক্তি হয়না। গৃহস্থ ও দুই প্রকার হয়; এক সকাম অপর নিষ্কাম অর্থাৎ সকাম গৃহস্থ তাহাকে কহি যেব্যক্তি ভোগার্থকর্ম্ম করে তাহার মুক্তি নাই এতৎসংসারে পুনঃ২ যাতায়াত করিতেহয়। আর নিষ্কামী গৃহস্থ ইহাকে কহেন যে ভোগার্থ কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া ঈশ্বরে ফলার্পণ করতঃ জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন৷ সুতরাং নিষ্কামগৃহস্থকেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থবলে। নচেৎ গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়া তদুচিত শুভকর্ম্ম নাকরিয়া আমরা ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ কহিলেই যদি জ্ঞানী হওয়াযায়, তবে এতদ্দেশে ইতর জাতি মাত্রকে আর অজ্ঞানী বলা যাইতে পারেনা; যেহেতু তাহারা শুভকর্ম্মানুষ্ঠান মাত্রই করে না।

অতএব, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ধর্ম্মানুষ্ঠান কহিতেছি; যাহা সর্ব্ব শাস্ত্রানুসন্ধানে জ্ঞাত হইতে পারিয়াছি। যথা

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বিবিধং কর্ম্মবৈদিকং। জ্ঞানপূর্ব্বং নিবৃত্তিঃস্যাৎ প্রবৃত্তির্ব্বর্ত্ততেন্যথা। নিবৃত্তিং সেব্যমানস্তু যাতিতৎ পরমংপদং। ইতি ভবিষ্যপুরাণং

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দ্বিবিধ প্রকার বৈদিক কর্ম্ম হয়। অর্থাৎ জ্ঞান পূর্ব্বক নিবৃত্তি অন্যথা ভোগার্থ প্রবৃত্তি

হয়। অতএব নিবৃত্তি মার্গে কর্ম্মের সেবা করিলে তৎ ফলে তদ্বিষ্ণুর পরম পদে গমন করে॥

প্রবৃত্তি মার্গে যে গৃহস্থ কর্ম্মকরে তাহার সংসারে পুনরাগমন হয়, নিবৃত্তিমার্গে পুনরাবৃত্তি নাই; । একারণ সর্ব্ববেদান্তে দেবযান ও পিতৃযান বলিয়া নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিকে কহিয়াছেন।

প্রবৃত্তিমার্গের নাম (পিতৃযান) ইহাকে দক্ষিণায়ণ বলে তদ্দ্বারা চন্দ্রলোকে গতি করিয়া কর্ম্মানুসারে সুখ ভোগকরতঃ ভোগাবসানে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

নিবৃত্তিমার্গের নাম (দেবযান) তাহাকে উত্তরায়ণ বলিয়া বেদেধৃত করিয়াছেন; তদ্দ্বারা সূর্য্যলোকে গতি করিয়া ভোগবর্জ্জিত ঈশ্বরার্পিত ভাবপূর্ব্ব কর্ম্মের ক্রমতাতে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, তাহার আর পুনরাবৃত্তি নাই॥ তথাহি। (কর্ম্মভোগী সকামশ্চ নিষ্কামো নিরুপদ্রবঃ) সকাম ব্যক্তিকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। নিষ্কাম ব্যক্তিকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়না। তথাহি। (প্রবৃত্তিমার্গঃসংসারী নিবৃত্তি স্তদতোন্যথা।) প্রবৃত্তিমার্গস্থ ব্যক্তিকে সংসারে আসিতে হয় নিবৃত্তি মার্গস্থ ব্যক্তিকে সংসারে আসিতে হয়ন॥ অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্যক্তিকে নিবৃত্তি মার্গে বেদোদিত কর্ম্ম করিতে হইবে ইহা সর্ব্ববেদান্তাভিপ্রায়॥

শ্রদ্ধাপূর্ব্বঃ স্মৃতোধর্ম্মঃ শ্রদ্ধামধ্যান্ত সং

স্থিতাঃ। শ্রদ্ধানিষ্ঠাঃ প্রতিষ্ঠাস্তু ধর্ম্মাঃ শ্রদ্ধৈব কীর্ত্তিতাঃ। ইতি ভবিষ্যপুরাণং

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ধর্ম্ম স্মৃত হইয়াছেন শ্রদ্ধাই ধর্ম্মের স্থান শ্রদ্ধানিষ্ঠাতেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সুতরাং শ্রদ্ধাকেই ধর্ম্ম কহেন।

অর্থাৎ বিশ্বাস ব্যতীত ধর্ম্মের আর অন্যস্থান নাই বিনা বিশ্বাসে ধর্ম্মের ফল হয়না, যে ব্যক্তির বিশ্বাস আছে তাহার সর্ব্বকালেই ধর্ম্মের ফল অনুভব হয়; বিশ্বাস রহিত ব্যক্তিতে ধর্ম্মের ফল কদাপি ফলেনা। ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকিলে চতুর্যুগের মধ্যে কোনযুগেই অবসন্ন হয়না; মনুষ্য দিগের অবসন্নতার কারণ কেবলগুরুশাস্ত্র দেব বিপ্রে অবিশ্বাস। যাহার বিশ্বাস আছে তাহার সর্ব্বত্রই বিজয় হয়। যথা (বিশ্বাসাজ্জায়তে সিদ্ধির্নসিদ্ধিঃসংশয়াত্মনঃ।)। বিশ্বাস যুক্ত ব্যক্তির সমস্ত কর্ম্ম সিদ্ধি হয়; সংশয়াত্মার কোন কর্ম্মই সিদ্ধি হয়না।

বিশ্বাসায় নমস্তুভ্যং যতঃসিদ্ধীশ্বরোভবেৎ যেনমৃদ্দারু দৃশ্যাদ্যা ভবন্তি ফল হেতবঃ। ইতি বিশ্বসারং।

বিশ্বাসকে নমস্কার করি যেহেতু বিশ্বাস যুক্ত ব্যক্তি সাধনা করিলে সকল সিদ্ধির ঈশ্বর হয়। এক বিশ্বা-

সের ক্ষমতাতে মৃত্তিকা; দারু, পাষাণাদি নির্ম্মিত দেব রূপ সকল ফলের হেতু হইয়াছেন ॥

অর্থাৎ দেবপ্রতিমূর্ত্তি সকলকে মন্ত্রাদিষ্ঠান প্রযুক্ত দেব বলিয়া শাস্ত্রকে বিশ্বাস করিয়া আরাধনা করিলে সিদ্ধি হয়। অন্যৎ মন্ত্রে অবিশ্বাস করিয়া মৃত্তিকা দারু পাষাণাদি বোধে কোন ফল দর্শেনা। সুতরাং বিশ্বাসহীন ব্যক্তির সম্বন্ধে ঐ সকল দেবতার প্রতিমূর্ত্তি কোনফল প্রদান করিতে পারেন না।

সেইরূপ ধর্ম্ম ও বিশ্বাসে ফলদেন অবিশ্বাস যুক্ত ব্যক্তিকে কোনফল প্রদান করিতে পারেন না তন্নিমিত্ত ধর্ম্মের ফল বিফল নহে শুদ্ধ হতভাগ্যেরাই বঞ্চিত হয় এই মাত্র।

অতএব; নিশ্চয় জানিবে; তোমারদিগের কল্পিত ব্রহ্ম সভায় যে বক্তৃতা করে সে সমুদায়ই বেদ বিরুদ্ধ; শুদ্ধ যথেষ্টাচারের পুষ্টিকারিণী হয়। তাহাকে ধর্ম্মবলা কোনক্রমেই সঙ্গতনহে। ধর্ম্মবিপ্লব কর বাক্যে কেবল ধর্ম্মিষ্ঠগণের পুত্র পৌত্রগণকে ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিতেছে এইমাত্র। আধুনিক ভাক্তত্ত্বজ্ঞানীর অজ্ঞানান্ধকারে আবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মবিদ্বিষ্ট কর্ম্মের সমাচরণে ম্লেচ্ছ ধর্ম্মের পুষ্টিকরিতেছেন।

এক্ষণে, তোমার বিবেচনা করাকর্ত্তব্য যে এই ধর্ম্ম চতুষ্টয় ব্যাখ্যায় ধার্ম্মিকগণকে জ্ঞানীব্যতীত কিব লা যাইতে পারে।

আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানিরা যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহাতে লোকবিদ্বিষ্ট অনেক অনিষ্ট কর্ম্মের সমাচরণ হইতেছে; অতএব তাঁহারদিগকে শাস্ত্রনিন্দ্ধ ষড়্বিংশতি পাপ পুরুষরূপে পরিগ্রহ করিতে হয় ॥ তাহা আগামী পত্রে প্রকাশ করা যাইবেক ॥

অথ অথর্ব্বশিখোপনিষৎ।

অথর্ব্ব বেদীয় অথর্ব্ব শিখোপনিষৎ প্রকটন দ্বারা প্রণবাবলম্বনের বিধি উক্ত করিয়াছেন ॥ যথা

অথহৈনং পিপ্পলাদোঽঙ্গিরাঃ সনৎকুমারশ্চাথর্ব্বাণমুবাচ ॥ ১ ॥

অনন্তর; পিপ্পলাদ; অঙ্গির; ও সনৎকুমার; ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥ ১ ॥

* অথর্ব্ব শব্দে অগ্নি অর্থাৎ অগ্নিই ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র; তিনি সর্ব্ববেদজ্ঞ; যেহেতু † ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে অথর্ব্বাকে

---

* অথবেন লৌকিক ক্রিয়াদিতি ।

† ব্রহ্মা যে অথর্ব্বকে ব্রহ্মবিদ্যা অগ্রে প্রদান করেন তাহা মুণ্ডকোপনিষদে কহিয়াছেন । যথা

(ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা । স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ।)

ব্রহ্মা সকল দেবতার অগ্রে অভিব্যক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে ব্রহ্মবিদ্যা কহিয়াছিলেন। সেই অথর্ব্ব স্বশিষ্য অঙ্গিনাম ঋষিকে কহেন। অঙ্গি স্বশিষ্য ভরদ্বাজ গোত্র সত্যবাহনাম ঋষিকে কহেন। সেই সত্যবাহ স্বশিষ্য অঙ্গিরা নাম ঋষিকে কহিয়াছিলেন।

বেদ কহেন; সুতরাং তত্তুল্য বেদজ্ঞ কেহনহেন; সেই অ থর্ব্বকে পিপ্‌পলাদিরা উপাসনার্থ প্রশ্ন করিয়াছি লেন॥ ১॥

ভগবন্ কিমাদৌ প্রযুক্তংধ্যানং ধ্যায়ি তব্যং কিন্তদ্ধ্যানং কো বা ধ্যাতা কশ্চ-ধ্যেয়ঃ ॥ ২ ॥

উক্ত ঋষিত্রয় অথর্ব্বকে এই প্রশ্ন করেন। যথা (ভগবন্নিতি)॥

হেভগবন্। প্রথম কিপ্রকার যোগ ধ্যান ধ্যায়িতব্য। সেই ধ্যান কিরূপ হয়; ধ্যাতা বা কে; ধ্যেয়ই বা কি হয়॥ ২॥

ধ্যান কিরূপ পদে কিপ্রকার ধ্যানকরিতে হইবে। * ধ্যানইবা কি; আর কিরূপ অধিকারী তাঁহারধ্যাতা। ধ্যেয়ই বা কে॥ ২।

সএভ্যোথর্ব্বা প্রত্যুবাচ ও মিত্যেদক্ষর মাদৌ প্রযুক্তং ধ্যানং ধ্যায়িতব্য মিতি॥ ৩॥

পিপ্‌পলাদ; অঙ্গিরা; সনৎকুমারাদিকে অথর্ব্ব কহি-তেছেন। প্রথমতঃ প্রণবাক্ষর প্রযুক্তব্রহ্মেরধ্যান ধ্যায়ি

---

* ধ্যানাদির প্রশ্নের প্রমাণ। ধ্যান দুই প্রকার এক নির্গুণ ভাব না। দ্বিতীয়, সগুণ পক্ষে ক্রম নয়ে অঙ্গচিন্তা। ধ্যাতা পদেধ্যান কর্ত্তা অর্থাৎ যিনিধ্যানকরেন। ধ্যেয়পদে যাঁহাকে ধ্যানকরাযায়।

ত্তব্য অর্থাৎ সগুণ রূপের ক্রমাঙ্গ চিন্তায় ধ্যান ক র্ত্তব্য ॥ ৩ ॥

এতদক্ষরং পরং ব্রহ্ম অস্যপাদা শ্চত্বা রো বেদাশ্চতুষ্পাদিদ মক্ষরং পরং ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

প্রণবাক্ষরই পরব্রহ্ম। ঐ ‡ প্রণবচতুষ্পাদবিশিষ্ট, এক্ষা রূপ বেদ চতুষ্পাদ হয়। অতএব প্রণবকেই অচ্যুত পরম ব্রহ্ম বেদে কহিয়াছেন ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বাস্য মাত্রা পৃথিব্যকারঃ সঋগ্ভির্ঋ গ্বেদোব্রহ্মা বসবো গায়ত্রী গার্হপত্য। ৫

এই প্রণবের † পূর্ব্বমাত্রা পৃথিবী অর্থাৎ (ভূঃ) ব্যাহৃ তাত্মক অকার। সমস্ত মন্ত্রদ্বারা ঐ ব্যাহৃতিকে ঋগ্বেদ বলেন। ইহাঁর অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ গার্হপত্য অগ্নি ॥ ৫ ।

দ্বিতীয়ান্তরিক্ষং সউকারঃ সযজুর্ভির্যজু

---

‡ প্রণব চতুষ্পাদপদে অকার, উকার, মকার, নাদবিন্দু। সুতরাং চারিপাদে চারিবেদের উৎপত্তি, ঋক্, যজু সাম, অথর্ব্ব। এই হেতু ব্রহ্মের প্রথম মূর্ত্তি অক্ষর াত্মক ব্রহ্ম। তাহাঁহইতে চারিবেদ উৎপত্তি করিবার নিমিত্ত প্রণব চতুর্ম্মুখ হিরণ্য গর্ভ ব্রহ্মরূপ হইয়াছেন।

† পূর্ব্বমাত্রা পদে প্রথম মাত্রা। অর্থাৎ অকার ব্রহ্মরূপী গায় ত্রীচ্ছন্দ ঋগ্বেদ স্বরূপ; মহব্যাহৃতি স্বরূপ, ঐ অকার গার্হপত্য অগ্নি স্বরূপ হয়েন॥

র্ব্বেদোবিষ্ণু রুদ্রাস্ত্রিষ্টুপ্ দক্ষিণাগ্নি রিতি ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয় মাত্রা (ভুবঃ) অর্থাৎ অন্তরিক্ষঃ সেই মাত্রা বিষ্ণুরূপ উকার; সমস্ত যজ্ঞ দ্বার নিষ্পন্ন যজুর্ব্বেদ স্বরূপ; রুদ্র ত্রিষ্টুপছন্দঃ দক্ষিণাগ্নি স্বরূপ হয়েন ॥ ৬ ॥

তৃতীয়া দ্যৌঃ স মকারঃ সসামভিঃ সামবেদো রুদ্রো আদিত্যা জগত্যা হবনীয়ইতি ॥ ৭ ॥

তৃতীয়া মাত্রা দ্যৌ অর্থাৎ (স্বঃ) ব্যাহৃতি সেই মাত্রাকে মকার বলেন। সমস্ত সামদ্বারা প্রতিপন্ন সামবেদ রুদ্র স্বরূপ আদিত্য স্বরূপ জগতীচ্ছন্দ আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ হয়েন ॥ ৭ ॥

অপর আগামী পত্রে প্রকটিত হইবে।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিসোমবারদ্বয়মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটা শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং নব জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বংমনোমে

২২০ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৬ সন ১২৬১ সাল ৩০ মাঘ রবিবার

গতবারের শেষঃ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

গর্ভস্যকিং বিশিষ্টোপকারং তদাহ।

অগ্নিসোমৌ মহীবায়ু র্নভঃসত্বং রজ

স্তমঃ। পঞ্চেন্দ্রিয়াণি ভূতাত্মা গর্ভংসং জীবয়ন্তিহি। ৩৫। চক্রং

অগ্নি সোম পৃথিবী বায়ু আকাশ সত্ব রজ স্তম পঞ্চেন্দ্রিয় ভূতাত্মা এই সকল গর্ভকে সম্যক্‌রূপে জীবনে রাখেন। ৩৫।

অগ্নিরত্র পাবক ভ্রাজক আলোচক রঞ্জক সাধকানাং তথা পঞ্চভৌতিকানাং তথা সত্য ধাতু গতানা মগ্নীনাং শক্তিরূপতয়াঽবস্থিতো বাচোধিদেবত্বং প্রাপ্তো বোদ্ধব্যঃ। ৩৬। চক্রং

অগ্নি এস্থানে পাবক ভ্রাজক আলোচক রঞ্জক সাধক এই পঞ্চাত্মকের পিত্তের গুণ এবং পাঞ্চ ভৌতিকত্ব। যদি এবংপ্রকার হইল অধাতুগত অগ্নির শক্তি রূপেতে অবস্থিত বাক্যের অধিদেবত্ব প্রাপ্ত জানিহ। ৩৬।

সচ পাকাদি কর্ম্মণা জীবয়তি। ৩৭।

সেই অগ্নি পাকাদিকর্ম্ম দ্বারা জীবিত করেন॥ ৩৭॥

সোমশ্চ পঞ্চাত্মক শ্লেষ্মরস শুক্রাদীনাং তোয়াত্মকানাংভাবানাংরসনেন্দ্রিয়াত্মকরূপতয়া বস্থিতো মনসশ্চাধিদেবত্বং প্রাপ্তো বোদ্ধব্যঃ। ৩৮। চক্রং

সোম এস্থান পঞ্চাত্মক শ্লেষ্ম রস শুক্রাদি তোয়াত্মক তাদের রসনেন্দ্রিয়াত্মক রূপেতে অবস্থান এবং মনের অধিদেবত্ব প্রাপ্ত জানিহ। ৩৮।

সচ সৌম্যধাতো রোজঃ প্রভৃতেঃ পোষণেন পবন পাচক সংশুষ্ক ভাগস্যার্দ্রতা বিধানেন জীবয়তীতি শেষঃ। ৩৯।

সেই সোম সৌম্য ধাতু ওজ প্রভৃতির পোষণ করণক বায়ু এবং পাচকাগ্নিতে শুষ্ক ভাগের আর্দ্রত্ব বিধানেতে জীবিত করেন। ৩৯।

মহীচ জলেন ক্লিন্নস্যাপি কঠিন বিধানেন। ৪০। চক্রং

পৃথিবী জলেতে আর্দ্রভাগের কঠিনত্ব বিধান করণক জীবিত করেন। ৪০।

বায়ুর্দোষ ধাতু মলাঙ্গোপাঙ্গাদীনাং সঞ্চারণে নোচ্ছ্বাসনিশ্বাসাভ্যাঞ্চ। ৪১।

বায়ু দোষ ধাতু মল অঙ্গ প্রাঙ্গাদির গমন করণক উৎশ্বাস নিশ্বাশ দ্বারা জীবিত করেন। ৪১।

নভোঽনিলানল বিদালিত স্রোতসাং ঊর্দ্ধ্বাধস্তির্য্যগবকাস দানেন। ৪২।

আকাশ বায়ু এবং অগ্নি কর্তৃক দলিত স্রোতের ঊর্দ্ধ অধ বক্রের অবকাশ প্রদান দ্বারা জীবিত করেন। ৪২।

সত্বং রজ স্তম ইতি মনোরূপতয়া প
রিণতং জীবাত্মনঃ শরীরান্তর গ্রহণ মোক্ষ
ণ হেতু রিতি তদপি জীবয়তি । ৪৩ ।

সত্ব রজ তম এই মনোরূপেতে জীবাত্মার পরিপাক
শরীরান্তর গ্রহণ যোগ হেতু তিনি গ্রহণ করেন । ৪৩ ।

পঞ্চেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রত্বঙ্ নেত্র জিহ্বা ঘ্রা
ণানি শব্দাদি গ্রহণ কর্ম্মণা । ৪৪ ।

পঞ্চেন্দ্রিয় কর্ণ ত্বক্ নেত্র জিহ্বা নাসা এই সকল শব্দা
দি গ্রহণ কর্ম্ম দ্বার হয় । ৪৪ ।

ভূতাত্মা কর্ম্মপুরুষঃ । স চ শেষস্যৈব
শেষরাশে শ্চৈতন্য হেতু রিতি জীবয়
তি । ৪৫ । চক্রং

ভূতাত্মা কর্ম্ম পুরুষ । সেই কর্ম্ম পুরুষ শেষ সমূহের
চৈতন্য কারণ জীবিত করেন । ৪৫ ।

অপরং গর্ভস্য জীবনোপায় মাহ ।
গর্ভস্য নাভিনাড়ীতু নাড়ীরসবহাস্মৃতা ।
সংলগ্না তেন গর্ভস্য বৃদ্ধির্ভবতি নিত্য
শঃ । ৪৬ । চক্রং

গর্ভের অপর জীবনের উপায় কহি । গর্ভের নাভি
নাড়ী রসবাহিনী রসবহন করেন মাতৃ রসবহ নাড়ীতে
সংলগ্না থাকে তদ্দ্বারা গর্ভের বৃদ্ধি নিত্যই হয় । ৪৬ ।

নিশ্বাসোচ্ছ্বাস সংক্ষোভ স্বপ্নসংভবা-
ন্। মাতা নিশ্বাসাদি কায়াশ্চেষ্টাঃ ক
রোতি। তা গর্ভোপি করোতীত্যর্থ।৪৭।

গর্ভস্থ বালক মাতার নিশ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চালন নিদ্রা
ইত্যাদি কায়েচেষ্টা যাবৎ তাবৎ করেন।৪৭।

গর্ভবৃদ্ধেরুপায় মাহ।

গর্ভস্য নাভি মধ্যেতু জ্যোতিঃস্থানং
ধ্রুবং স্মৃতং। তদাধর্মতি বাতশ্চ দেহো
ষ্মণাস্যবর্দ্ধতে।৪৮। চক্রং

গর্ভবৃদ্ধির উপায় কথিত হইয়াছে। গর্ভের নাভিমধ্যে
তেজস্থান সেই স্থানে বায়ু ধমন করেন অর্থাৎ যেমন
ভস্ত্রা অর্থাৎ কর্ম্মকারের জাঁতা দ্বারা তাওয়া যায়। দে
হের উষ্মাদ্বারা গর্ভের বৃদ্ধিহয়।৪৮।

ঊষ্মণা সহিতশ্চাপি দারযত্যস্য মারুতঃ
ঊর্দ্ধ্ব তির্য্যগধস্তাচ্চ স্রোতাংসি চ যথা
তথা।৪৯। চক্রং

উষ্মার সহিতবায়ু এই গর্ভের বিস্তার করেন দেহি বৃদ্ধি
হয়েন ঊর্দ্ধ্ব অধঃ তির্য্যক স্রোত সকল বিস্তার যেমন
করেন তেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন।৪৯।

দৃষ্টি রোমকূপানামবৃদ্ধি মাহ।

দৃষ্টিশ্চরোমকূপাশ্চ ন বর্দ্ধন্তে কদাচন।
ধ্রুবাণ্যে তানিমর্ত্যানা মিতি ধন্বন্ত
রের্মতং।৫০॥ চক্রং

দৃষ্টি এবং লোমকূপ সকল কদাচ বৃদ্ধি হয় না এই ধন্বন্তরির মত।৫০।

নখ কেশানাং তদাবৃদ্ধিমাহ।

শরীরে ক্ষীয়মানেপি বর্দ্ধেতে দ্বাবি
মৌসদা। প্রভাবং প্রকৃতিং কৃত্বা নখ
কেশাবিতি স্থিতিঃ।৫১। চক্রং

ক্ষীয়মান শরীর হইলে নখ এবং কেশ এই দ্বয়ের বৃদ্ধি হয়। স্বভাব প্রকৃতি করিয়া অর্থাৎ কারণ স্থিতি মর্য্যাদা প্রযুক্ত নখ কেশের স্থিতিহয়।৫১।

অচেতোন্যঙ্গানাহ।

চেতনানামধিষ্ঠানং মনো দেহশ্চ সে
ন্দ্রিয়ঃ। কেশ রোম নখাগ্রান্তর্মল দ্র
ব্যগুণৈর্বিনা।৫২। চক্রং

ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট মন এবং দেহ চেতন সকলের অধিষ্ঠান হইয়াছেন কেশ লোমনখাগ্র অন্তর্মল দ্রব্যগুণ ব্যতিরেকে ইহারা চেতন হয়েননা।৫২।

গর্ভস্য বাতবিন্মূত্রোৎসর্গাকরণে কারণ মাহ॥ বাতাল্পত্বাদ যোগাচ্চ বায়োঃ পক্বাশয়স্যচ। বাত মূত্র পুরীষাণী গর্ভ স্থো নবিমুঞ্চতি। ৫৩।   চক্রং

পক্কাশয়ের বায়ুর অল্প হেতুক এবং অযোগ হেতুক গর্ভস্থ বায়ু বিষ্ঠা মুত্র ত্যাগ করেন না। ৫৩।

গর্ভরোদনে কারণ মাহ।

জরায়ুনা মুখেচ্ছন্নে কণ্ঠেচ কফবেষ্টিতে। বাযোর্মার্গ নিরোধাচ্চ ন গর্ভস্থঃ প্ররোদিতি।৫৪   চক্রং

জরায়ু দ্বারা মুখাচ্ছন্ন এবং কফ বেষ্টিত কণ্ঠ বায়ুর পথ নিরোধ হেতুক গর্ভস্থ রোদন করেন না। ৫৪।

কিবা আশ্চর্য্য কালের উদয় হইয়াছে; ইহাতে অপণ্ডিত নাম গ্রহণ করিতে কেহই ইচ্ছাকরেনা; অর্থাৎ সকলেই আমি পণ্ডিত বলিয়া অভিমান্ করিয়া থাকেন; ফলেপাণ্ডিত্যের বিষয়বিবেচনাই করেন না, কতক গুলিন সংস্কৃত বাক্যের আবৃত্তি করিয়াই অভিমানী হয়েন; যথা (নকশ্চিদকবির্নাম যুগেক্ষীণে ভবিষ্যতীতি।) ক্ষীণযুগে অর্থাৎ কলিযুগে কোনব্যক্তিরই অকবি নাম

নহে অর্থাৎ দলবদ্ধ করিতে পারিলেই একালে পণ্ডিত হইতেপারে; বাস্তব শাস্ত্রাক্ষরা বৃত্তি করিলেই পণ্ডিত হয়না; যথা।

নবক্তা বাক্য পটুতা নদাতা দান শীলিনঃ। রণংজিত্বা নশূরশ্চ বিদ্যয়া নচ পণ্ডিতঃ ॥

নানাবিধ প্রকার বাক্যবিন্যাস করত বাচালতা প্রকাশ করিলেই বক্তা হয়না। অনেকার্থ ব্যয় করিলেই দাতা হয়না। বহু সংগ্রাম জয় করিলেই বীর হয়না। আর অনেক শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া বিচারে নৈপুণ্য হইলেও পণ্ডিত নহে ॥

ইহাতে এরূপ কহিতে পারাযায় যে উত্তমরূপ বক্তৃতা করিতে পটুব্যক্তি যদি বক্তা নাহয় ও ধনদান করিলেও যদি দাতানাহয়;বলিষ্ঠ শত্রুকে সংগ্রামে জয় করিয়াও যদি বলবান নাহয়; আর বহু শাস্ত্রাধ্যয়নে বিচার নৈপুণ্যে ও যদি পণ্ডিত নাহয়; তবে এতৎভূমণ্ডলে বক্তা; দাতা; বলবান, পণ্ডিত কাহাকে বলিতে হইবে; তাহা উপলব্ধি করিতে পারিনা; তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা

সত্যবাদী ভবেদ্বক্তা দাতা পরহিতে রতঃ। ইন্দ্রিয়াণাং জিতঃশূরঃ পণ্ডিতো ধর্ম্মচারিণঃ ॥

যেব্যক্তি সত্যবাক্য কহে সেইবক্তা; পরহিতে রত ব্যক্তিই দাতা। ইন্দ্রিয় জিতব্যক্তিই শূর অর্থাৎ বলবান। আর ধর্ম্মচারি ব্যক্তিই পণ্ডিত হয়।

এতদ্ব্যতিরিক্ত কথকগুলিন শাঠ্যমিশ্র বাক্য কথনে নিপুণ ব্যক্তি ও অপাত্রে অবিহিত ধন প্রদান কর্ত্তা ও ছল বল কৌশলে দুর্ব্বল ব্যক্তিকে জয়করিতে যেপারে আর বিদ্যাচাতুর্য্যে অশাস্ত্রীয় ব্যবহার শীল ব্যক্তিরাই এই ভয়ঙ্কর কালে সদ্বক্তা, দাতা, বলবান, সভ্য ভব্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইয়াছেন।

বিশেষতঃ অধর্ম্ম শীলতাই একালে পণ্ডিতত্ত্বের কারণ হইয়াছে; অতএব কালকে ধন্যবাদ করি। যথা (অঙ্গং সনাচ পতিতে যুগে ক্ষীণে ভবিষ্যতীতি।) এই ক্ষীণ যুগ অর্থাৎ কলিযুগে পতিত ব্যক্তির ও নিন্দানাই; ইহা এক্ষণে বিলক্ষণ দৃষ্টি গোচর হইতেছে, অনায়াসেই (ইস্পেনস্ হোটেল ও আক্লেণ্ড হোটেলে) চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়াদি চতুর্ব্বিধ ভোজন যাহাঁরা করেন তাহাঁরাই প্রধান মান্য ধন্যতম পুণ্যবান সভ্য ভব্য সত্যবাদী; এবং লোকের বিবাদ ভঞ্জনার্থ শালিসী পদ ও তাহাঁর দিগেরই অধিকার হইয়াছে। এমত সময়ে যথার্থ পণ্ডিত ও সদাচারী ধার্ম্মিক দিগের গৌরব কে করিবে যেহেতু নির্ম্মর্য্যাদক কাল অত্যন্ত বল প্রকাশ করিতেছে; যথা।

যদা যদা সতাং হানির্বেদ মার্গানুসারি ণাং। তদা তদা কলের্বৃদ্ধি রনুমেয়া বি চক্ষণৈঃ।

যখন যখন বেদমার্গানুসারী সাধুদিগের হানি; আর অসতের বৃদ্ধিদৃষ্টি হইবে, তখন তখন বিচক্ষণ পণ্ডিত গণ কর্ত্তৃক অনুমেয় হইবে যে কলির অত্যন্ত বৃদ্ধি হই য়াছে।

অতএব এক্ষণে সেই অবস্থা দেখিয়া কে না অনুমান করিবে যে কলির বলপ্রকাশ হইতেছে; নোচেৎ পাষণ্ড ধর্ম্মীরা কি পদে পদে গঙ্গাস্নায়ী হবিষ্যাহারী ব্রহ্মচ-র্য্যবান; দৈবপৈত্র কর্ম্মকৃৎ পুরুষ দিগকে বিদ্রূপ করিতে সাহসিক হয়। দেখ দেখি অনার্য্যশীলেরা কি কি অস-দাচার না করিতেছে; ম্লেচ্ছ পাকান্নের রসাস্বাদন পটু বটু পুত্রেরাও এখন ব্রাহ্মণ বলিয়া শ্লাঘনীয় হইতেছে; তাহাঁর দিগের রসনা ধন্যতমা; যেহেতু বিলাতীয় গো রসনার রসাস্বাদনকরিবারনিমিত্তলালায়িত। এবংসভ্য হইবার নিমিত্ত (এসেন্স এঞ্চবি, মস্‌রুম; জেলি; হেম্‌, পণিরাদি) উপাদেয় সুগন্ধ আহারীয় দ্রব্য অম্লানমুখে ভোজনকরিতেছেন; আহা; সুরাকেই ইহাতেবিজয়িনী বলিতে হয়। কেননা যৎপ্রভাবে ভদ্রসন্তানেরাও অভদ্র আহার ব্যবহার করিয়াও বোধ করিতে পারে না।

সুরা মত্ত কত কত ঘোষ; বসু; মিত্র; দত্ত; গুহ, গুপ্ত; হগু; চন্দ্র; সেন; সোম রাহা; ভূত; নন্দী; মুখয্যা বাড়ু য্যা, চাটুয্যা; গাঙ্গয্যা; ঘোষাল; চক্রবর্ত্তী রায় প্রভৃতি মহানুভাবেরা প্রথমত সুরাপানাভ্যাসে অবশেষে সর্ব্ব-ভুক হইয়া পরম ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন।

এক্ষণে রাজাভিমত তাহাঁরাই প্রধান মান্য হয়েন হ উন, কিন্তু আমরা অহরহ দেখিতে পাই যে কত২ ঘোষ কত২ বসু প্রভৃতি সুরাপানালসে অবসন্ন হইয়া নিরাশ্র য় ভূতল শায়ী হইয়া থাকেন তৎকালে তাহাঁর দিগের বন্ধুরূপে শৃগাল হঃহরেরাই পরিচার্য্যা করিয়াথাকে; পরে তাহাঁরাই প্রধান সভ্যরূপে নানা বস্ত্রোপশোভী হইয়া কেহবা কৌন্‌সলে কেহবা হৌসে প্রধান কর্ম্মচা-রী হইয়া পর্য্যটন করেন; অপরে প্রধান চিকিৎ সক রূপে চিকিৎসাগারে গণ্য হইয়া অবধ্য জীবের ধাত্ত নিষ্ক্রয় করিতে থাকেন; অতএব কালধন্য লক্ষবার ক হিতে পারি।

এই কালের অনুগত হইয়া কেবা না কি করিতেছে; অর্থাৎ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরাও যুগধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যেসকল কর্ম্ম সর্ব্বশাস্ত্রে নি-ষিদ্ধ করিয়াছেন; তাহাকেই শাস্ত্র বলিয়া জানাইতে ছেন; সকল গ্রন্থকারেরা এবং বেদব্যাস গোস্বামী যে সকল কর্ম্মকে নিন্দ্য জানিয়া কলিধর্ম্মে উক্ত করিয়া-ছেন; সুপণ্ডিতেরা তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া তৎপ্রথা প্রচ লিত করিতে বিধিদেন।

অতএব, অযোগ্য বিষয়ের উত্তর করার আবশ্যক হইলেও নহে কিন্তু উপদেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; যে হেতু সেসকল কর্ম্ম বৈধেতর ইতরের সাধ্য। ইহা নিশ্চয়জানিবেন যেএই কলিরসমস্তপরমায়ু শেষহইলেও সাধু ধর্ম্মের বিলোপ হইবেনা, তবে অনেকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে ইহা লক্ষলক্ষ বার স্বীকার করি। তাহা আগামী পত্রে প্রকাশ করা যাইবেক॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি; যে সন ১২৫৪ সাল ও সন১২৫৫ সাল ও সন১২৫৬ সাল ও সন১২৫৭ সাল ও সন১২৫৮ সাল ও সন১২৫৯ সাল ও সন১২৬০ সাল এতদ্বৎসর ষট্‌কের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিয়া পত্রের ৬ খণ্ড পুস্তকপ্রস্তুত আছে; মূল্য নিরূপণ প্রতিখণ্ডে ৬ মুদ্রা যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি যোড়াবাগানের ১৮।২৪ নং ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রালয়ে অথবা পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটিতেমূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসেবারদ্বয়মুদ্রিতাহইয়া পাতুরিয়াঘাটা শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বংমনোমে

২২১ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৬ সন১২৬১ সাল ১৫ফাল্গুন সোমবার

গতবারের শেষঃ।

সন্দেহ নিরসনং।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্ন! হে গোস্বামিন্। আপনি মনুষ্যদিগের পক্ষে যে ষড়্বিংশতি দোষ শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন কহিলেন সেই সকল দোষের ব্যাখ্যাকরিয়া কহিতে আজ্ঞাহয়।

পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। অরে বৎস সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করহ। পুরাণাদি শাস্ত্রে মনুষ্য দিগের ষড়্‌বিংশতি দোষের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহার এক দোষ যদ্যপি মনুষ্যেতে দৃষ্ট হয় তবে কোনমতেই তাহাকে জ্ঞানী বলা যাইতে পারেনা অর্থাৎ যে শরীরে দোষের অবস্থান সে শরীরে জ্ঞানের উত্থান হয়না। যেহেতু নির্দ্দোষ হইলে জ্ঞান জন্মে তাহাকেই সবলাধিকারী বলা যায়। যাবৎ সদোষ পুরুষ থাকে তাবৎ তাহাকে দুর্ব্বল বলিতে হয়। সুতরাং দুর্ব্বলাধিকারি পুরুষের নিত্য নৈমিত্তক কর্ম্ম ব্যতীত দোষ মার্জ্জনের আর অন্য উপায় নাই। এই বিধানানুসারে চিরকাল পর্য্যন্ত সংসারীজনেরা স্বদোষপরিহারার্থ স্বাধিকারিক কর্ম্মের সমাচরণ করিয়াআসিআছেন তাঁহারা সংসারে কদাপি আপনার দিগকে নির্দ্দোষ দেখিতে পাইতেন না। বর্ত্তমান কষায় কালে যাঁহারা আপনার দিগকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া অভিমান করেন; তাঁহারা অশেষ দোষ সমন্বিত হইয়াও আপনাদিগকে দোষী বলিয়া স্বীকার করেন না নাকরুন্। কিন্তু শাস্ত্রে যেসকল কর্ম্মকে দোষ বলিয়া গিয়াছেন; যাহাতে মনুষ্যকে জ্ঞান ভূমি হইতে অন্তর করে সেই সকল দোষকে নিয়তই পরিগ্রহ করিতেছেন; অতএব; শাস্ত্রসিদ্ধ ষড়্‌বিংশতি দোষের ব্যাখ্যা করিতেছি তদ্দৃষ্টে অবশ্যই অনুভব করিতে পারিবে যে আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীরা দোষান্বিত বটেন কি না?। যথা।

ষড়্বিংশতি দোষমহী সুরা নরকভীরবঃ। বিমুক্তৈব বসেত্তীর্থে গ্রামেবা পত্তনে বসেৎ॥ ভবিষ্যে।

যে সকল ব্যক্তিরা নরক ভীরু হয়েন তাহাঁরা ষড়্বিংশতি প্রকার দোষে পরিমুক্ত হইয়া তীর্থাদি স্থানে বা নগরে বা গ্রামে বাস করিবেন।

অর্থাৎ এই ষড়্বিংশতি দোষ নরক প্রদ; যাহাঁরা নরককে ভয় করেন তাহাঁরদিগের অবশ্যই উক্তকর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু যেদোষে নরক হয় সেদোষের সমাশ্রয়ে জ্ঞান জন্মিতে পারেনা; নির্দ্দোষী ব্যক্তিরা তীর্থ বা গ্রাম কি নগর যেখানে বাস করুন্ সেইখানেই তাহাঁরদিগেরমুক্তিফল ফলে।তীর্থ বলাতেই আশ্রমান্তরবলা হইয়াছে অর্থাৎ গৃহী বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারি ভিক্ষু প্রভৃতি সকলেরি নরকের প্রতি ভয় রাখা কর্ত্তব্য।

বিশেষতঃ। সংসারে থাকিয়া সম্যক্ দোষের পরিহার করিতে অশক্ত বিধায় নরক ভীরু ব্যক্তিরা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন; অর্থাৎ সন্ন্যাসি ব্যক্তির তদ্দোষ স্পর্শ হইবার সম্ভাবনা থাকেনা যেহেতু তাহাঁরা লোকালয়ে বাস করেন না লোকালয়ে থাকিতে হইলে দোষ পরিহারার্থ সাবধান হওয়া অতি কঠিন, যাহাঁরা লোকালয়ে থাকিয়া অর্থাৎ সংসার ধর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া দোষের পরিহার করিতে পারেন তাহাঁরা জীবন মুক্তপুরুষ তাহাঁর দিগকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলিতে হয়। যথা

অধমো বিষমশ্চৈব পশুশ্চপিশুনস্তথা। পাপিষ্ঠ নষ্টকষ্টাশ্চ রুষ্টো দুষ্টশ্চ লুব্ধকঃ। হৃষ্টঃঙ্গষ্ঠশ্চকাণশ্চ অন্ধশ্চৈবথা পরঃ। রণ্ডঃখড়্গো গুণাগুণশ্চচণ্ডো দণ্ডস্তথৈবচ। নীচঃখলশ্চবাচালঃ কদর্য্যশ্চপলস্ততঃ। মলীমসশ্চ স্তেয়শ্চষড়বিংশতি রমীমতাঃ॥ ভবিষ্যে।

অধম; বিষম; পশু; পিশুন, পাপিষ্ঠ; নষ্ট; কষ্ট; রুষ্ট; দুষ্ট; লুব্ধ; হৃষ্ট; ঙ্গষ্ঠ; কাণ; অন্ধ; রণ্ড খড়্গ, গুণাগুণ, চণ্ড; দণ্ড, নীচ, খল; বাচাল; কদর্য্য চপল; মলীমস; স্তেয় এই ষড়্বিংশতি দোষ ইহার প্রত্যেকের কার্য্য কহিতেছি। যথা

অধমলক্ষণ।

উপানহচ্ছত্রধারী গুরুদেবাগ্রতশ্চরন্। উচ্চাসনং গুরোরগ্রে তীর্থযাত্রাং করোতিযঃ। যানমারুহ্য বিপ্রেন্দ্রাঃ সোপ্যেকোত্রাধমোমতঃ॥ ভবিষ্যে।

সোপানৎক ও ছত্রধারী হইয়া গুরু এবং দেবপ্রতিমার অগ্রে বিচরণ করে। আর গুরু দেবতার অগ্রে ব্যাসাসন ব্যতীত উচ্চাসনে উপবেশন করে। আর দোলা

রথ শিবিকা হস্ত্যশ্ব প্রভৃতিতে আরোহণ করতঃ তীর্থ যাত্রা করে। ইহাকে এক অধম বলিয়াছেন। তথাহি।

নিমজ্জতীর্থং বিধিবৎ গ্রাম্যধর্ম্মেণ বর্ত্ত য়েৎ। দ্বিতীয়শ্চাধমঃ প্রোক্তো নিন্দি তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ভবিষ্যে

বিধিপূর্ব্বক তীর্থ স্নানকরত পুনর্ব্বার গ্রাম্যধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তাহাকে দ্বিতীয়াধম বলিয়া নিন্দিতের মধ্যে নিন্দিত কহিয়াছেন।

এই বিধিপূর্ব্বক তীর্থস্নান উপলক্ষণ অর্থাৎ তীর্থবাসী হইয়া যদি কেহ ইন্দ্রিয় সুখার্থে চিত্ত সজ্জা করে সেই অধম। নচেৎ স্নানমাত্রেই কিছু ইন্দ্রিয় দমন হয়না।

বিষমলক্ষণ।

বাক্চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা হৃদিহালাহলং বিষং। বদত্যন্যং করোত্যন্যং দ্বাবেতৌ বিষমৌস্মৃতৌ। ভবিষ্যে।

মুখে অত্যন্ত মনোহর মিষ্ট বাক্য কহে কিন্তু হৃদয়েতে অনিষ্টকর হলাহল বিষ। এবং মুখে বলেএক; করেআর এই দুইকে বিষম বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

পশুলক্ষণ।

মোক্ষচিন্তা মতিক্রম্য যোঽন্যচিন্তাপরি

শ্রমঃ। হরিসেবা বিহীনোযঃ সপশুর্যো নিতঃ পশুঃ ॥ ১ ॥ ভবিষ্যে।

যে ব্যক্তি মোক্ষচিন্তা অর্থাৎ সংসার বন্ধনে কিরূপে পরিমুক্ত হইব এতৎ চিন্তা নাকরিয়া অন্যচিন্তা অর্থাৎ কিরূপে ধনোপার্জ্জনকরিয়া আমার পরিবার গণকে সুখে রাখিব, এবং লোক সমাজে কিপ্রকারে প্রধানরূপে যশস্বী হইব অথবা স্বর্গভোগার্থ নানাকর্ম্ম যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা পরিশ্রম করে সেই ব্যক্তিকেই প্রথম পশু কহিয়াছেন। ১।

প্রয়াগে বিদ্যমানেপি যোন্যতঃ স্নানমাচরেৎ। দৃষ্টদেবং পরিত্যজ্য অদৃষ্টং ভজতেচযঃ ॥ ২ ॥ ভবিষ্যে।

প্রয়াগ ক্ষেত্র বিদ্যমান সত্ত্বেও যেব্যক্তি অন্যত্রে স্নান করে এবং সাক্ষাৎ দেবতা অর্থাৎ পিতামাতা গুরু ও হরিগুরাদির প্রতিমা বিদ্যমানেও অদৃষ্ট বিষয়ের উপাসনা করে সেই ব্যক্তিকে দ্বিতীয় পশু বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ২।

অর্থাৎ প্রয়াগ উপলক্ষণ মাত্র ফলে নিকটস্থ তীর্থ স্নানে বিরক্ত হইয়া সামান্য জলে অবগাহন যে করে সেই পশু।

আয়ুষস্তু ক্ষয়ার্থায় শাস্ত্রোহয় মৃষিসংম

তঃ। যোগাভ্যাস স্তুতো হিত্বা তৃতীয়

শ্চাধমঃপশুঃ ॥ ৩ ॥ ভবিষ্যে।

জীবের পরমায়ুর ক্ষয়ার্থ যোগাভ্যাসের বিধি এবং ঋষি প্রণীত পুরাণ সংহিতাদির শ্রবণাধ্যয়নের বিধি আছে; এসকল পরিত্যাগ করতঃ যেব্যক্তি যদৃচ্ছা বিহার শীল হয় সেই ব্যক্তিই তৃতীয়াধম পশু। ৩।

অর্থাৎ অধম পশু বলার তাৎপর্য্য এই যে কদর্য্য স্বভাবাপন্ন পশু বিট্‌বরাহাদি প্রভৃতি জঘন্য পশু।

বহূনি পুস্তকান্যানি শাস্ত্রাণি বিবিধানি

চ। তস্যসারং নজানাতি সএব জম্বু

কঃ পশুঃ ॥ ৪ ॥ ভবিষ্যে।

যেব্যক্তি বহুপুস্তক অভ্যাস এবং নানা শাস্ত্রাদির আলোচনা করে কিন্তু তাহার সারজ্ঞ নাহয় সেই ব্যক্তিকে জম্বুক পশুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ৪।

নানা শাস্ত্রপদে পুরাণেতিহাস শ্রুতিস্মৃতি দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনায় তাহার সারকে গ্রহণ করেনা; অর্থাং সর্ব্বশাস্ত্র প্রতিপাদ্য ভগবানকে ভজনা করেনা কেবল স্বকপোল কল্পিতাব্যাখ্যা করিয়া ভগবদুপাসনার পথকে আচ্ছন্ন করে এজন্য সেই ধূর্ত্ত ব্যক্তিকে শৃগাল পশুরূপে উক্ত করিয়াছেন; ।

অবিমুক্তং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেশে ব

সেচ্চিরং। সদ্বিধা শূকর পশু র্নিন্দিতঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ৫ ॥ ভবিষ্যে।

যেব্যক্তি অবিমুক্তক্ষেত্র অর্থাৎ বারানসীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেশে সংকল্প পূর্ব্বক চিরকাল বাস করে সেব্যক্তিকে নিন্দিতরূপে শূকর পশু বলিয়াছেন ॥ ৫ ॥

বারানসী উপলক্ষণ মাত্র হেয়ত্বরূপে পরিগ্রহ করিয়া তীর্থস্থান ও মোক্ষ ক্ষেত্রকে পরিত্যাগ করতঃ অন্য দেশ বাসে শূকর পশু হয়।

ব্রহ্মস্বহরণং কৃত্বা নৃপদেবস্ব মেববা। ধনেন তেন পিতরং দেবং বা ব্রহ্মণানপি। সন্তর্পয়তি যোহশ্নাতিযঃ প্রযচ্ছতি বা কৃচিৎ। সখরশ্চ পশুর্জ্জেয়ো নিন্দিতেষ্বপিনিন্দিতঃ ॥ ৬ ॥ ভবিষ্যে

যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব হরণ আর নৃপস্ব ও দেবস্ব হরণ করত তদ্ধন দ্বারা দেবপিতৃকার্য্য করে ও ব্রাহ্মণ ভোজন করায় কিম্বা দানাদি করে বা আপনি ভোগকরে সেব্যক্তিকে নিন্দিত হইতেও নিন্দিত গর্দ্দভ পশু বলিয়া কহিয়াছেন। ৬।

অক্ষরাভ্যাসনিরতঃ পঠ্যতে নচবুধ্য

তে। পদশাস্ত্র পরিত্যক্তঃ স পশুঃস্যা
ন্নসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥ ভবিষ্যে।

যেব্যক্তি অক্ষরাভ্যাসে রত হইয়া পাঠকরে কিন্তু তদর্থ বোধ করেনা। অর্থাৎ পদশাস্ত্রকে পরিত্যাগকরে সেব্যক্তি পশু তাহাতে সংশয় নাই। ৭।

ইত্যর্থ স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন যে বেদাদি শাস্ত্রের অক্ষরাবৃত্তি করে কিন্তু তদনুষ্ঠান করেনা এবং সূক্ষ্মার্থ গ্রহণ না করিয়া যে অর্থবিপর্য্যয় করে সে বড় গাধা।

পিশুন লক্ষণ।

বলেন ছলছদ্মেন উপায়েন প্রবন্ধনং।
সোঽপিস্যাৎ পিশুনঃ খ্যাতঃ প্রণয়াদ্বা
দ্বিতীয়কঃ ॥ ৮। ভবিষ্যে।

যেব্যক্তি বলদ্বারা ও ছলদ্বারা কিম্বা ছদ্মরূপ উপায় দ্বারা আবন্ধ করে। ইহাকে এক প্রকার পিশুন বলিয়া খ্যাতকরে। অপর প্রণয় দ্বারা অর্থাৎ আত্মীয়তা করণ পূর্ব্বক প্রত্যয় জন্মাইয়া সর্ব্বস্ব হরণ বা বধবন্ধন যেকরে তাহাকে ও দ্বিতীয় পিশুন বলে। ৮।

পাপিষ্ঠ লক্ষণ।

অদোষেণ পরিত্যাগী পুত্রভার্য্যাচ বিক্র
য়ী। পিতৃমাতৃ গুরুত্যাগী শৌচাচার
বিবর্জ্জিতঃ। পিত্রোরগ্রে সমশ্নাতি সপা
পিষ্ঠতরঃস্মৃতঃ ॥ ১।

যেব্যক্তি অদোষে অর্থাৎ বিনাদোষে পুত্র ভার্য্যাদি

কে ত্যাগ করে। অথবা পুত্র পত্নীকে বিক্রয় করতঃ মূল্য গ্রহণ করে। আর পিতা মাতাকে আহার নাকরাইয়া অগ্রে আপনি ভোজন করে। এবং শৌচাচার বর্জ্জিত হয় অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত সদাচার নাকরে। ও পিতা মাতা গুরুত্যাগী হয় তাহাকে প্রথম পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিহ। ১।

জীবৎ পিতৃ পরিত্যক্তো মৃতং সেবেত বা কৃচিৎ। দ্বিতীয়ঃসতু পাপিষ্ঠো নিন্দিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২। ভবিষ্যে।

যে; জীবিত পিতা মাতাকে ত্যাগকরতঃ চিরকাল পর্য্যন্ত ক্লেশ দিয়াছে পরে পিতা মাতার মৃত্যু হইলে তৎসেবার্থ শ্রাদ্ধাদিতে উৎসাহ করে বা নাকরে সেই অতিশয় নিন্দিত অর্থাৎ সর্ব্ব পাপিষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ পাপিষ্ঠ॥ ২।

সন্ধ্যাবন্দন হীনোযঃ অজপীস্যাৎ ক্ষপেদ্দিনং। তৃতীয়ঃসতু পাপিষ্ঠো হোমলোপীচতুর্থকঃ ॥ ৩। ৪। ভবিষ্যে।

যেব্যক্তি সন্ধ্যা বন্দনা দেবার্চ্চনা হীন হয়; গায়ত্র্যাদি জপ বর্জ্জিত হইয়া বৃথাদিবস ক্ষেপকরে অর্থাৎ কোন জপাদি করেনা সেব্যক্তি তৃতীয় পাপিষ্ঠ। আর যেব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের বিলোপ করে তাহাকে চতুর্থ পাপিষ্ঠ বলিয়া ধৃত করিয়াছেন॥ ৩।৪।

নষ্ট লক্ষণ।

সাধ্বাচারঞ্চ প্রচ্ছাদ্য শঠতাঞ্চ প্রদর্শ
য়েৎ। সনষ্ট ইতি বিজ্ঞেয় ক্রয় ক্রীতঞ্চ
মৈথুনং ॥ ২ ॥ ভবিষ্যে।

যে ব্যক্তি সাধুর আচারকে আচ্ছাদন করতঃ লোক বঞ্চনা করে; অর্থাৎ অসাধুতা প্রচারের নিমিত্ত সাধু রূপে জানায় আর মূল্যদিয়া মৈথুন ক্রয়করে এই দুই কে নষ্ট বলিয়া জানিহ ॥ ২।

জীবেদ্দেবলবৃত্তিঃস্যাদ্ভার্য্যা বিপণ জী
বিকা। কন্যা শুল্কেন জীবেদ্বা স্ত্রীধনে
নচ বা কৃচিৎ। ষড়েব নষ্টাঃশাস্ত্রেচ নস্ব
র্গং নচ মোক্ষভাক্ ॥ ৪। ভবিষ্যে।

যে ব্যক্তি দেবল বৃত্তিতে জীবন ধারণ করে। আর যে ব্যক্তিস্ত্রীর উপার্জ্জিত ধনে জীবিত হয়। আর যে কন্যা বিক্রয় করিয়া তদ্ধন ভোক্তাহয়। অপর যেব্যক্তি স্ত্রীধনোপভোগী হয় এই ছয়জন নষ্ট ইহার দিগের স্বর্গ ও নাই এবং মোক্ষ ও নাই ॥ ৪।

রুষ্টলক্ষণ।

সদাক্রুদ্ধো মনোযস্য হীনংদৃষ্ট্বা প্রকো
পবান্। ভ্রুভঙ্গী জটিলো ভালো রুষ্টঃপঞ্চ
বিধোদিতঃ ॥ ৫ ॥ ভবিষ্যে।

সর্ব্বদা ক্রোধাবিষ্ট মন যেব্যক্তি হীনব্যক্তিকে দেখিয়া অধিককোপিত হয়। সতত ভ্রুকুটীবদ্ধ ও কুটিলান্তঃকরণ; আর নির্মর্য্যাদক হয় এই পঞ্চব্যক্তিকে রুষ্ট কহিয়াছেন ॥ ৫ ॥

কষ্টলক্ষণ।

অকার্য্যে ভ্রমতেনিত্যং ধর্ম্মার্থে ন ব্যবস্থিতঃ। নিদ্রালু ব্যসনাসক্তো মদ্যপ স্ত্রীনিষেবকঃ। দুষ্টৈঃসহ সদালাপ সকষ্টঃ সপ্তধাস্মৃতঃ ॥ ৭ ॥ ভবিষ্যে।

যে ব্যক্তি পরানিষ্ট কার্য্য সাধনের নিমিত্তই নিত্য ভ্রমণ করে। ধর্ম্মার্থ কার্য্যে কোন মতেই প্রবৃত্ত হয়না। আরসর্ব্বদা নিদ্রাবশ; ও ব্যসনা সক্তঅর্থাৎদুঃখদায়ক কর্ম্মের স্পৃহাকরে। মদ্যপানে রতহয়। পারদারিক এবং যতদুষ্টলোক আছে তাহারদিগের সহিতই নিত্য আলাপ করে। এই সপ্তব্যক্তিকে কষ্ট বলিয়া উক্ত করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

পুষ্ট অর্থাৎ লুব্ধলক্ষণ।

একাকী মিষ্টমশ্নাতি বঞ্চকঃ সাধুনিন্দকঃ। যথাশকর পুষ্টস্যাৎ তথা পুষ্টঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১ । ভবিষ্যে।

উপাদেয় মিষ্টদ্রব্য প্রাপ্ত হইলে সকলকে বঞ্চনা করিয়া যে ব্যক্তি একাকী ভোজন করে। আর সাধুদিগকে নানাপ্রকারে নিন্দাকরে। সেব্যক্তিকে লুব্ধকবলে। অ

র্থাৎ যেরূপ শূকর বিট ভোজনে পুষ্ট সেইরূপ এই ব্যক্তিকে ও পুষ্ট কহিয়াছেন ॥ ১ ॥

দুষ্টলক্ষণ।

নিগমাগম মন্ত্রাণি নাধ্যাপয়তি যোদ্বিজঃ। ন শৃণোতি হি পাপাত্মা সদুষ্ট ইতি চোচ্যতে ॥ ১ । ভবিষ্যে।

যে ব্যক্তি বেদ ও আগম মন্ত্রাদি সকল প্রাণান্তে ও অধ্যাপনা না করে। অর্থাৎ জ্ঞান খলতা প্রকাশে কদাপি শাস্ত্র সন্ধান বলেনা এবং অনুরোধ করিলে ও শুনেনা অতত্রব সেই পাপাত্মাকে দুষ্ট বলিয়া উক্ত করিয়াছেন ॥ ১ ॥

কুষ্ঠ লক্ষণ।

অষ্টকুষ্ঠান্বিত কুষ্ঠী ত্রিকুষ্ঠী শাস্ত্রসম্মতঃ। এতৈঃ সমং সহালাপঃ সভবেৎ তৎসমং বিদুঃ ॥ ১ । ভবিষ্যে।

অষ্টপ্রকার এবং তিনপ্রকার কুষ্ঠরোগ যুক্ত ব্যক্তিকে শাস্ত্র সম্মত কুষ্ঠীবলে। এবং তাহারদিগের সহিত সর্ব্বদা আলাপ যে ব্যক্তি করে তাহাকে ও তৎসম কুষ্ঠবলিয়া জানিহ ॥ ১ ॥

অর্থাৎ কুষ্ঠ ইতি উপলক্ষণ মাত্র; বস্তুত মহাপাপকৃৎ পুরুষকেই কুষ্ঠবলে অর্থাৎ স্বর্ণস্তেয়ী; সুরাপ; ব্রহ্মহন্তা, গুর্ব্বঙ্গনাগামী ও তৎসংসর্গী মাত্রকেই কুষ্ঠী বলিয়া উক্তকরে ॥

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

একোবহুনাদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার ভূষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বংমনোমে

২১১ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৬ সন১২৬১সাল ২৯শ ফাল্গুন সোমবার

গতবারের শেষঃ।

অথর্ব্ব শিখোপনিষৎ।

অবসানেঽস্য চতুর্থ্যর্দ্ধ মাত্রা সাসোমলোক। ওঁকারঃ সাথর্ব্বণৈর্মন্ত্রৈ রথর্ব্ববেদশ্চ সম্বর্ত্ত কোঽগ্নি র্মরুতো বিরাড়েকঋষি র্ভাস্বতীঃস্মৃতাঃ ॥ ৮ ॥

প্রণবের অবসানে চতুর্থী মাত্রা তাহাকেই অর্দ্ধমাত্রা বলে সেই * অর্দ্ধমাত্রাই চন্দ্রলোক এবং তাহাকেই অথর্ব্ব বেদ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। তন্মাত্রাতে যুক্ত প্রণবাকার; আথর্ব্বণ মন্ত্রদ্বারা গ্রাহ্য সুতরাং শেষমাত্রা অথর্ব্ববেদ, সম্বর্ত্তক অগ্নি; মরুতবিরাট ব্রহ্মঋষি; † সরস্বতী দেবতা অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা সরস্বতী ॥ ৮ ॥

এই প্রণব ব্রহ্মস্বরূপ সকল মন্ত্রের সেতু, সকলকর্ম্মের অছিদ্রাবধারক; পরম মঙ্গলায়তন, সর্ব্বকল্যাণ নিধান সকল পবিত্র হইতে পবিত্রতম; প্রণবোচ্চারণে সকল পাপের ক্ষালন হয়। অর্থাৎ অকার; উকার; মকার; অর্দ্ধমাত্রা যুক্ত কিন্তু পঞ্চাত্মক হয়েন; যেহেতু অক্ষর ত্রয়ে নাদ বিন্দু যুক্ত। একারণ চতুর্ব্বেদ ও উপনিষৎ এক প্রণবাক্ষরে নিষ্পন্ন হইয়াছে, অকারে ঋগ্বেদ, উকারে যজুর্ব্বেদ; মকারে সামবেদ; অর্দ্ধমাত্রানাদে অথর্ব্ববেদ অপরার্দ্ধ বিন্দু উপনিষৎ।

অকারে ব্রহ্মা; উকারে বিষ্ণু, মকারে শিব; নাদচক্রে সূর্য্য; বিন্দুচক্রে চন্দ্র, অতএব প্রণবাকারের শিরোবর্ত্তি বিন্দু সমন্বিত নাদচক্র। তন্ত্রাদিতে তাহার আকার কাকী মুখাকৃতি কহিয়াছেন।

---

* অর্দ্ধমাত্রাই চন্দ্রলোক পদে অর্দ্ধমাত্রা ভ্রূদলে অবস্থিতা এজন্য মনের ভ্রূদলে অবস্থান তন্ত্রশাস্ত্রে কহেন।

† মূল শ্রুতিতে অধিষ্ঠাতা শেষার্দ্ধে ভাস্বতী বলায় সরস্বতীকে জানাইয়াছেন অর্থাৎ সরস্বতী সাক্ষাৎ সাবিত্রী একারণ তাঁহার অর্দ্ধমাত্রা নাদচক্রে সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতি সুতরাং সরস্বতীকে ভাস্বতী কহিয়াছেন!

প্রথমা রক্তপীতা মহদ্ব্রহ্ম দৈবত্যা। দ্বি
তীয়া বিদ্যুম্মতী কৃষ্ণা বিষ্ণুদৈবত্যা। তৃ
তীয়া শুভাশুভ শুক্লা রুদ্রদৈবত্যা॥ ৯।

প্রণবাক্ষরের প্রথমা মাত্রা রক্তপীতবর্ণা ভূব্যাহৃতি ব্রহ্মাদেবতা। দ্বিতীয়ামাত্রা বিদ্যুজ্জ্যোতি কৃষ্ণবর্ণা ভুবব্যাহৃতিবিষ্ণুদেবতা তৃতীয়া মাত্রা শুক্লবর্ণা স্ব র্ব্যাহৃতি রুদ্র দেবতা॥ ৯।

যাবসানে চত্তুর্থ্যর্দ্ধমাত্রা সাবিদ্যুম্মতী
সর্ব্ব বর্ণা পুরুষ দৈবত্যা॥১০।

অবসানেযে চত্তুর্থী মাত্রা সেইমাত্রা সর্ব্ববর্ণা মহর্ব্যাহৃতি এবং বিদ্যুদ্দীপ্তিরন্যায় জ্যোতিষ্মতী পুরুষ দেবতা অর্থাৎ পরমাত্মা তাহার অধিষ্ঠাতা॥ ১০।

সএষ হ্যোঁকার শ্চত্তরক্ষর শ্চত্তপাদ শ্চ
ত্তঃশির শ্চত্তরর্দ্ধমাত্রঃ স্থূলমেতদ্ধ্রস্ব দীর্ঘ
প্লুতইতি। ওঁওঁ ২ ওঁ ৩॥ ১১॥

এই প্রণব চত্তরক্ষর চত্তষ্পাদ বিশিষ্ট; চত্তঃশির বিশিষ্ট; অর্দ্ধমাত্রা দ্বয় বিশিষ্ট, ইহার উচ্চারণ হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত ত্রিবিধ প্রকারেই হয়। অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্মাত্মক পরমারাধ্য॥ ১১॥

ইতি ত্রিরুক্ত্বা চত্তুর্থঃশান্ত আত্মাপ্লুত
প্রয়োগেণ সমস্তমোঁ॥ ১২।

এই প্রণবের ত্রিরুচ্চারণ করত চতুর্থবার উচ্চারণ শান্তি বিধান প্রয়োগ দ্বারা অনুশাসন করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

ইতি প্রযুক্ত আত্মজ্যোতিঃসকৃদাবর্ত্ত তে সকৃদুচ্চারিত ঊর্দ্ধ্বমুন্নয়তীত্যোঁ কারঃ প্রাণান্ সর্ব্বান্ প্রলীয়ত ইতি॥১৩

এই প্রযুক্ত মহামন্ত্র আত্মজ্যোতি প্রণবের একবার আবর্ত্তন করিয়া প্রণব প্রভাবে ঊর্দ্ধে প্রাণ সকলকে লইবে এবং প্রণবোচ্চারণ দ্বারা প্রাণে প্রাণ লয় করিয়া যাইবেক ॥ ১৩।

প্রলয়ঃপ্রাণান্ সর্ব্বান্ পরমাত্মনি প্রণাময়তি। নাময়তীত্যে তস্মাৎ প্রণব শ্চতুর্দ্ধাবস্থিত ইতি ॥ ১৪।

ইত্যর্থে; প্রাণায়াম করিবার বিধি কহিয়া প্রণবাবলম্বন করিতে কহিয়াছেন ॥

প্রাণ সকলকে প্রাণে লয়করতঃ পরমাত্মাতে নমন করাইবেক অর্থাৎ সকলেই আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিবেক; একারণ প্রণব চতুর্দ্ধাবস্থিত হইয়াছেন ॥ ১৩।

অর্থাৎ অনুচ্চার্য্যামাত্রার উচ্চারণাভাব প্রযুক্ত এক গম্যা সুতরাং তদক্ষরের অনাবৃত্তি জন্য পূর্ব্ব শ্রুতিতে প্রণবকে চতুষ্পাদ চতুঃশির চতুরক্ষর কহিয়াছেন।

গতবারের শেষঃ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

এই মানব প্রকৃতির সহিত বাহ্যবস্তু বিচারের ফল আদৌ জীবের জন্ম প্রকার কথনই মূল প্রয়োজন; সুতরাং শরীরের স্থিরতা বোধ হইলে পরে বাহ্যবস্তুর গুণের সহিত যোগকরা যায় নচেৎ প্রাকৃত লোকের মত কতক গুলা দ্রব্যের গুণমাত্র কহিয়া পথ্যাপথ্য বিচার করিলেই হয়না; ফলিতার্থ বিচার করিতে হইবে যে নবমীতে অলাবু ভক্ষণ নিষেধ কেন হইল নবমীতে ও অলাবুতে ও মনুষ্যেতে কি সম্বন্ধ। এতৎত্রয়ের যোগই বা কেন হয় ইহার নিরূপণ করাকেই মানবপ্রকৃতির সহিত বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধবিচার বলে। তদ্বিচারে বাধিত হইলেই মনুষ্য জন্মের কারণ ও জননীর স্তন্যাদির বিষয়ের নিরূপণ করিতে হয়; এতন্নিমিত্ত প্রসূতির নিয়ম ও সময় ও স্তন্য স্বরূপ কহিতেছি। যথা।

বালস্য জন্মোত্তরবিধি।

অথবালে সমুৎপন্নে বিদধীত বিধিং তথা। যথৈবঙ্গল বৃদ্ধাস্ত্রী ব্যবহার পরম্পরা॥ ১। যামলং।

অনন্তর বালকের জন্মের পরে কিরূপ বিধিতে চলিতে হইবে সেই বিধি লিখিত হইতেছে।

অনন্তর বালক উৎপন্ন হইলে তদ্রূপ বিধি পূর্ব্বক প্র-

সূতীকে চলিতে হইবে। যদ্রূপবিধিতে হুলবৃদ্ধাস্ত্রীলোকেরা পরম্পরা চলিয়া আসিতেছেন ॥ ১।

প্রসূতীর নিয়ম।

প্রসূতাহিত মাহারং বিহারঞ্চ সমাচরেৎ। ব্যায়ামং মৈথুনং ক্রোধং শীতলম্বারি বর্জ্জয়েৎ ॥ ২। যামলবচনং।

অনন্তর প্রসূতীর নিয়ম কহিতেছি। অর্থাৎ প্রসূতী হিতজনক আহার বিহার আচরণ করিবেক ব্যায়াম অর্থাৎ বলপ্রসাধনাদি ও মৈথুন এবং ক্রোধাদি করিবেক না। আর শীতল জল ব্যবহারাদিত্যাগকরিবেক ।২

মিথ্যাকারাৎ সূতিকায়া যোব্যাধি উপজায়তে। সকৃচ্ছ্র সাধ্যোঽসাধ্যোবা ভবেত্তৎ পথ্যমাচরেৎ ॥ ৩। যামলং

মিথ্যাআহার অর্থাৎ অবৈধাহার ও আচারাদি করণে প্রসূতীর যে পীড়াজন্মে সেই পীড়া অসাধ্য অথবা কষ্ট সাধ্য হয়; একারণ হিতজনক পথ্যব্যবহার করিতে কহিয়াছেন ॥ ৩।

অথ প্রসূতায়া নিয়ম সময় বিধি।

সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধা স্যাৎ স্নিগ্ধ পথ্যাল্প ভোজনা। স্বেদাভ্যঙ্গ পরানিত্যং ভবেদ্বাস মতন্দ্রিতা ॥ ৪।

অনন্তর প্রসূতার নিয়ম সময় বিধি কথিত হইতেছে। সর্ব্বতোভাবে পরিশুদ্ধা দুষ্ট শোণিত ক্ষরণাবশেষ করণক শুদ্ধা স্ত্রী স্নিগ্ধ অথচ অল্প ভোজন করিবেনএবং স্বেদে ও তৈলাভ্যঙ্গে নিত্য তৎপরা হইবেন ও সাবধানা হইবেন ॥ ৪ ॥

প্রসূতা সার্দ্ধ মাসান্তে দৃষ্টে বা পুনরার্ত্তবে। সূতিকানাম হীনস্যাদিতি ধন্বন্তরের্মতং ॥ ৫ ॥

প্রসূতীর সার্দ্ধ মাসান্তে অর্থাৎ ডেড় মাসের পর পুনরায় ঋতু শোণিত দৃষ্ট হইলে সূতিকা নাম হীনা হয় এই ধন্বন্তরির মত অর্থাৎ পুনরায় ঋতু শোণিত দর্শন হইলে সূতিকা নাম যায় ॥ ৫ ॥

ব্যুপদ্রবাং বিশুদ্ধাঞ্চ বিজ্ঞায় বরবর্ণিনীং। উর্দ্ধ্বং চতুর্ভ্যো মাসেভ্যো নিয়মং পরিহারয়েৎ ॥ ৬ ।

বিশুদ্ধা এবং বিগত উপদ্রব নারীকে জ্ঞান করিয়া চতুর্ম্মাসের পর নিয়ম পরিত্যাগ করাইবেক ॥ ৬ ॥

অথ স্তন্য স্বরূপ মাহ।

রস প্রসাদো মধুরঃ পক্বাহার নিমিত্তজঃ। কৃৎস্নাদ্দেহাৎ স্তনৌ প্রাপ্তঃ স্তন্যমিত্যভিধীয়তে ॥ ৭ ।

অনন্তর স্তন্য স্বরূপ কথিত হইতেছে। পক্ক যে আহার তাহার রস প্রসাদ অর্থাৎ রসের সার অথচ মধুর সাকল্য শরীর হইতে স্তন প্রাপ্ত হয়েন সেই স্তন্য এই অভিধেয় হয়॥৭।

স্তন্যস্য প্রবৃত্তি মাহ।

স্তন্যং ত্রিরাত্রাৎ স্ত্রীণাম্বা চতুরাত্রাদনন্তরং। প্রবৃত্তয়ন্তি বিবৃতা ধমন্যো হৃদয়ে স্থিতা॥ ৮॥

স্তন্যের অর্থাৎ স্তন দুগ্ধের প্রবৃত্তি কথিত হইতেছে। স্তন্য ত্রিরাত্রে স্ত্রীলোকের হয় চতুর্থ রাত্রের পর হৃদয় স্থিত ধমনী প্রবৃত্তি করাণ॥ ৮।

পয়ঃ পুত্রস্য সংস্পর্শাদ্দর্শনাৎ স্মরণাদপি। গ্রহণাদপ্যুরোজস্য শুক্রবৎ সংপ্রবর্ত্ততে॥ ৯॥

স্তন দুগ্ধ পুত্রের সংস্পর্শ হইতে দর্শন ও স্মরণ এবং গ্রহণ হইতে শুক্রের ন্যায় সংপ্রবৃত্ত হয়॥ ৯॥

স্নেহো নিরন্তর স্তস্য প্রসবে হেতুরুচ্যতে॥ ১০।

পুত্রের প্রতি নিরন্তর স্নেহ প্রসবেতে হেতু॥ ১০॥

অথ স্তন্যস্যাল্পতা হেতু।

অবাৎসল্যাদ্ভয়াচ্ছোকাৎ ক্রোধাদপ্যপত

র্পণাৎ। স্ত্রীণাং স্তন্যং ভবেৎ স্বল্পং গর্ভা
ন্তর বিধারণাৎ॥ ১১ ॥

অনন্তর স্তন্যের অল্পভাব কারণ কহি। পুত্রের প্রতি বাৎসল্যাভাব প্রযুক্ত এবং ভয় ও শোক ও ক্রোধ হইতে লংঘনেতে স্ত্রীদিগের স্তন্য অল্প হয় এবং অন্য গর্ব্ভধারণেও অল্প হয়॥ ১১॥

অথ স্তন্যস্য বৃদ্ধি হেতু।

শালিষষ্ঠিক গোধূমান্মাংস ক্ষুদ্র ক্ষয়াণি
হি। কালশাক মলাম্বুচ নারিকেলং ক
শেরুকং॥ ১২ ॥
শৃঙ্গাটকং বরীঞ্চাপি বিদারং কন্দমেব
চ। লশুনং দুগ্ধ বৃদ্ধৌ স্ত্রী পিবেত সুম
না ভবেৎ॥ ১৩॥
কলমস্য তণ্ডুলানাং কনকং যা ক্ষীর
শেষিতং। পিবতি সা ভবতি প্রচুরতর
ক্ষীর ভরেণৈব তুঙ্গঙ্গচ যুগলা॥ ১৪।

অনন্তর স্তন্য বৃদ্ধি হেতু। শালি ষষ্ঠিকধান্য গোধুম মাংস কালশাক অর্থাৎ কালকাসুন্দা শাক লাউ নারিকেল কেশুর পানীফল শতমূলী ভূমিকুষ্মাণ্ড রশুন এই সকল দুগ্ধ বৃদ্ধি বিষয়ে স্ত্রীলোকেরা ভক্ষণ করিবেন

এবং সুমনা হইবেন কলমধান্য অর্থাৎ পেসোয়ারি ধান্য তণ্ডুলের পায়স ভক্ষণ করিলে সেইনারী প্রচুরতর দুগ্ধভরেতে তুঙ্গস্তন যুগলা হয়েন॥ ১৪।

কলমো ধান্য বিশেষ স্তস্য লক্ষণ মাহ। কলমঃ কল বিখ্যাতো জায়তে সবৃহদ্গৃহে। কাশ্মীরদেশ এবোক্তো মহা তণ্ডুল সংজ্ঞকঃ॥ ১৫।

কলম ধান্য বিশেষ তাহার লক্ষণ। কলম ধান্য কল বিখ্যাত সেই ধান্য বৃহদ্গৃহেতে জন্মে। কাশ্মীর দেশ জাত মহাতণ্ডুল সংজ্ঞা সাধারণ পেসোয়ারি কহেন।১৫

বিদারী কন্দস্য রসং পিবেৎ স্তন্যস্য বৃদ্ধয়ে। তচ্চূর্ণং তস্য বৃদ্ধ্যর্থং পিবেৎ বা ক্ষীর সংযুতং॥ ১৬।

ভূমিকুষ্মাণ্ডরস স্তন্য বৃদ্ধি নিমিত্ত পান করিবেক। স্তন্য বৃদ্ধ্যর্থ তাহারচূর্ণ দুগ্ধের সহিতপানকরিবেক।১৬

অথ স্তন্যস্য দুষ্ট হেতু মাহ।

ধাত্র্যাগুরুভিরাহারৈ র্বিষমৈ র্দোষলৈ স্তথা। দেহদোষাঃ প্রসর্প্যন্তি ততঃস্তন্যং প্রসর্প্যতি॥ ১৭।

অনন্তর স্তন্য দুষ্ট কারণ। জননীর গুরু আহার দ্বারা বিষমাহারদ্বারা অর্থাৎ বহুহউক কিম্বা অল্পইহউক অ

কালেভোজন বিষমাহার বায়ু পিত্ত কফ প্রকোপকারী দ্রব্য ভক্ষণ দ্বারা শরীরের দোষ প্রকোপ হয় তাহা হইতে দুষ্ট স্তন্য জন্মে।। ১৭।

মিথ্যাহার বিহারিণ্যা দুষ্টা বাতাদয়ঃ স্ত্রিয়ঃ। দূষয়ন্তি পয়স্তেন শরীরেব্যাধয়ঃ শিশোঃ।। ১৮

অযথাবিধি আহার বিহারকারিণী স্ত্রীর বাতাদিদোষ দুষ্ট হইয়া দুগ্ধ দুষ্ট করে সেই কারণ শিশুর শরীরে সকল রোগ হয়।। ১৮।

অথ দুষ্ট স্তন্য লক্ষণ মাহ।

কষায়ং সলিল প্লাবি স্তন্যং মারুত দূষণং। পিত্তাদম্লং চকটুকং রাজ্যোম্ভসিতু পীতিকাঃ।। ১৯।

অনন্তর স্তন্য দুষ্ট লক্ষণ কহিতেছেন। বায়ু কর্ত্তৃক স্তন্য কষায়রস এবং জলপ্লাবিত অর্থাৎ জলবিসর্পণ হয়। পিত্তদুষ্ট স্তন্য অম্লরস জলে পীত প্রভা হয়। ১৯

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসেবারদ্বয়মুদ্রিতাহইয়া পাতুরিয়াঘাটা শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাংজ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বংমনোমে

২২৩ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৬ সন১২৬১ সাল ১৫ চৈত্র মঙ্গলবার

গতবারের শেষঃ ।

সন্দেহ নিরসন ।

গত পত্রে হস্তলক্ষণ কথন সমাপ্ত করিয়া এই পত্রে অপর অন্ধাদি পুরুষের লক্ষণ কহিয়াছেন । যথা

অন্ধকাণ লক্ষণ ।

শ্রুতি স্মৃতিশ্চ বিপ্রাণাং নয়নেদ্বে বিনি

র্ম্মিতে। কাণস্যা দেকয়া হীনো দ্বাভ্যাম
ন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১॥ ভবিষ্যে।

শ্রুতি আর স্মৃতি এইনয়ন দ্বয় মনুষ্যমাত্রের নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার একের অভাবে মনুষ্যকে কাণবলে; দুইবিহীন যেব্যক্তি সেই অন্ধহয়।১।

ইত্যর্থে বলাহইল যে এক চক্ষুহীন ব্যক্তির দৃষ্টির অভাবে কিঞ্চিৎদৃষ্টি প্রযুক্ত কাণ সংজ্ঞা। চক্ষুদ্বয় বিহীন ব্যক্তির সম্যক্ দৃষ্টির অভাবে অন্ধ সংজ্ঞাহয়। সুতরাং শাস্ত্র দৃষ্টি যাহার নাই তাহার চর্ম্মচক্ষু থাকিলেও আন্ধ্যনিবারণ হয়না। শাস্ত্রচক্ষুকেই জ্ঞানচক্ষুবলে। এবং শাস্ত্রান্তরেও কহিয়াছেন। যথা তন্ত্রে

শ্রুতিস্মৃতিশ্চ সর্ব্বেষাং নির্ম্মলং লোচন
দ্বয়ং। যস্যনাস্তি নরঃসোন্ধঃ কথং নস্যা
দমার্গগঃ ॥

মনুষ্যদিগের শ্রুতি ও স্মৃতি এই উভয় নির্ম্মল চক্ষুদ্বয়। এই চক্ষুদ্বয় যাহার নাই সেই মনুষ্যই অন্ধ; সুতরাং চক্ষুহীন ব্যক্তি কুপথে পতিত কেন না হইবে।

একালে যাহারা উভয় শাস্ত্রের আলোচনা করে তাহারাও যে কুপথগামী হয় এ অতি আশ্চর্য্য বটে; কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়না। কারণ; কোনং ব্যক্তির বিকসিত পদ্মেরন্যায় চক্ষুদর্শন হয় কিন্তু দৃষ্টিনাই সেইরূপ শ্রুতি স্মৃতি উভয় শাস্ত্র পাঠ করে কিন্তু তদর্থ ধারণা করেনা; এতৎদ্বয় ব্যক্তিকেই

অন্ধ বলিতেহইবে; যেহেতু ইহারা সকলেই কুপথে পড়িতেছে।

একালে ইহার দৃষ্টান্ত অনেক দেখাইতে পারাযায়; যাহাঁরা স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন; তাহাঁরা অসদৃশ কর্ম্ম করিতে অপেক্ষারাখেন না; অব্যবস্থা প্রদান অযাজ্য যাজন অভোক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান হীন জাতির বেতন গ্রহণ; ও সমস্ত ধর্ম্মের বিপ্লব করিয়া কুপথে পতিত হইতেছেন দেখিয়া অনুভব করিতেহইবে যে ইহাঁরা জ্ঞানান্ধ অর্থাৎ স্মৃতি শাস্ত্র স্বরূপ চক্ষুতে দৃষ্টিশক্তি নাই।

তদ্রূপ; এক্ষণে যাহাঁরা শ্রুতি পাঠ করিয়া আপনার দিগেকে বেদান্তী বলিয়া অভিমান করেন; তাঁহারা গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছেন অর্থাৎ অত্যন্ত অন্ধ। নচেৎ বেদপাঠ করিয়াও কি অসদাচার করিতে পারেন যেহেতু উক্তব্যক্তিরা নিয়তই উন্মার্গগামী হইয়া কি কি অপকর্ম্ম না করিতেছেন অর্থাৎ লোকশাস্ত্র বিদ্বিষ্ট সমস্ত অসৎকর্ম্মেরই পরিগ্রহ করিতেছেন।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অপ্রবৃত্তি বিধায়সর্ব্বজাতিরঅন্ন গ্রহণ সর্ব্বমাংসাদন; করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন মদ্যাদি পান নিরত হইয়া কতকত অনিষ্ট কর্ম্ম সাধন করিতেছেন অর্থাৎ দেবকৃত্য পিতৃকৃত্যব্রতনিয়মযাগ যজ্ঞাদির ব্যাঘাতকারী হইতেছেন সুতরাং তাঁহারদিগকে অন্ধ বলিতে হয় নচেৎ শ্রুতিস্বরূপ চক্ষু যদ্যপি তাঁহারদিগের দৃষ্টিশক্তি সমন্বিত হইত তবে কদাপি শ্রুতিপাঠ

করিয়া এমত অসদৃশ কর্ম্মের সমাচরণ করিতেপা-
রিতেননা।

রণ্ডলক্ষণ।

বিবাদঃসোদরৈঃসার্দ্ধং পিত্রোরপ্রিয়কৃদ্বদেৎ। দ্বিজাধমঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সরণ্ডঃশাস্ত্রনিন্দিতঃ॥ ১॥ ভবিষ্যে।

যেব্যক্তি অনাগস সহোদর ভ্রাতাদিগের সহিত বিবাদকরে। আর পিতামাতার অপ্রিয়কৃৎবাক্যকহে অর্থাৎ পিতামাতাকে সর্ব্বদা বাক্ তর্জ্জন দ্বারা যাতনা দেয় সেই শাস্ত্র নিন্দিত ব্যক্তিকে রণ্ড বলিয়াজানিহ॥ ১॥

পক্বান্নং শূদ্রগেহেচ যোভুঙ্ক্তে সকৃদেববা। পঞ্চরাত্রং শূদ্রগেহে নিবাসীরণ্ড উচ্যতে॥ ২। ভবিষ্যে।

যেব্যক্তি শূদ্রগেহে পক্বান্ন পুনঃ২ ভোজন করে আর পঞ্চরাত্রশূদ্রগেহেবাসকরে তাহাকেও রণ্ড বলিয়া উক্ত করিয়াছেন॥ ২॥

পক্বান্ন পদে কেবল মিষ্টান্ন পিষ্টকাদি নহে অর্থাৎ সিদ্ধান্নকে এখানে পক্বান্ন কহিয়াছেন আর শূদ্রগেহে বাস পদে সৎশূদ্র গৃহবাসনহে অর্থাৎ † ম্লেচ্ছগৃহবাসী যে হয় সেই রণ্ড॥

---

† ম্লেচ্ছ পদে শূদ্র। যথা পুরাণে(শূদ্রাভোক্ষন্তি মেদিনী ইতি) কলিযুগে শূদ্রেরা পৃথিবী ভোগকরিবেঅর্থাৎ কলিতে ম্লেচ্ছরাজা

দণ্ডলক্ষণ।

কপোল গ্রন্থিসংযুক্তো ভ্রূঙ্গটী ঙ্গটিলা

ননঃ। নৃপবদ্দণ্ডয়েৎ যস্তু সদণ্ডঃ সমু

দাহৃতঃ ॥ ১॥ ভবিষ্যে।

কপোল দেশ গ্রন্থি সংযুক্ত এবং ভ্রূঙ্গটী ঙ্গটিল মুখ আর অনায়াসে বিনাদোষে হীনব্যক্তিকে রাজারন্যায় দণ্ডকরে অর্থাৎ নির্দ্দয় যেব্যক্তি তাহাকে দণ্ড কহিয়াছেন॥ ১॥

গতবারেরশেষঃ।

অথর্ব্বশিখোপনিষৎ।

সর্ব্বদেব বেদযোনিঃ সর্ব্ববাক্য বস্তু প্রণ বাত্মক মিতি॥ ১৫।

সর্ব্বদেব ও সর্ব্ববেদযোনি প্রণব। সমস্ত বস্তু ও সমস্ত বাক্য প্রণবাত্মক হয়। অতএব সাধকদিগের প্রণবাবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য॥ ১৫॥

দেবাশ্চেতি সন্ধর্ত্ত। সর্ব্বেভ্যো দুঃখসমে ভ্যঃ সন্তারয়তীতি তারণাত্তারঃ॥ ১৬॥

হইবে। এবং ভাগবতেপি। (বৃষলং মৃপলাঞ্ছনমিতি) শূদ্রনৃপবেশকরতঃ গোহিংসাকরিতেছে, যথা (বৃষং মৃণালং ধবলং বেপন্তং শূদ্রতাড়িতং ধবল বৃষশূদ্রকর্ত্তৃক তাড়িতহইয়া কম্পান্বিত হইয়াছে তাহাকে দেখিলেন। সুতরাং এইশূদ্রশব্দ ম্লেচ্ছ কি না, যেহেতু সৎশূদ্রে গোহত্যাকরেনা॥

সকলের ধারণকর্ত্তা প্রণব একারণ দেববলাযায়। সমস্ত দুঃখ হইতে সন্তারণ করেন একারণ একনাম তার।।১৬

সর্ব্বে দেবাঃ সবিশন্তীতি বিষ্ণুঃ। সর্ব্বাণি বৃংহয়তীতি ব্রহ্ম। সর্ব্বস্যান্তং স্থানে ভ্যো ধ্যায়িভ্য ইতি।। ১৭।

প্রণবকে বিষ্ণুবলেন অর্থাৎ সকল দেবতা প্রণবে প্রবিষ্ট আছেন আর সর্ব্বত্রে প্রণবের প্রবেশ অতএব তাঁহাকে বিষ্ণুবলেন। অতিবিস্তার এবং সমস্ত জগতকে বিস্তার করেন একারণ প্রণবব্রহ্ম। সমস্ত জগৎপ্রণবে লয়পায় এহেতু প্রণব শিবরূপী হয়েন।। ১৭।

প্রদীপবৎ প্রকাশয়তীতি প্রকাশঃ। প্রকাশেভ্যঃসদোঁ।। ১৮।

ইত্যর্থে প্রণবই ব্রহ্মরূপ এবং প্রণবই দেবত্রয়রূপ প্রণব হইতে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয়। প্রণবকে জানিতে পারিলে মুক্ত হয়।।

প্রদীপবৎজ্ঞানালোক প্রদান করেন একারণ প্রণবের নাম স্বপ্রকাশ। প্রকাশাত্মক সমস্ত বস্তুরই প্রকাশক প্রণব।।১৮।।

ইত্যস্ত শরীরে বিদ্যুমদ্যোতয়তীতি মুহুর্মুহুরিতি।। ১৯।।

সমস্ত জীব শরীরে মুহুর্মুহু জ্ঞানদীপের প্রকাশক হ

য়েন। অর্থাৎ খণ্ড কি অখণ্ড সমস্ত জ্ঞানই প্রণব হইতে প্রকাশ পায় অতএব প্রণবকে বিদ্যুজ্জ্যোতি কহেন॥১৯

বিদ্যুত্ত্বৎ প্রতীয়াৎ দিশংভিত্বা সর্ব্বান্ ব্যাপ্নোতি। ব্যাপয়তীতি ব্যাপনত্বা দ্ব্যাপী মহাদেবঃ॥ ২০।

জ্ঞানালোক প্রকাশক জন্য প্রণবের বিদ্যুত্ত্ব প্রতীতি যদ্রূপ দিকভেদ করিয়া বিদ্যুতের দীপ্তি সমস্ত ব্যাপ্ত হয়। তদ্রূপ অজ্ঞান ভেদকরিয়া প্রণবজ্যোতি সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইয়া উদ্দীপ্ত করেন একারণ প্রণবকে মহাদেব বলেন॥২০॥

পূর্ব্বাস্য মাত্রা জাগর্ত্তি জাগরিতং। দ্বিতীয়াস্বপ্নং তৃতীয়া সুসুপ্তং। চত্তর্থী তুরীয়ং॥ ২১॥

প্রণবের পূর্ব্বমাত্রা জাগরিত স্থানে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ অকার অহংকার মূর্ত্তিঃ। দ্বিতীয়া মাত্রা স্বপ্নস্থানে অর্থাৎ বিষ্ণুরূপউকার প্রদ্যুম্নাখ্যকামদেব যাহাকে মন বলে। তৃতীয়া মাত্রা সুসুপ্তস্থানে অর্থাৎ সংকর্ষণাখ্য শিবরূপ মকার যাহাঁর জীবসংজ্ঞা। তুরীয়স্থানে অর্দ্ধ মাত্রা চত্তর্থী সর্ব্বদেব সর্ব্ববেদ ময়ী॥২১॥

মাত্রা মাত্রা মাত্রা প্রতিমাত্রা গতা। সম্যক্ সমস্তানপি পাদানজয়তীতিস্বয়ং।২২

পূর্ব্বাদ্বিতীয়া তৃতীয়া মাত্রার প্রতিমাত্রা চত্তর্থী অর্দ্ধ

মাত্রা। অর্থাৎ সেই তুরীয় স্থানস্থা অর্দ্ধাখ্যাচত্তর্থী মাত্রা সমস্ত পাদকে স্বয়ং জয়করিয়াছেন॥ ২২॥

স্বয়ং ব্রহ্মা ভবত্যেষ সিদ্ধিকর এতদ্ধ্যা নাদৌ প্রযুজ্যতে। ২৩।

স্বয়ংসাধক ব্রহ্মাহয়েন যিনি এইপ্রণবের স্বরূপ ধ্যান করেন। অর্থাৎ সমস্ত সিদ্ধিকর প্রণবধ্যানেই প্রথমত প্রযুক্ত হইবেক॥ ২৩।

সর্ব্ব করণোপসংহারত্বা দ্ধার্য্যধারণাদ্ব্রহ্ম। সর্ব্বকরণানি প্রাণং মনসি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য ধ্যানং বিষ্ণুঃ॥ ২৪।

সমস্ত করণের উপসংহার অর্থাৎ সর্ব্বইন্দ্রিয় বৃত্তির সহিত মনোবৃত্তির উপসংহারেপ্রাণকে ধারণা এক ব্রহ্মেতে ধার্য্য করিয়া ব্রহ্মাকে চিন্তা করিবেক। ধ্যান ধ্যাতা ধ্যেয় নিশ্চয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি মনেতে প্রতিষ্ঠাকরত ধ্যান করিবেক অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির অবস্থান ব্রহ্মেহয়। ধ্যানস্বরূপ বিষ্ণুর চিন্তা করিবেক॥ ২৪॥

প্রাণং মনসি সহকরণৈঃ প্রতিষ্ঠাপ্য ধ্যাতারুদ্রঃ। প্রাণং মনসি সহকরণৈ র্না দান্তে পরমাত্মনি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য প্রধ্যায়ীতেশানং প্রধ্যায়িতব্যং॥ ২৫

সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তির সহিত প্রাণকে মনেতে প্রতিষ্ঠাক রতঃ ধ্যাতাস্বরূপ রুদ্র চিন্তাকরিবেক। সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তির সহিত প্রাণকে মনেতে প্রতিষ্ঠাকরতঃ নাদচক্রান্তে অর্থাৎ অর্দ্ধমাত্রা স্থিত পরমাত্মাতে সংযোগ করিয়া আদিত্যাখ্যধ্যেয় পরমেশানকে চিন্তাকরিবেক॥ ২৫॥

সর্ব্বমিদং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রান্তে সংপ্রসূয়ত সর্ব্বাণি চেন্দ্রিয়াণি সহভূতৈর্নকারণং কারণানাং ধ্যাতা। ধ্যাতা কারণন্তু ধ্যেয়ঃ। ২৬

এতৎ সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম বিষ্ণু রুদ্রান্তে সংপ্রসূত অর্থাৎ উৎপত্তি স্থিতিলয় হইতেছে এতদ্ভিন্ন জগতের অন্যকারণ নাই। সকল কারণের ধ্যাতা ইহাঁরা এবং সকল কারণের ধ্যেয় ও হয়েন॥ ২৬॥

সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্নঃ সর্ব্বেশ্বরশ্চ শম্ভুরাকাশ মধ্যে ধ্রুবং স্তব্ধাধিকং ক্ষণমেকং কৃত্তশত স্যাপি চত্বঃসপ্তত্যা যৎফলং তদবাপ্নোতি॥ ২৭।

সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন সর্ব্বেশ্বর শম্ভুকে আকাশ মধ্যে অর্থাৎ হৃদাকাশের মধ্যে প্রণবের বাচ্যজ্ঞানে একক্ষণ

ধ্যানকরিলে সাধক চতুঃসপ্ততী অশ্বমেধের ফল প্রাপ্তহয়।২৭॥

কৃৎস্ন মোঙ্কার গতিত্বং সর্ব্ব ধ্যান যোগ জ্ঞানানাং যৎফলং। ২৮

প্রণবাবলম্বন সমস্তভাবে যে সাধক করেন তিনি সমস্ত যোগ ধ্যান জ্ঞান চর্চ্চা সমস্ত জীবনে করিলে যেফল হয় তাহা প্রাপ্ত হয়েন॥ ২৮।

ওঁকারো বেদ পরঈশাবা শিব একো ধ্যেয়ঃ। শিবধ্রুবঃ সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য সমাপ্তাবথর্ব্ব শিখা এতামধীত্য দ্বিজোগর্ভবাসা দ্বিমুক্তো বিমুচ্যত ইত্যো সত্যং। ২৯।

যে সাধক প্রণব মহিমা কে জানিয়া এতৎজগতে এক শিব মাত্র ধ্যেয় জানিয়াছেন। এবং শিবকেই প্রণব প্রতিপাদ্য স্থিরকরিয়া অন্য সকল পরিত্যাগ করতঃ চিত্তে সমাধান করিয়াছেন এই অথর্ব্ব শিখাকে অধ্যয়ন করেন সেই সাধক গর্ভবাস হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্ব্ব বন্ধনে পরিমুক্ত হয়েন অতএব প্রণবই সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম। প্রণবাবলম্বন করিলেই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়॥ ২৯।

সমাপ্তশ্চেয় মথর্ব্ব শিখোপনিষৎ।

গতবারের শেষঃ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

কফ দুষ্টং যত্তু তোয়ে নিমজ্জতিচ পিচ্ছিলং। দ্বন্দ্বজন্তু দ্বিলিঙ্গং স্যাৎ ত্রি লিঙ্গং সান্নিপাতিকং॥ ২০।

কফদুষ্ট স্তন্য পিচ্ছিল জলে নিমগ্ন হয়। দ্বিদোষ দুষ্ট দ্বিচিহ্ন ত্রিদোষদুষ্ট ত্রিচিহ্ন হয়॥ ২০।

অথ দুষ্ট স্তন্যস্য শোধন বিধি।

ধাত্রী ক্ষীর বিশুদ্ধ্যর্থং মুদ্গযূষ রসাশি নী। ভার্গী দারুবচাস্পিষ্টাঃ পিবেৎ সা তিবিষাস্তথা॥২১।

অনন্তর দুষ্ট স্তন্যের শোধন বিধি। জননী দুগ্ধ বিশুদ্ধ নিমিত্ত মুদ্গযূষরূপ রস ভক্ষণ করিবেন এবং বামুন-হাটী দেবদারু বচ আতইচ একত্রে বাটিয়া ভক্ষণ করিবেন॥ ২১॥

পাঠা মূর্ব্বাব্দ ভূনিম্ব দারু শুণ্ঠী কলি ঙ্গকৈঃ। সারিবা মৎস্যপিত্তাখ্যৈঃ ক্বাথঃ স্তন্য বিশোধনঃ॥ ২২।

আকনাদি মুরগামূলমুথা চিরাতা দেবদারু শুণ্ঠী ইন্দ্র

যব অনন্তমূল কটকী ইহারদিগের ক্বাথ স্তন্য শুদ্ধি কা-রণ পাচনের ন্যায় ভক্ষণ করিবেন ॥ ২২ ॥

পটোল নিম্বাসন দারু পাঠাং মূর্ব্বাং গুডূচীং কটু রোহিণীঞ্চ। সনাগরাঞ্চ ক্বথিতাঞ্চ তোয়ে ধাত্রী পিবেৎ স্তন্য বিশুদ্ধ হেতোঃ ॥ ২৩ ॥

পলতা নিম্ব পিয়াল দেবদারু আকনাদি মুরগামূল গুলঞ্চ কট্‌কী শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ স্তন্য বিশুদ্ধি নিমিত্ত পান করিবেন ॥ ২৩।

অথ শুদ্ধস্য লক্ষণমাহ।

নীরে স্তন্যং যদেকীস্যাদবিবর্ণ মতন্তুমৎ। পাণ্ডুরং তনুশীতঞ্চ তদ্দুগ্ধং শুদ্ধ মাদিশেৎ ॥২৪ ॥

অনন্তর শুদ্ধ স্তনের লক্ষণ কহিতেছেন। জলেতে স্তন্য যখন একত্র হয় বিবর্ণ হয়না এবং সূত্রের মত না হয়। এবং শুক্লবর্ণ অল্প শীতল সেইদুগ্ধ শুদ্ধ জানিহ ।২৪

অথ ধাত্রী লক্ষণ।

বিনীয় যদি বালস্য বিদধ্যাদুপমাতরং। সুবিচার্য্য গুণান্ দোষান্ ঈর্য্যাদ্ধাত্রীং তদ্দেশীং ।২৫।

যদি বালকের উপমাতাকে আনয়ন করিয়া বিধান

করেন তবে গুণ দোষ সুবিচার করিয়া এতাদৃশী ধাত্রী করিবেক ॥ ২৫ ॥

সবর্ণাং মধ্য বয়সাং সচ্ছীলাং মুদিতাং সদা। শুদ্ধ দুগ্ধাং বহুক্ষীরাং সবৎসা মতি বৎসলাম্ ॥ ২৬।

স্বাধীনা মল্প সন্তুষ্টাং সুলীনাং সজ্জনা শ্রজাং। কৈতবেন পরিত্যক্তাং নিজ পুত্র দৃশাং শিশৌ ॥ ২৭।

সমান বর্ণা অর্থাৎ স্বীয়২ জাতি এবং মধ্য বয়স্কা ও সুশীলা ও হর্ষ যুক্তা সর্ব্বদা ও শুদ্ধ দুগ্ধ বিশিষ্টা অনেক দুগ্ধযুক্তা সপুত্রা অতি দয়ান্বিতা এবং স্বাধীনা এবং অল্প সন্তুষ্টা সৎসুলোদ্ভবা সজ্জনদৃষ্টিতা ছল ত্যক্তা নিজ পুত্র তুল্য দৃষ্টা এবম্প্রকার ধাত্রী করিবেক ॥ ২৭

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসেবারদ্বয়মুদ্রিতাহইয়া পাতুরিয়াঘাটা শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রেমুদ্রিতা।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্ময় ত্বংনমোমে।

১১৪ সংখ্যা, শকাব্দাঃ ১৭৭৬ সন১২৬১ সাল ৩১ চৈত্র শুক্রবার

নির্ঘণ্ট পত্র।

শকাব্দা ১৭৭৬ শকের বাঙ্গালা সন১২৬১ সালের
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকার নির্ঘণ্ট পত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি।
২০১ সংখ্যা।		
বৎসর প্রবেশে ভগবানের প্রতিকৃতজ্ঞতা স্বীকার করণ	৩২৫	

অথ সন্দেহ নিরসন
বৈদিক ধর্ম্মের প্রাচীনতা বর্ণন ৩৩০ ১২
মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের
সম্বন্ধ বিচার
মেডিকল কালেজে তারাচাঁদ বন্দোপাধ্যায়ের
চিকিৎসা প্রশ্ন ৩৩৩ ২৩

২০২ সংখ্যা।

অমৃতনাদ বিন্দূপনিষৎ। ৩৩৯ ২

২০৩ সংখ্যা।

অমৃত নাদোপনিষৎ। ৩৪৯ ১
অথ সন্দেহ নিরসনে বাইবেলের মর্ম্ম
প্রকাশ। ৩৫১ ১৭
খ্রীশুর দ্বাদশোপদেশ। ৩৫২ ১৩

২০৪ সংখ্যা।

মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ
বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার ৩৬২ ১
নাড়ীস্থান কথন ৩৬৩ ১৮

২০৫ সংখ্যা।

সন্দেহ নিরসন ৩৭৩ ১
মিশনরিদিগের দৌরাত্ম্য বর্ণন। ৩৭৪ ২
ধর্ম্ম শ্রদ্ধার বিরক্তিকারণ ৩৭৮ ৪
ভাক্তজ্ঞানীদিগের স্বভাববর্ণন ৩৮২ ২

২০৬ সংখ্যা।

ক্ষুরিকোপনিষৎ। ৩৮৫ ১

মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ
বিচারে নাড়ীচক্র জ্ঞান ৩৯০ ৪

২০৭ সংখ্যা।

সন্দেহ নিরসন
ভক্তিজ্ঞানীর প্রশ্ন ৩৯৮ ১
পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তরে পিতামাতার মহিমা
বর্ণন ৩৯৯ ১৪

২০৮ সংখ্যা।

ক্ষুরিকোপনিষৎ। যোগাভ্যাসানুষ্ঠান
কথন ৪১০ ১
মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ
বিচারে নাড়ীচক্রজ্ঞান ৪১৫ ১৮

২০৯ সংখ্যা।

সন্দেহ নিরসন
পিতৃ মহিমা বর্ণন ৪২০ ১
পিতৃষোড়শী শ্রাদ্ধ কথন ৪২৫ ৭
ক্ষুরিকোপনিষৎ। ৪৩০ ১

২১০ সংখ্যা।

ক্ষুরিকোপনিষৎ। ৪৩৩ ১
মানবশরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ
বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।
নাড়ীচক্র জ্ঞান ৪৩৫ ১২

২১১ সংখ্যা।

সন্দেহ নিরসন

মাতৃ মহিমা বর্ণন　৪৪৫　১
মাতৃষোড়শী শ্রাদ্ধ কথন　৪৪৮　৬
গর্ব্ভোপনিষৎ।
শরীর চিন্তা　৪৫৫　৩

২১২ সংখ্যা।

গর্ব্ভোপনিষৎ।　৪৫৭　১
মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ
বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচারে
নাড়ীচক্র জ্ঞান　৪৬০　৮

২১৩ সংখ্যা

সন্দেহ নিরসন
পিতৃ মহিমা বর্ণন।　৪৬৯　১
পিতৃস্তোত্র।　৪৭৩　১১
গর্ব্ভোপনিষৎ　৪৭৮　১

২১৪ সংখ্যা।

গর্ব্ভোপনিষৎ
মনুষ্য জন্মের বিবরণ　৪৮২　....　১
দুর্জ্জন লক্ষণ　৪৯০　৭

২১৫ সংখ্যা।

সন্দেহ নিরসন।
মাতৃ মহিমা বর্ণন　৪৯৪　১
মাতৃস্তোত্র।　৪৯৬　৬
গর্ব্ভোপনিষৎ　৫০০　১৩

২১৬ সংখ্যা।

গর্ব্ভোপনিষৎ।　৫০৫　১

মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ
বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার ৫১৯ ১
গর্ব্বিণী কৃত্যাকৃত্যানি ৫১০ ১২
সূতিকাগৃহাকৃতিবর্ণন ৫১৩ ১০
আসন্ন প্রসবায়া লক্ষণ ৫১৩ ১৭
আসন্ন প্রসবার উপচার ৫১৪ ৫
জনয়িত্রী লক্ষণ ৫১৪ ১৯
ধাত্রীর কৃত্য ৫১৫ ৬

২১৭ সংখ্যা।

সন্দেহ নিরসন
ভাক্তজ্ঞানীরদিগের ধর্ম্মকথন ৫১৮ ১০
সত্য ধর্ম্মকথন ৫১৯ ২০
দয়া ধর্ম্ম কথন ৫২১ ১
শান্তিধর্ম্মকথন ৫২১ ৯
অহিংসা ধর্ম্মকথন ৫২৩ ১৮
গুরুপার্য্যায় কথন ৫২৪ ২০
ধর্ম্মার্থাদি প্রাপ্তির বিবরণ ৫২৫ ১৩

২১৮ সংখ্যা।

মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ
বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।
সন্তানোৎপত্তির প্রকরণ ৫২৮ ১
সন্দেহ নিরসন।
কর্ম্ম ব্রহ্মোপাসনবিধি ৫৪২ ১
অথর্ব্বশিখোপনিষৎ। ৯

প্রণব মাহাত্ম্য	৫৪৯	৬

২২০ সংখ্যা।

মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।		
সন্তানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির উৎপত্তি	৫৫৩	১
গর্ভের জীবনোপায়	৫৫৬	১৮
গর্ভ বৃদ্ধির উপায়	৫৫৭	৫
দৃষ্টিরোম কূপাদির বৃদ্ধিকথন	৫৫৭	২০
কেশাদি বৃদ্ধিকথন	৫৫৮	৬
চেতনাদি অঙ্গের কারণ	৫৫৮	১৩
গর্ভ রোদন কারণ	৫৫৯	৭
কালানুগত ধর্ম্মের কথন	৫৫৯	১৩

২২১ সংখ্যা।

সন্দেহ নিরসন	৫৬৬	১
পুরুষের ষড়বিংশতি দোষ কথন	৫৬৭	১
অধম পুরুষলক্ষণ	৫৬৮	১৩
বিষম পুরুষ লক্ষণ	৫৬৯	১২
পশু পুরুষ লক্ষণ	৫৬৯	১৯
পিশুন পুরুষ লক্ষণ	৫৭১	৯
পাপিষ্ঠপুরুষ লক্ষণ	৫৭৩	১৮
নষ্ট পুরুষ লক্ষণ	৫৭৪	১
রুষ্ট পুরুষ লক্ষণ	৫৭৪	১৮
কষ্ট পুরুষ লক্ষণ	৫৭৬	৫
পুষ্ট পুরুষ লক্ষণ	৫৭৬	১৭

দুষ্ট পুরুষ লক্ষণ ৫৭৭ ৩
শ্রেষ্ঠ পুরুষ লক্ষণ ৫৭৭ ১২

২২২ সংখ্যা

অথর্ব্ব শিখোপনিষৎ ৫৭৮ ১
মানবশরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ
বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার ।
বালকের জন্মোত্তরবিধি ৫৮২ ১৫
প্রসূতির নিয়ম ৫৮৩ ৩
প্রসূতির নিয়ম সময় বিধি ৫৮৩ ১৮
স্তন্য স্বরূপ কথন ৫৮৪ ১৪
স্তন্য প্রবৃত্তি কথন ৫৮৫ ৪
স্তন্যের অল্পতা কারণ ৫৮৫ ২০
স্তন্য বৃদ্ধি কারণ ৫৮৬ ৭
স্তন্য দুষ্ট কারণ ৫৮৭ ১৬
দুষ্ট স্তন্য লক্ষণ ৫৮৮ ১০

২২৩ সংখ্যা ।

সন্দেহনিরসন
অন্ধকাণ লক্ষণ ৫৮৯ ৫
রুগ্ন পুরুষ লক্ষণ ৫৯২ ৩
অথর্ব্ব শিখোপনিষৎ । ৫৯৩ ১০
মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের
সম্বন্ধ বিচার ৫৯৯ ২
দুষ্টস্তন্য শোধন বিধি ৫৯৯ ৯
শুদ্ধস্তন্য লক্ষণ ৬০০ ১০
ধাত্রী লক্ষণ ৬০০ ১৭

২২৪ সংখ্যা ।

নির্ঘণ্ট পত্র ৬০২ ১

বিজ্ঞাপন।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকার গ্রাহকগণ সন্নিধানে বিনয় পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি; যে মহাশয়েরা সকলে আমারদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ স্নেহাবলোকন করিবেন। যেহেতু এই দুরন্ত সময়ে বৈদিক জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা হয় না এতন্মহানগরীয় লোকের মধ্যে অনেকেই প্রায়সনাতনধর্ম্মে জলাঞ্জলিদিয়াছেন; বর্ত্তমানে কেহ২ দিতেছেন অপরেরাও যে পরে দিবেন তাহারলক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে; কারণ বঙ্কিষ্ঠমনুষ্যের মধ্যেপ্রায়ইবৈধর্ম্মী দেখাযায় অর্থাৎ কেহবা নাস্তিক; কেহবা ক্রাইষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী; কেহবা ভাক্ত তত্বজ্ঞানী; সুতরাং পূর্ব্বপুরুষানুচরিত ধর্ম্মপথে অতি অল্প লোক বিশ্বাস করে; তন্নিমিত্ত সংবাদ পত্রসম্পাদকেরাও অর্থলোলুপ হইয়া বিধর্ম্ম পক্ষের প্রশংসা বাদেই সমস্ত পত্র পূরণ করেন বৈদিক ধর্ম্মকে ছিন্নতৃণ তুল্য জ্ঞান করিয়াছেন। ফলত করিতেও পারেন যেহেতুএতৎসময়ে কেবলধনেরই গৌরব; যেরূপ পথে চলিলে বহুধন লাভহইতে পারে সেইরূপ পথে চলিতেই মানস হয়। এক্ষণে ধর্ম্মাধর্ম্ম জাতিজ্ঞান লজ্জাভয় কিছুই নাই ধনই ধন্যতম হইয়াছে।

সুতরাং ধন লোভ দেখাইয়া চিরবিধর্ম্মীগণেরা ধার্ম্মিকবংশপ্রসূত জনগণকেএককালে ধর্ম্মহইতে চ্যুত করিবার উপক্রম করিয়াছে; একালেযেসকল মহানুভাব ধনাঢ্যতম ধার্ম্মিক গণেরা প্রাচীন পথে আরূঢ় আছেন

তাঁহারদিগেরপ্রতিই এইনিবেদন যে স্বধর্ম্মরক্ষার্থযত্নক রা এক্ষণে তাঁহারদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নচেৎ স্বল্পদিবসেই এই পরম পবিত্র অতিনির্ম্মল ধর্ম্ম এদেশ হইতে অন্তর্দ্ধান হইবেন।

যেরূপ বিধর্ম্মী দলে ধর্ম্মের প্রতি নিয়ত আঘাত করিতেছে তাহাতে দিন দিন আঘাতী হইয়া ধর্ম্ম ক্ষীণই হইতেছেন। আমরা নির্দ্ধন যত্নবান হইয়াই বা কি করিতে পারি তথাপি ধর্ম্মরক্ষার্থ উপদেশকরিতে ত্রুটি করিনা; যদি বল যে তোমারদিগের বক্তৃতাতে কি হইতে পারিবে প্রগাঢ়২ লোক সকল ধার্ম্মিক পক্ষে আছেন তাঁহারদিগের অপেক্ষা তোমরা ক্ষমতাবান নহ। উত্তর। একথা সত্য কিন্তু ধর্ম্মরক্ষার্থ যত্নকরিয়া যেকেহ কিছু বক্তৃতা বা লিপিবদ্ধ করুক; তাহাতেই উপকার দর্শিতে পারে; কেননা বলিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতিপক্ষ যদি দুর্ব্বলও হয় তথাপি বলিষ্ঠকে ব্যস্ত করে তাহাতেসন্দেহ নাই বস্তুতস্তুশত্রু থানহইলেঅনায়াসেআত্মাভিলাষ পূর্ণকরিতে অবকাশ প্রাপ্ত হইতে পারেনা; সেইরূপ বিধর্ম্মীগণেরা যদিও প্রবল হইতেছে বটে তথাপি আমারদিগের লিপি দেখিলে অবশ্যই ক্ষোভিত হয় এবং ধার্ম্মিক পক্ষেও কোন২ ব্যক্তি এতৎলিপিদৃষ্টে বিধর্ম্মী দলের সহিত বিরোধ করিতেও পারে, সুতরাং বিরোধ চলিলে দলবদ্ধ হয় দলবদ্ধ হইলে সহসা ভ্রষ্ট ধর্ম্মীরা ধর্ম্মের হানি করিতে পারিবে না এতদ্বিবেচনায় আমরা এই নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা প্রকাশ

করিয়াছি কিন্তু একাল পর্য্যন্ত ও চলিতেছে এবং ইহা-র পক্ষে ও অনেকেআছেন;তথাপি কিন্তু এমতসাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় নাইযে অনায়াসে আমরা চালাইতে পারি অর্থাৎঅতিক্লেশে চলিতেছে, হিন্দু মহাশয়েরা কিছুমাত্র অবলোকনকরেন না অতি আক্ষেপেরসহকারে সকলকেইজানাইতেছি যে ধনাঢ্যতমেরা এতৎবিষয়েরপ্রতিকটাক্ষপাত করুন্ ইহাতে অত্যন্তযশোলাভ হইতেপারে এবং দেশের হিত হয় তদ্যশো লাভহইলে ইহ পরত্রসুখীহইয়া ভগবৎপরমপদবীতে অভিগমন করিতে পারিবেন অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত তদর্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে; তাহার নিয়ম প্রতিসংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনামাত্র সাময়িক পত্রন্যায় নির্দ্ধার্য্য করাগিয়াছে; যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি যোড়াবাগানের ১৮।২৪ নম্বর ভবনে অথবা পাথুরিয়া ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতেপারিবেনকিন্তু মূল্য প্রতি সংখ্যা প্রাপ্ত হইলেপ্রদান করিতে হইবে কালবিলম্বের স্বীকার করা যাইবেক না।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি। যে ধর্ম্মরাজা ধ্বরীন্দ্র বিরচিত ‘‘বেদান্ত পরিভাষা,, নামে সংস্কৃত পুস্তক নঙ্গাক্ষরে উত্তম কাগজে মুদ্রাঙ্কিতহইয়া নিত্য ধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রালয়ে প্রস্তুত আছে মূল্য ৸৹ দ্বাদশ আনামাত্র যাহাঁরদিগের ঐ পুস্তক গ্রহণ করিবার মান স হইবে; তাঁহারা যুগলোদ্যানে ১৮।২৪ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।। ইতি।

শ্রীনীলমাধব তর্কসিদ্ধান্ত।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি; যে সন ১২৫৪ সাল ও সন১২৫৫ সাল ও সন১২৫৬ সাল ও সন১২৫৭ সাল ও সন১২৫৮ সাল ও সন১২৫৯ সাল ও সন১২৬০ সাল এতদ্বৎসর ষট্কের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৬ খণ্ড পুস্তকপ্রস্তুত আছে; মূল্য নিরূপণ প্রতিখণ্ডে ৬ মুদ্রা যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি যোড়াবাগানের ১৮।২৪ নং ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রালয়ে অথবা পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীতে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

আদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসেবারদ্বয়মুদ্রিতাহইয়া পাতুরিয়াঘাটা শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রেমুদ্রিতা।